NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ সরকারি অনুদান নিচ্ছে না ৩ হাজার পুজো কমিটি, বাঁচল প্রায় ৩০ কোটি

এন্টালিতে অ্যাপ ক্যাবের ভিতরে পা বাঁধা রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার ৩

কলকাতা ৮ অক্টোবর ২০২৬ ২০ আশ্বিন ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার বিংশ বর্ষ ১১৯ সংখ্যা ১০ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 08.10.2026, Vol. 20 Issue No. 119, 10 Pages, Price 3.00

বিদায়... ভারতীয় সময় বুধবার ভোরে নীল-সাদা জার্সিকে বিদায় জানালেন ফুটবলের রাজপুত্র লিওনেল মেসি। শেষ ম্যাচে ৩-০-তে জিতে মাঠ ছাড়ে আর্জেন্টিনা। গোল করলেন, গোল করালেন, কাঁদলেন, কাঁদালেন। শেষ ম্যাচেও সপ্রতিভ ছন্দই দেখা গেল তাঁর পায়ে। আবেগ, আতশবাজি, আলোর জাদু, সমবেত হাততালি; মেসির সামনে রাতটাকে স্মরণীয় করে রাখলেন সমর্থকেরা।

‘উই উইল ডু ইট’

২৫ বছর পূর্তিতে ভারতের লক্ষ্য বাঁধলেন প্রশাসক মোদী

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর: ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর, গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথমবার প্রশাসনিক প্রধান পদে শপথ নিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী। ২০২৬ সালের ৭ অক্টোবর দেখতে দেখতে সরকারপ্রধান হিসেবে পূর্ণ হল প্রশাসক হিসাবে তাঁর ২৫ বছর। বুধবার বিজেপির ‘সেবা সংকল্প অভিযান’-এর ‘বিকশিত ভারত সংকল্প সভা’য় নিজের দীর্ঘ যাত্রার অভিজ্ঞতা ও জীবনের পাঠ তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকে খুবই গুরুত্ব পূর্ণ মন্তব্য করেন তিনি। স্পষ্টত জানান, ‘যতক্ষণ না ভারত বিকশিত ভারত না হয়,ততক্ষণ আমি থামব না, ক্লান্ত হব না।’

পাশাপাশি, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তিনি স্লোগান দেন, ‘উই উইল ডু ইট।’ অর্থাৎ, ‘আমরা এটা করে দেখাবোই।’ তাঁর ভাষণে উঠে আসে বিকশিত ভারত, মহাকাশ গবেষণা, প্রতিরক্ষা, ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রগুলি। প্রসঙ্গত, ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্তিতে ভারতকে এই উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়েই এগোচ্ছে। ভারতকে একটি উচ্চ-আয়ের অন্যতম শীর্ষ অর্থনীতিতে রূপান্তর করা। গ্রামে এবং শহরে কর্মসংস্থান তৈরি করা। অর্থনৈতিক উন্নতি, সুশাসনে দেশ যাতে এগিয়ে থাকে সেই চেষ্টাই করছেন প্রধানমন্ত্রী। আর যতক্ষণ না দেশকে তিনি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি পিছু পা হবেন না। এক কথায় তাঁর বক্তৃতা বিজেপি কর্মীদের আরও উজ্জীবিত করল।

এদিনের বক্তব্যের একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল গীতার শ্লোক। কখনও ফলের আশা করেন না তিনি। কেবল দেশ ও দেশের মানুষের উন্নতিতেই কাজ করে যাওয়াই সংকল্প। সেই কথাই শোনা গেল প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যয়ী ভাষণে। ‘কর্মভূমি’ ভারতে নিজেকে ‘সেবক’ বলেই পরিচয় করালেন মোদী। নতুন অধ্যায়ের সূচনার বার্তাও এদিন দিয়েছেন তিনি।

বুধবার ‘উন্নত ভারত সংকল্প সভা’য় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ‘২০০১ সালের ৭ অক্টোবর আমি যখন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেই, তখন কল্পনাও করিনি যে একদিন প্রধানমন্ত্রী হব। এবং টানা ২৫ বছর সরকারের প্রধান হিসেবে এই মাইলফলক ছোঁব। দেশের মানুষের ভালোবাসার জন্যই এটা সফল হয়েছে। দেশবাসীর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।’ মোদী আরও বলেন, ‘আমার জীবনে কোনও ঘটনাই বৃথা যায়নি। যারা আমায় জিতিয়েছেন, তাঁরা বিনয়ী হতে শিখিয়েছেন। যারা হারিয়েছেন, তাঁরা ফের উঠে দাঁড়াতে শিখিয়েছেন। শুভাকাঙ্খীরা উৎসাহিত করেছেন, আর সমালোচকরা আত্মসমালোচনার সুযোগ দিয়েছেন। প্রতিটি সংকটে ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছি। প্রতিটি সাফল্য দায়িত্ব বাড়িয়েছে, আরও বড় লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার সাহস যুগিয়েছে।’

এদিনের ভাষণে দেশের উন্নতির পথে ৬টি লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেন প্রধানমন্ত্রী। যেগুলি হল, ১. ২০৪৭-এর মধ্যে বিকশিত ভারত। স্বাধীনতার ১০০ বছরে ভারতকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করা। ২. বিশ্বের সেরা তিন অর্থনীতির দেশে পরিণত করা হবে ভারতকে। ৩. আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশকে স্বাবলম্বী করে তোলা। ৪. ভারতকে ম্যানুফ্যাকচারিং হাবে পরিণত করা। উৎপাদন শিল্পে ভারত হয়ে উঠবে বিশ্বের প্রধান কেন্দ্র। ৫. মহাকাশ গবেষণা ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ভারতের আধিপত্য আরও মজবুত করা এবং ৬. ভারতে বিশ্বমানের অলিম্পিক গেমস আয়োজন।

প্রধানমন্ত্রীর গলায় শোনা গেল স্বামী বিবেকানন্দের কথাও। মোদী বলেন, ‘আজ বিনায়ক মন্দিরে দেশবাসীর জন্য প্রার্থনা করেছি। কোটি কোটি দেশবাসীর আস্থা ও কর্মীদের পরিশ্রমের ফল। ২৫ বছরে অভিজ্ঞতার ঝুলি সম্পূর্ণ।’ তিনি আরও বলেন, ‘রাষ্ট্রের সেবায় নিজেকে কখনও একা বলে মনে হয়নি। সবসময় কর্মীদের পাশে পেয়েছি। প্রত্যেক ঘটনা থেকে শিক্ষা পেয়েছি। আমি নিজেকে এখনও শিক্ষার্থী মনে করি। কর্মই আমার ধর্ম।’

জাতির উদ্দেশে ভাষণে একদিকে যেমন বিকশিত ভারত ও উন্নত রাষ্ট্রের লক্ষ্য বেঁধে দিলেন, তেমনই ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি স্পষ্ট করলেন। তাঁর গলায় উঠে এল মাওবাদ মুক্ত ভারতের কথা। নাম না করে পাকিস্তানকে আবারও সার্জিক্যাল স্ট্রাইক থেকে অপারেশন সিঁদুরের কথা মনে করিয়ে দেন মোদী। বলেন, ‘ঘর মে ঘুসকে মারা।’ কারও নাম না নিলেও এই বার্তা যে পাকিস্তানের উদ্দেশে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ‘আগে বিশ্বে কোথাও সংকট এলে দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়ত। কিন্তু এখন সময় বদলে গিয়েছে।’

এদিন সকালে দিল্লির সরোজিনী নগরের শ্রীবিনায়ক মন্দিরে পুজো দেন মোদী। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি দিয়ে তিনি লেখেন, ‘আমি শ্রী গণেশের কাছে দেশের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করেছি। বিঘ্নহর্তার আশীর্বাদে দেশ উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে।’ এরপর জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে তিনি ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’র স্লোগান তুলে ধরেন।

‘মোদীজি শুধু প্রধানমন্ত্রী নন, প্রধান সেবক’

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশাসনিক জীবনের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বুধবার কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত হল ‘সেবা জ্যোতি যাত্রা’র রাজ্যস্তরের সরকারি অনুষ্ঠান। রাজ্য সরকারের পর্যটন দপ্তর ও প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রদীপ জ্বালিয়ে কর্মসূচির সূচনা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবারের এই অনুষ্ঠানে রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যদের পাশাপাশি রাজ্যের বহু বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ২৫ বছরের প্রশাসনিক জীবনকে সামনে রেখে অনুষ্ঠানের মূল ভাবনা ছিল ‘সেবার রঙে, দেশের সঙ্গে’। নেতাজি ইন্ডোরে পাবলিক আর্ট ও হিউম্যান রঙ্গোলির মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প এবং ‘বিকশিত ভারত ২০৪৭’-এর লক্ষ্য তুলে ধরা হয়। জায়ান্ট স্ক্রিনে প্রধানমন্ত্রীর জাতির উদ্দেশে দেওয়া বক্তব্যও লাইভ দেখানো হয়।

ছবি: অদিতি সাহা

এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাজের ভুয়সী প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ‘উনি নিজেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন না, বলেন প্রধান সেবক। শুধু মুখের কথায় বলেন না, কাজেও সেভাবে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। আমাদের কাছে মোদীজি এক বড় অনুপ্রেরণা।’ বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে আসে প্রধানমন্ত্রীর জনসেবার প্রসঙ্গও। তাঁর দাবি, নরেন্দ্র মোদীর কাজ এবং আদর্শ থেকেই রাজ্যবাসীর জন্য কাজ করার অনুপ্রেরণা পাচ্ছেন তিনি এবং তাঁর সরকার। এ দিন একাধিক আগামী কর্মসূচির কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, নভেম্বর মাসে নেতাজি ইন্ডোরেই প্রায় ২০ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে সম্মিলিত হনুমান চালিসা পাঠের আয়োজন করা হবে। এর পরে আগামী ২৯ ডিসেম্বর প্রায় ১০ লক্ষ মানুষকে নিয়ে রাজ্যে সমবেত গীতা পাঠের বড় কর্মসূচি করার পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি বুধবার গঙ্গাসাগর মেলা নিয়েও।

রাজ্য সরকারের পরিকল্পনার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, আগামী বছরের গঙ্গাসাগর মেলাকে আন্তর্জাতিক মানে নিয়ে যেতে পরিকাঠামো এবং পরিষেবা উন্নয়নের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এদিন ‘সেবা জ্যোতি যাত্রা’র মঞ্চ থেকে রাজ্যকে ‘বিকশিত ভারত ২০৪৭’-এর লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। নেতাজি ইন্ডোরের অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরই প্রধানমন্ত্রীর জন্মরাজ্য গুজরাতের উদ্দেশে রওনা দেন তিনি। সেখানে মোদীর ২৫ বছরের প্রশাসনিক জীবন পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচিতেও তিনি যোগদান করবেন।

আজ মালদহ সফরে মুখ্যমন্ত্রী

■ একের পর এক ঠাসা কর্মসূচি নিয়ে ব্যস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ২৫ বছরের প্রশাসনিক জীবন পূর্তির অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বুধবার গুজরাতে পৌঁছন তিনি। এরপর আজ সকালেই ফের শুরু হবে তাঁর জেলা সফর, এমনটাই সিএমও সূত্রের খবর। কলকাতা থেকে বিমানে বিহারের পূর্ণিয়া যাওয়ার পর সেখান থেকে মালদহের মানিকচকে যাওয়ার পরিকল্পনা আছে মুখ্যমন্ত্রীর। মানিকচকের ভূতনির চরে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে দেখা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। সরকারি সূত্রের খবর, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়িয়ে আর্থিক সাহায্য-সহ একাধিক সরকারি সাহায্যের কথা ঘোষণা করতে পারেন তিনি।

দুর্গাপুজোর আগে বন্যার্ত পরিবারগুলির জন্য পুজোর বিশেষ উপহার ঘোষণাও এদিন করতে পারেন তিনি তাঁর এই কর্মসূচিতে। গুজরাত থেকে ফেরার পর আজ সকালে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে সরাসরি পূর্ণিয়ার উদ্দেশে রওনা দেবেন মুখ্যমন্ত্রীর। পূর্ণিয়ায় বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হতে পারে। এরপর হেলিকপ্টারে পূর্ণিয়া থেকে মানিকচকের ভূতনির চরে পৌঁছনোর পরিকল্পনা রয়েছে।

তবে পুরো সফরটাই এখন আবহাওয়ার উপরে নির্ভর করছে। হেলিকপ্টার ওড়ার মতো পরিস্থিতি না থাকলে, সেক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে পূর্ণিয়া থেকেই ভার্চুয়ালি মানিকচকের সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে প্রয়োজনে সড়কপথেও মানিকচক যাওয়ার ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে প্রশাসন সূত্রে জানা যাচ্ছে।

৪২-এ ৪২ আসনের উপহার

প্রধানমন্ত্রীকে প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রীর

পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি আসনেই আমরা জিতব। এই ৪২-এ ৪২ জয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে উপহার দেব।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

আমদাবাদ, ৭ অক্টোবর আগামী লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি আসনেই বিজেপিকে জেতানোর লক্ষ্য নিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার গুজরাতের ভাদনগরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশাসনিক জীবনের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান মঞ্চে দাঁড়িয়ে তাঁর ঘোষণা, পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি লোকসভা আসনই জিতে সেই জয় প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দেওয়া হবে। বুধবার ভাদনগরের অনুষ্ঠানে যোগ দেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানেই আগামী লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি এবং বাংলায় বিজেপির লক্ষ্য নিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি আসনেই আমরা জিতব। এই ৪২-এ ৪২ জয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে উপহার দেব।’

প্রধানমন্ত্রীর প্রশাসনিক জীবনের ২৫ বছর পূর্তির অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে শুভেন্দুর এই ঘোষণা রাজনৈতিক ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজ্যের বিজেপি শিবির। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যে সরকার গঠনের পর থেকেই সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার দিকে জোর দিচ্ছে রাজ্য বিজেপি। এবার লক্ষ্য ২০২৭ সালের লোকসভা নির্বাচন। সেই লক্ষ্য নিয়েই ৪২টি আসনে জয়ের কথা এদিন প্রকাশ্যে জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে রাজ্যের আগের তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধেও সরব হন তিনি। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের শাসনে বাংলায় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যে দুর্গাপুজোর মতো উৎসব করতেও সাধারণ মানুষকে আদালতের দ্বারস্থ হতে হত। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এক সময় বাংলার মানুষকে দুর্গাপুজো করার অনুমতি চাইতেও আদালতে যেতে হয়েছে।’ তাঁর দাবি, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরে সেই পরিস্থিতির বদল ঘটেছে। প্রশাসনের কাজকর্মে সাধারণ মানুষের অধিকার এবং স্বাধীনতার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

এদিন প্রধানমন্ত্রীর প্রশাসনিক জীবনের ২৫ বছর পূর্তির অনুষ্ঠানে বাংলার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তা বিজেপির আগামী লোকসভা প্রস্তুতির দিকটিও স্পষ্ট করে দিল। ৪২টি আসনেই জয়কে এখন থেকেই দলের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হিসেবে তুলে ধরছে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব।

চার বছর পর রেপো রেট বাড়াল আরবিআই

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর: যুদ্ধের বাজারে মুদ্রাস্ফীতিতে লাগাম টানতে প্রায় ৪ বছরের মাথায় রেপো রেট বৃদ্ধি করল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। তিনদিনব্যাপী মনিটরি পলিসি কমিটির বৈঠকের পর এই বৃদ্ধির ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে ২৫ বেসিস পয়েন্ট রেপো রেট বাড়িয়ে ৫.৫০ শতাংশ করা হয়েছে। ৭ অক্টোবর থেকেই যা কার্যকর হচ্ছে। রেপো রেট বৃদ্ধির জেরে প্রভাবিত হবেন সাধারণ ঋণগ্রহীতারা। যাদের হোম, কার বা পার্সোনাল লোন রয়েছে। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শেষবার রেপো রেট বাড়িয়েছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। এরপর এতদিন তাতে কোনও বদল আনা হয়নি। তবে যুদ্ধের জেরে বাড়তে থাকা মুদ্রাস্ফীতি সামাল দিতেই এই পদক্ষেপ নেয় শীর্ষ ব্যাঙ্ক। রেপো রেট যে বাড়তে পারে সে ইঙ্গিত গত কয়েকদিন ধরেই মিলছিল। তিন দিনের এমপিসির বৈঠকের পর বুধবার রেপো রেট বৃদ্ধির ঘোষণা করেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গর্ভনর সঞ্জয় মালহোত্রা। তিনি বলেন, সর্ব সম্মতিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গভর্নর বলেন, ‘সারা বিশ্বে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির আশঙ্কা আছে। ব্যবসা নিয়েও রয়েছে অনিশ্চয়তা। সব মিলিয়ে বিশ্বে পরিস্থিতি বেশ জটিল। পাশাপাশি ইরান যুদ্ধের ফলে ধাক্কা খেয়েছে পণ্য পরিবহণে। এই পরিস্থিতিতে আমরা রেপো রেট বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

বিরোধী বিক্ষোভে ফের উত্তাল দিল্লি

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর: জ্ঞানেশ-বিরোধী বিক্ষোভে ফের উত্তাল দিল্লির যন্তর মন্তর সংলগ্ন এলাকা। মঙ্গলবারের পর বুধবারও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে দিল্লির রাজপথে নামেন বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’-র সাংসদেরা। তবে এ বার তাঁর সওয়ার হয়েছিলেন বাসে। কিন্তু যন্তর মন্তরে যাওয়ার আগেই মাঝপথে বাস আটকে দেয় দিল্লি পুলিশ। তত ক্ষণে সেখানে ভিড় করেছেন কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই-এর কর্মী-সমর্থকেরা। তাঁদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয় পুলিশের।

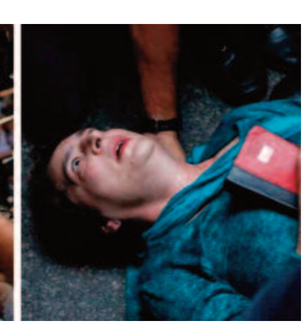

পুলিশ পথ আটকাতেই বাস থেকে নেমে পড়েন রাহুল গান্ধি, ডেরেক ও’ব্রায়েনরা। কর্মী-সমর্থক পরিবৃত হয়ে যন্তর মন্তরের দিকে এগোনোর চেষ্টা করছেন তাঁরা। জমায়েত থেকে ‘ভোটচুরির’ প্রতিবাদে এবং জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফা চেয়ে স্লোগান দেওয়া হচ্ছে। বিরোধী সাংসদেরা পৌঁছোনোর আগেই যন্তর মন্তরে ১৬৩ ধারা (পূর্বতন ১৪৪ ধারা) জারি করে দিল্লি পুলিশ। ফলে সেখানে আইনত জমায়েত নিষিদ্ধ। দিল্লি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার শচিন শর্মা জানিয়েছেন, যন্তর মন্তরে ১৬৩ ধারা জারি থাকায় কেউ আগাম অনুমতি ছাড়া জমায়েত করতে পারবেন না। তবে বিক্ষোভকারী সাংসদের পদাধিকারের কথা মাথায় রেখে পুলিশের নির্দিষ্ট বিধি মেনে যথাযথ আচরণ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

গভীর রাতে পুলিশি এফআইআর কিংবা একের পর এক গ্রেপ্তারি, কোনও কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না বিরোধী ‘ইন্ডি’ জোটের সুর। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে এবং সংস্থায় নিরপেক্ষতা ফেরানোর লড়াইয়ে নিজেদের অবস্থান আরও কঠোর করল বিরোধী শিবির। বুধবার রাজধানীর ৯ জনপথে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গের বাসভবনে আয়োজিত এক হাই-প্রোফাইল মধ্যাহ্নভোজ ঘিরে সরগরম হয়ে ওঠে জাতীয় রাজনীতি। বৈঠকটিতে যোগ দেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি-সহ বিরোধী শিবিরের একাধিক শীর্ষ নেতৃত্ব। বাহ্যিকভাবে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন হলেও, মূলত নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে পরবর্তী রাজনৈতিক ও আইনি আন্দোলনের নীল নকশা তৈরি করতেই এই মেগা বৈঠক ডাকা হয় বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে।

অন্যদিকে, দিল্লির রাজপথেও এদিন বিরোধীদের প্রতিবাদের পারদ চড়তে দেখা যায়। সিইসি জ্ঞানেশ কুমারের অবিলম্বে অপসারণ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে দিল্লি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি দেবেন্দর যাদবের নেতৃত্বে বিশাল প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। পঞ্চকুয়াঁ মার্গ থেকে কনট প্লেস অভিমুখে মিছিল শুরু হতেই পুলিশি বাধার মুখে পড়েন প্রতিবাদকারীরা। বিক্ষোভকারীদের হটাতে লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে যায় পুলিশ। রাস্তায় শুয়ে পড়েন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি। আশেপাশে ঘিরে ফেলেন অন্য সাংসদরাও। পর একপ্রকার পাঁজাকোলা করে তাঁদের তুলে নিয়ে যাওয়া হয় যন্তর মন্তর থেকে। ধস্তাধস্তির পর দেবেন্দর যাদব ও একাধিক কংগ্রেস সমর্থককে জোরপূর্বক প্রিজন ভ্যানে তুলে নিয়ে আটক করে দিল্লি পুলিশ। দিল্লি কংগ্রেসের তরফে সাফ জানানো হয়েছে, নির্বাচন কমিশন যতক্ষণ না তাদের নিরপেক্ষ ভূমিকার লিখিত নিশ্চয়তা দিচ্ছে এবং জ্ঞানেশ কুমার পদত্যাগ করছেন, ততক্ষণ দিল্লিতে আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

এসআইআর-এ কমিশনের নিয়ন্ত্রণই শেষ কথা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ মেনেই কাজ করবে। ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে নানা প্রশ্নের আবহে দপ্তরের তরফে এক বিবৃতিতে সেই অবস্থান স্পষ্ট করা হয়েছে।

বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০-এর বিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনেই ভোটার তালিকা সংশোধন ও সংযোজনের সমস্ত কাজ হবে। অর্থাৎ, এসআইআর-সংক্রান্ত গোটা প্রক্রিয়ায় কমিশনের নির্ধারিত নীতিই কার্যকর থাকবে। একই সঙ্গে বাদ পড়ে যাওয়া যোগ্য ভোটারদের জন্যও পথ দেখিয়েছে সিইও দপ্তর। এসআইআর ২০২৬-এর অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত, মৃত ও বাদ পড়া ভোটারদের তালিকায় কোনও যোগ্য ভোটারের নাম থাকলে তিনি অনলাইনে অথবা সংশ্লিষ্ট বুথ স্তরের আধিকারিকের মাধ্যমে ফর্ম ৬ জমা দিয়ে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির আবেদন করতে পারবেন। শুধু তাই নয়, যাঁরা প্রথমবার ভোটার হওয়ার যোগ্য হয়েছেন, অর্থাৎ ১৮ বছর বয়স পূর্ণ করেছেন, তাঁরাও অনলাইনে বা বুথ স্তরের আধিকারিকের মাধ্যমে ফর্ম ৬ জমা দিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তোলার আবেদন করতে পারবেন।

সিইও দপ্তরের এই বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট বার্তা, এসআইআর-পর্বে ভোটার তালিকা সংক্রান্ত সমস্ত কাজ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনেই চলবে। একই সঙ্গে যোগ্য অথচ তালিকা থেকে বাদ পড়া এবং নতুন ভোটারদের নাম অন্তর্ভুক্তির সুযোগও খোলা রয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Abhijit Kumar Maitra, পিতা- Late Atul Kumar Maitra,যোধপুর পার্ক, কলকাতা- ৭০০০৬৮, থানা: লেক-এর বাসিন্দা, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB01 19720313534-এ ভুলবশত সংক্ষিপ্ত আকারে আমার নাম A. Kr. Maitra, পিতা- A.Kr.Maitra হিসাবে নথিবদ্ধ করা হয়েছে। আমি গত ০১.১০.২০২৬ তারিখে কলকাতার এলডি ১ম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ৩২ নং হলফনামা দায়ের করে ঘোষণা করছি যে A. Kr. Maitra, পিতা- A. Kr. Maitra এবং Abhijit Kumar Maitra, পিতা- Late Atul Kumar Maitra মূলত একই ও অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 03/10/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 23595 নং এফিডেভিড বলে আমি, Rahamat Ali Molla, S/o. Late Asgar Ali Molla, R/o. Champadanga, Tarakeswar, Hooghly-712401, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পাসপোর্টে (Being No. XXXX0234) আমার পিতার সঠিক নাম Asgar Ali Molla-এর পরিবর্তে Sk Asgar Ali Molla লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া পিতার সঠিক নাম Asgar Ali Molla লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমার পিতা Asgar Ali Molla & Sk Asgar Ali Molla সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। My correct D.O.B. is 21.03.1984 instead of 01.01.1984.

গত 30/09/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 17104 নং এফিডেভিট বলে আমি Debasis Santra ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Lakshmi Santra ও Lakshmikanta Santra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

I, Md. Imanur Rahaman, S/o Md. Anisur Rahaman, Vill-Angerson, Pindira, Kalna, declare vide 1st Class J.M. Affidavit No. 64 Dtd. 03.10.26 at Kalna Court that my father Md. Anisur & Md. Anisur Rahaman is same and one identical person.

গত 07/10/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 24485 নং এফিডেভিড বলে আমি, Giyas Mondal, S/o. Gaoser Mondal, সাকিম অঙ্কপাড়া, চিত্রশালী, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৭, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 580, dated 17.08.2011) কন্যার সঠিক নাম Sabnur Khatun-এর পরিবর্তে Mst. Sabnur Khatun, কন্যার পিতার সঠিক নাম Giyas Mondal-এর পরিবর্তে Sk. Giyas Mondal ও কন্যার মাতার সঠিক নাম Momotaz Begam-এর পরিবর্তে Mamataz Begum, লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিতে চাই। আমার কন্যা Sabnur Khatun D/o. Giyas Mondal & Momotaz Begam এবং Mst. Sabnur Khatun D/o. Sk. Giyas Mondal & Mamataz Begum সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

গত 28/09/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 23147 নং এফিডেভিড বলে আমি, Santwana Das Barman W/o. Animesh Das, সাকিম মাঠপাড়া, হাঁসঘড়া (সিটি), মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Anisha Das) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 5776, dated 03.08.2012) আমার/ কন্যার মাতার সঠিক নাম Santwana Das Barman-এর পরিবর্তে Santwana Das, লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া আমার সঠিক নাম Santwana Das Barman লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি/ কন্যা মাতা Santwana Das Barman ও Santwana Das, W/o. Animesh Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 06/10/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 41 নং এফিডেভিট বলে আমি Shyamal Samanta S/o. Karttik Samanta, Shyamal Samant S/o. Karttik Samant ও Shyamal Kr Samanta S/o. R Samanta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 05/10/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 23815 নং এফিডেভিড বলে আমি Sk Anjar Ali S/o. Sk Ali Sovan ও Anjar Ali S/o. S Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 06/10/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 17518 নং এফিডেভিট বলে আমি Kanchan Ghosh S/o. Nabakumar Ghosh ও Kanchan Kr Ghosh S/o. N K Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 06/10/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 17514 নং এফিডেভিট বলে আমি Barid Baran Hembram S/o. Suklal Hembram ও Hembram Baridbaran S/o. Suklal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 06/10/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 17515 নং এফিডেভিট বলে আমি Anup Guha ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Santosh Guha ও S. C. Guha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 23/06/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 45 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Nizamuddin S/o. Sk Emam Box ও Sk Nizamuddin S/o. Sk Imam সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 06/10/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 17441 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Biplab Das S/o. Subal Das ও Biplab Das S/o. M S Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 06/10/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 17516 নং এফিডেভিট বলে আমি Kashi Nath Das S/o. Kartick Chandra Das ও Kashinath Das S/o. K. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 06/10/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 17523 নং এফিডেভিট বলে আমি Sekh Sabur S/o. Sekh Lal Mahammad ও Sk Sabur S/o. Sekh Lal Mahammad সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

PUBLIC NOTICE

I, Rajlakshmi Guha, W/o Debabrata Majumdar, D/o Sukumar Guha, aged about 50 years, residing at C1-116, IIT Campus, P.O. IIT Kharagpur, P.S. Kharagpur (Town), Dist. Paschim Medinipur, Pin-721302, W.B., do hereby notify that my name is Rajlakshmi Guha as per my Aadhaar & Passport No. T8427617, but in my daughter Alakananda Majumdar's Birth Certificate No. I/03/2011/01874 dated 09/07/2011, my name is recorded as Rajlakshmi Guha Majumdar. I declare that RAJLAKSHMI GUHA and RAJLAKSHMI GUHA MAJUMDAR is one and the same person i.e. myself, vide Affidavit No. 12646 dated 01/10/2026 sworn before Ld. J.M. 1st Class, Kharagpur.

নাম-পদবী

আমি SAHINOOR SEKH স্বামী-SAHIDUL SEKH ঠিকানা গ্রাম- Aatakedanga, পোস্ট- Raipur থানা- Nadanghat জেলা- Purba Bardhaman, গত 03/10/26 তাং প্রথমশ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, কালনা এর এফিডেভিটে আমি SAHINOOR SEKH ও SAHINUR SK একই ব্যক্তি হলাম। আমার স্বামী SAHIDUL SEKH ও SAHIDUL SK একই ব্যক্তি হলো। আমার পুত্র IKBAL SEKH ও IKBAL SK একই ব্যক্তি হলো।

AFFIDAVIT

I, **PIYALI GHOSH** alias PIYALI GUHA W/O Joydip Ghosh residing at I/E-2, Baguiati, P.O.- Ashwini Nagar, P.S.- Baguiati, Kolkata- 700159 do hereby declare vide affidavit no. 20776 dated 06.10.2026 before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Sealdah that before my marriage, I was known as PIYALI GUHA and it is recorded in my birth certificate being Registration no. 43 issued by KMC, in the electoral roll and my educational documents but after my marriage with Joydip Ghosh on 05/12/2025, I have been known as PIYALI GHOSH and my said name is recorded in my Aadhaar and PAN Card. PIYALI GUHA D/O Tapan Guha and PIYALI GHOSH W/O Joydip Ghosh i.e. myself am the same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, **AJIT KUMAR PATEL** S/O PANKAJA KUMAR PATEL residing at present at Natural Heights Phase - II, Block - 2, Flat 6B, 137, VIP Road, P.S.- Baguiati, Kolkata-700052, W.B. do hereby declare vide affidavit in the Court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, at Barasat dated 06.10.2026 that my father's actual and correct name is Pankaja Kumar Patel and it is recorded in my passport, my secondary education certificate issued by the Board of Secondary Education, Odisha but his name has been recorded as Pankaj Kumar Patel in my Aadhar Card, Voter Card and PAN Card inadvertently. PANKAJA KUMAR PATEL and PANKAJ KUMAR PATEL i.e. my father is the same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

আমি **শ্রী রঞ্জিত পাত্র**, পিতা- মৃত বেনুধর পাত্র, কিছুদিন পূর্বে **সুশান্ত চন্দ্র মুখার্জী** এবং **মুখার্জী পরিবারকে** তপশীল লিখিত ফ্ল্যাটটি forcefully. Affidavit/Mortgage করে নিয়েছিল। উক্ত আনরেজিষ্ট্রী forcefully. Affidavit/Mortgage অদ্য তারিখ হইতে আর কোন কার্য্য হবে না এবং উক্ত forcefully. Affidavit/ Mortgage বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। **তপশীল ফ্ল্যাটের বর্ণনা**:- D.C. 3/7 3rd Floor, Golf Green Phase-1,
ইতি- **শ্রী রঞ্জিত পাত্র**

বিজ্ঞপ্তিকারীর পক্ষে –
Subrata Ghosh. (Advocate)
Contai Sub-Divisional Court
Enrollment No.- WB-1777/199

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমার মক্কেলগণ জেলা- হুগলী, থানা-ভদ্রেশ্বর, মৌজা-মাধবপুর, জে.এল. নং- ০৭, হাল খতিয়ান নং- ৩৫৭, হাল দাগ নং-১) ৪৩০ নং দাগে ০.১৯ একর, ২) ৪৩৫ নং দাগে ০.১০ একর, ৩) ৪৩৬ নং দাগে ০.০৭ একর সম্পত্তি শ্রী সুবিমল ঘোষ, পিতা-পরেশচন্দ্র ঘোষ-এর পক্ষে ২৫.০৮.২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর. -চন্দননগর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২৪১৬/২০২৫ নং আমমোক্তারনামা মূলে শ্রীমতি মাধবী ঘোষ, স্বামী-দিলীপ ঘোষ আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে আমার মক্কেলগণ উক্ত আমমোক্তারনামা মূলে আমমোক্তার গ্রহীতার নিকট হইতে ভিন্ন ভিন্ন দলিল মূলে উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করেন। বর্তমানে আমার মক্কেলগণ নিজ নিজ দলিল মূলে উক্ত সম্পত্তি মিউটেশনের জন্য আবেদন করেন। উক্ত আমমোক্তারনামা বা অত্র দাগগুলিতে কোন অভিযোগ থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে খালিসানী বি.এল.আর.ও অফিসে লিখিত অভিযোগ জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক আবেদনগুলি নিস্পত্তি করা হইবে।
শ্রী গৌতম মাইতি
অ্যাডভোকেট
চন্দননগর কোর্ট, জেলা হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রীমতি ছন্দা হাজরা, স্বামী সুকুমার হাজরা, সাং মাসিলা দেওয়ান বাগান, সাঁকরাইল, হাওড়া, আমমোক্তার রাজু হাজরা পিতা নান্টু হাজরা সাং মাসিলা সাঁকরাইল, হাওড়া নিকট হইতে আলমপুর মৌজা জে এল ২৫, এল আর ৫০ নং খতিয়ানে সাবেক ৬০৭/৬২৮ নং দাগে এক আনায় ৩১ শতকের মধ্যে ০.৮৭৫০ অংশ কমবেশি ২৭ শতক সম্পত্তির ০২ কাঠা ০৬ ছটাক ৩৬ বর্গফুট ০৮ বর্গফুট কমন প্যাসেজ সহ রানিহাটি সাবরেজিস্ট্রি অফিস হইতে রেজিস্টিকৃত সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছি যার আমমোক্তার নং ২৫৪, এক্ষণে কারো কোনো আপত্তি থাকিলে বি.এল. এন্ড এল. আর. ও সাঁকরাইল নাম খারিজের জন্য আবেদন করিয়াছি। এখানে কারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে বি. এল. এন্ড এল. আর. ও সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করুন নচেৎ নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা হইবে।
বিনীতা- ছন্দা হাজরা

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, রঙনাথ সিংহ ও রবীন্দ্রনাথ সিংহ, উভয়ের পিতা ভুবনেশ্বর সিংহ ওরফে ভুবনেশ্বর, সাকিম পাডুলিয়া, থানা নোয়াপাড়া, মহাশয়দ্বয়ের নামীয় নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি, তাহাদের পরলোক গমনের পর, তাহাদের উত্তরাধিকারীগণ, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া বিক্রয়/দানপত্র করিতে আগ্রহী। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, জে.এল. নং ৫, মৌজা শ্বেতপুর, হাল এল.আর. খতিয়ান নং ১৫০ ও ১৬৩ হইতে, ১)সাবেক ৪৮২ তথা হাল এল.আর. ৫০৫ নং দাগে, বাস্ত জমি, ষোল আনায় ০.১৩ শতক, ২)সাবেক ৪৮২ তথা হাল এল.আর. ৫০৬ নং দাগে, বাগান জমি, ষোল আনায় ৭.৪৬ শতক, ৩)সাবেক ৪৮৩ তথা হাল এল.আর. ৫০৭ নং দাগে, পুকুর সম্পত্তি, ষোল আনায় ১.২৪ শতক, ৪)সাবেক ৪৮৩/৫১১ তথা হাল এল.আর. ৫০৮ নং দাগে, পুকুর পাড় সম্পত্তি, ষোল আনায় ৩.২৯ শতক। উক্ত সম্পত্তি বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও., **সিঙ্গুর-খলিসানি এট মানকুন্ডু ব্লক-এ**, রঙনাথ সিংহ ও রবীন্দ্রনাথ সিংহ, মহাশয়ের নামে নিবন্ধিত রয়েছে, যাহা বর্তমানে রঙনাথ সিংহ ও রবীন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়ের উত্তরাধিকারীগণ এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের স্বত্বাধিকারী। প্রকাশ থাকে যে, যদি কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উক্ত সম্পত্তির ওপর কোনো দাবী, অংশ, স্বত্ব, অধিকার বা অন্য কোনো আপত্তি থাকে, তবে তারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে যথাযথ প্রামাণ্য নথিসহ নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে অবহিত করবেন। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কোনো আপত্তি বা দাবী উত্থাপিত না হলে, তা পরিত্যক্ত বলে গণ্য হবে এবং পরবর্তীতে কোনো দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না। অতঃপর বর্তমান উত্তরাধিকারী আমার মক্কেলগণ নির্ধারিত বিক্রয়/দানপত্র লেনদেন সম্পন্ন করবেন।
ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন, (উকিলবাবু)**, চন্দননগর আদালত, হুগলী, **8145852335**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমতী অনুপমা মিস্ত্রী**, স্বামী চন্দ্র প্রকাশ মিস্ত্রী, সাকিম সুজন বাগান, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১, মহাশয়া বিগত ইংরাজি ১৯/০৫/২০১৯ তারিখে এ.ডি.এস. আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **IV-00278/2019** নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আমার মক্কেল **শ্রী দীপক সিং**, পিতা -দুধনাথ সিং, সাকিম মানমপুর বস্তি, নতুন মসজিদ, ব্যান্ডেল, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্ন বর্ণিত তপশীল সম্পত্তি বিগত ইং ০৮/১১/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **I-14936/2025** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী সুমন কান্তি বড়াল**, পিতা নরেন্দ্রনাথ বড়াল, সাকিম নেতাজী পার্ক ২, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়কে বিক্রয় করেন। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কেওড়া, জে.এল নং ৭, হাল এল. আর. ৯৯৬০ নং খতিয়ানে, সাবেক ৫০০৭ তথা হাল এল. আর. ৫০৮ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ০২ কাঠা মধ্যে **০৮ ছটাক বা ½ কাঠা** সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী সুমন কান্তি বড়াল**, পিতা নরেন্দ্রনাথ বড়াল, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও **মগরা-চুঁচুড়া ব্লক** অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- অমিত চৌধুরী, উকিলবাবু, জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, জেলা দক্ষিণ 24 পরগণা, থানা - মহেশতলা, মৌজা - চটাকালিকাপুর, জে.এল. নং 22, হাল দাগ নং 3089, হাল খতিয়ান নং 2588, 3861, 3418, 1092 রেকর্ডের রায়ত নূর এসলাম সেখ, মোসলেম আলী সেখ, মুনসুর আলী সেখ, একতার আলী সেখ উভয়ের পিতা ইউনুস আলী সেখ। বেহালা এ.ডি.এস.আর. রেজিস্ট্রি অফিসে 23.12.1993 তারিখে 6398 নং দলিলে রঞ্জিতা দাস, স্বামী রতিকান্ত দাস কে বিক্রয় করেন। উক্ত রঞ্জিতা দাস স্বামী রতিকান্ত দাস বিষ্ণুপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে 21.08.2017 তারিখে 4 নং বহির 1613-2017 নং ভল্যুমের 5999 নং হইতে 6016 নং page নকলকৃত 00335 নং দলিল মূলে লক্ষ্মীকান্ত সাঁপুই পিতা গোপাল সাঁপুই কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত লক্ষ্মীকান্ত সাঁপুই আমমোক্তার দলিল বলে বেহালা এ.ডি.এস.আর. রেজিস্ট্রি অফিসে 07.12.2021 তারিখে দলিল নং 15288 ও 15284 মূলে সেখ নজরুল ইসলাম, সেখ সিরাজুল ইসলাম, সেখ মিনাজুল ইসলাম, উভয়ের পিতা হাজী সেখ জামালুদ্দিন বিক্রয় দলিল করেন। উক্ত আমমোক্তার দলিলে কারো কোন আপত্তি থাকিলে আগামী 30 দিনের মধ্যে বি এম রুক বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় কারো ও কোন ও আপত্তি গ্রাহ্য হবে না।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, কালকাটা (বর্তমানে কলকাতা) রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসুরেন্সেস-এর অফিসে নিবন্ধিত ১৯৬৯ সালের দলিল নং ২১২০ এবং কলকাতা অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসুরেন্সেস-১-এর অফিসে নিবন্ধিত ২০০৬ সালের আরও একটি পূর্ববর্তী দলিল নং ১৬০৭৮, যা কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১০৭ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে [illegible] তারিখ থেকে ১০ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে জানানোর জন্য বিনীত অনুরোধ করা হচ্ছে, এর পরে কোনো দাবি গ্রাহ্য করা হবে না।

আপনাদের বিশ্বস্ত,
মেসার্স এস.এস. লিগ্যাল সার্ভিসেস-এর পক্ষে
অ্যাডভোকেট
রিজেন্ট হাউস, ৩য় ফ্লোর,
১২ নং, গভর্নমেন্ট প্লেস ইস্ট, চেম্বার-২ এবং ৩
কলকাতা-৭০০০৬৯
ফোন নং- ০৩৩-৪৮২২২৯২৯
তারিখ : ০৭-১০-২০২৬ ইমেল : sslegal.kol@gmail.com

For Sale/ eAuction: Wet Damaged of Basmati rice [(Qty. 867 Bags of 30 kg each (Total weight - 26,010 kgs)] lying at P R P ENTERPRISE, at 819/1 Adhata Road ,6 Vijoy Nagar Naihati, North 24-Parganas W.B. Contact Person for Physical Inspection - Mr. Debasis Paul, 9830161653 / Mr. Samir Patra - 9051163915. Last Date for Inspection & EMD Deposit - 10.10.2026 & Date Of E-auction- 12.10.2026 (3PM), Auctioneer: Meenakshi Gupta- 9625137014 (Insurance Claim Material Will Be Sold On 'As Is Where Is', 'Whatever There Is' And 'No Complaint' Basis).

For More details
www.salvagemanagers.com/
Support@salvagemanagers.com.

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.myhmc.in

WB-HMC/NIT/TN/01/Store/26-27 তারিখ : ০৬.১০.২০২৬

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া পৌর নিগমের অধীনে সমতুল্য প্রকৃতির কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন স্বনামধন্য, সম্পদশালী এবং প্রকৃত সরবরাহকারীদের কাছ থেকে **হাওড়া পৌর নিগমের লোগো কাট আউট এমবসড (বিওকিউ-তে উল্লিখিত প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী) সহ থ্রিডি অনলাইন হট স্ট্যাম্পড হলোগ্রাম যুক্ত প্রিপ্রিন্টেড কম্পিউটার সার্টিফিকেট (লুজ লিফ ফরম্যাটে)** সরবরাহের জন্য এইচএমসি-এর সচিব কর্তৃক নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। বিস্তারিত সম্পর্কিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং হাওড়া পৌর নিগমের স্টোর বিভাগ এবং **https://wbtenders.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। **বিড জমা দেওয়ার (অনলাইনে) শেষ তারিখ ১৪.১০.২০২৬ বিকেল ৬.০০ টা পর্যন্ত।** এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
৮৭(১)/২৬-২৭ সচিব
৭.১০.২৬ হাওড়া পৌর নিগম

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১

No. WB-HMC/TN/ED/S&D/17/2026-2027 তারিখ : ২৫.০৯.২০২৬

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া পৌর নিগমের অধীনে এইচসিভি চ্যাসিস মাউন্টেড কম্বাইন্ড হাই প্রেসার জেটিং কাম সাকশন মেশিন এবং বাকেট মেশিনের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য সমতুল্য প্রকৃতির কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন স্বনামধন্য, সম্পদশালী এবং প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে হাওড়া পৌর নিগমের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (এসঅ্যান্ডডি) কর্তৃক নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। বিস্তারিত সম্পর্কিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সহকারী প্রকৌশলীর বিভাগ / www.wbtender.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৩.১০.২০২৬ বিকেল ৬.০০ টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
৮৬(৩)/২৬-২৭ সচিব
৬.১০.২৬ হাওড়া পৌর নিগম

e-Tender Notice

The Administrator, Dankuni Municipality, invites Tender for Repairing of Road Purbachal Rail Road in Ward No.14 & Kharial Mother Dairy 3 no. Gate to Fibro Plastic Pvt. Ltd. in Ward No. 02, Extension Work For Construction of Municipal Car Parking Shed For SWM Vehicle and Repairing of Deep tubewell pump at Mathur Dingi Badorpirtala pump house at ward no. 20 & AKdanga (North) Pump house at ward no. 04 and Supply of Hand Tube-well parts and Accessories under Dankuni Municipality for **E-N.I.T No- WB/DKM/Admin/e-NIT-50/2026-27, WB/DKM/Admin/e-NIT-51/2026-27, WB/DKM/Admin/e-NIT-52/2026-27, WBDKM/Admin/SUPL/e-005/2026-27, WBDKM/ Admin/SUPL/e-006/2026-27 & WBDKM/Admin/SUPL/e-007/2026-27.** Bid Submission closing date (Online)- **12/10/2026 & 14/10/2026.** Details may be seen from **https://tenders.wb.gov.in** the official website of e-tender.
Sd/-
Administrator
Dankuni Municipality

MADHYAMGRAM MUNICIPALITY
TENDER NOTICE

Online Tender are invited from the bonafied and resourceful agencies by the Executive Officer, Madhyamgram Municipality through the following **eN.I.T. bearing no. WBMAD/MM/EL/NIT-01e/2026-27, dated. 07.10.2026. & WBMAD/MM/WS/NIT-01e/2026-27, dated. 07.10.2026** Details of Tender will be available from the website **https://wbtenders.gov.in** Municipal website **www.madhyamgrammunicipality.org.** Municipal Authority has every right to accept or reject any Tender without assigning any reason.
Sd/- **Executive Officer**
Madhyamgram Municipality

OFFICE OF THE ADMINISTRATOR
GARULIA MUNICIPALITY
P.O. Garulia, Dist.- North 24 Parganas

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited by the Administrator, Garulia Municipality, P.O. Garulia, North 24 Parganas for following works under Garulia Municipality

NIeT No.: WBMAD/ULB/GM/NIT-7/26-27
Dated: 07-10-2026

Name of The Work: Estimate for Restoration of Concrete Road from Chandra kanta Nath to Swapan Mallick Tea Stall in Ward No-19, Under Garulia Municipality.

NIeT No.: WBMAD/ULB/GM/NIT-8/26-27
Dated: 07-10-2026

Name of The Work: (1) Estimate for Restoration of Paver Block Road of Ambagan Colony Road from Ram Babu Shaw to Pankaj Goswami in Ward No-06, Under Garulia Municipality. (2) Estimate for Restoration of Paver Block Road of "C" Line Road from Pump House to H/o. Prakash Shaw in Ward No-18. Under Garulia Municipality. (3) Estimate for Restoration of Paver Block Road of Amrit lal Road from Junc of M.M. Banerjee to H/o. Jhare jhare singh in Ward No-18, Under Garulia Municipality. Start date of Bid Submission (Online): **08-10-2026 at 10:30AM.** Bid Submission End Date (Online): **12-10-2026 at 10:30AM.** Details information will be available in **http://tenders.wb.gov.in.**
Sd/- **Administrator**
Garulia Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Assistant Engineer, Canning Sub-Division, Social Sector, P.W.Dte., invites online e-tender for 01 (One) no. Works of : Tender ID: 2026_WBPWD_5077775_1, eNIT No. AE/SS/CAN/eNIT-05/2026-2027. Bid Submission Start Date (online): 15/10/2026 at 01.00 P.M. Bid Submission Closing Date (online): 27/10/2026 upto 02.00 P.M. Corrigendum if any will be published in the website only. Details of NIT and tender Documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- AE, CAN, SS, P.W.Dte.

ICA- T18766(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Assistant Engineer, P.W.D. South Kolkata Health Sub Division-II invites Tender vide eNIT No-**WBPWD/SKHSD-II/AE/eNIT-10 OF 2026-2027** for 6 (Six) number civil works Vide Tender ID- 2026_WBPWD_5077895_1, 2026_WBPWD_5077895_2, 2026_WBPWD_5077895_3, 2026_WBPWD_5077895_4, 2026_WBPWD_5077895_5, 2026_WBPWD_5077895_6 which may be seen at the office of the undersigned and Departmental website i.e **www.pwdwb.in** and download from **tenders.wb.gov.in** Last Date of submission Tender paper is 16.10.2026. Sd/- Assistant Engineer, South Kolkata Health Sub Division-II, P.W.D.

ICA- T18770(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING E-TENDER

West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting electronic bids for providing Security & Housekeeping services at State Drugs Control & Research Laboratory at 2, Convent Lane, PO: Tangra, PS : Entally, Kolkata-15. A corrigendum-I has been uploaded as per details indicated in below : **Sl. No. 1. Particulars :** Corrigendum-I for providing Security & Housekeeping services at State Drugs Control & Research Laboratory at 2, Convent Lane, PO : Tangra, PS: Entally, Kolkata-15. **Bid Ref. No.** WBMSCL/NIT-759/2026, Dated- 09/09/2026. Last date of submission of online bid 12.10.2026 at 2:00 P.M. Interested Bidders may download the tender document and Corrigendum-I and / or submit their bids online at the website **https://www.tenders.wb.gov.in** Sd/- General Manager, WBMSCL.

ICA- T18734(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE

[illegible]

ICA- T18749(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE

[illegible]

ICA- T18751(1)/2026

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)রওশন আরা বেগম,** স্বামী মোহাম্মদ মাহিবার রহমান, সাকিম পাভুয়া নাকসীহল্লা, পাভুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, **২)মুসারৎ আরা বেগম,** স্বামী নূর আলম, সাকিম পাভুয়া স্টেশন রোড, পাভুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, **৩)সফিকা বানু,** স্বামী মরহুম সৈয়দ রসিদুন নবী, সাকিম পাভুয়া নাকসীহল্লা, পাভুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, **৪)সৈয়দ সোহেল হোসেন,** পিতা মরহুম সৈয়দ রসিদুন নবী, সাকিম পাভুয়া নাকসীহল্লা, পাভুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, **৫)সৈয়দ ফারজানা ইয়াসমিন,** পিতা মরহুম সৈয়দ রসিদুন নবী, স্বামী সৈয়দ ইমামুল আবু সাদেক, সাকিম বিষ্ণুপুর মিউনিসিপালিটি, ওয়ার্ড-১, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া-৭২২১২২, **৬)নাসরিন জাহান,** স্বামী মরহুম সৈয়দ সফিকুন নবী, সাকিম পাভুয়া নাকসীহল্লা, পাভুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়/ মহাশয়াগণ বিগত ইং ০২/০২/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর, পাভুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **I-00473/2023** নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে **(মহঃ শাহজাহান,** পিতা মহঃ আলি, সাকিম পাভুয়া বালিহাট্টা, পাভুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিতেছি। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা পাভুয়া, মৌজা পুরুষোত্তমপুর, ৪৩ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ২১৫ নং খতিয়ান হইতে, ১)সাবেক তথা হাল এল.আর. ৭৮০ নং দাগে শালি বর্তমানে ভিটি জমি ষোল আনায় ৪৯ শতকের মধ্যে **০.৫৮৭ শতক** এবং **২)**সাবেক তথা হাল এল.আর. ৭৮১ নং দাগে শালি বর্তমানে ভিটি জমি ষোল আনায় ৬৭ শতকের মধ্যে ০.৭৪৮৩ অংশে ৪৯ শতক তন্মধ্যে **১.০৬৫ শতক,** একুনে একটি খতিয়ান হইতে, **দুইটি দাগে মোট ১.৬৫২ শতক** সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও **পাভুয়া ব্লক** অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- মহঃ শাহজাহান, আমমোক্তার

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

GOVT. OF WEST BENGAL
Irrigation and Waterways Directorate
S.N.I.T.NO. WBIW/EE/MHQD/ SNIT-03/2026-27

Offline SNIT-Tender is being invited by the Executive Engineer Mayurakshi Head Quarters Division, Suri, Birbhum from the eligible bonafied contractors for 01 (One) no. emergent work under SDS (M). Last date of Submission of Tender **13.10.2026 upto 11:00 Hrs.** Other details of tender notice may be seen at website **www.iwd.wb.gov.in**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **সেখ মহম্মদ সাবির,** পিতা মরহুম সেখ আব্দুল বাকির, সাকিম থৈপাড়া, সরাই, পাভুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয় বিগত ইং ২৬/১১/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পাভুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **I-05940/2024** নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে **সেখ হায়দার আলি,** পিতা মরহুম সেখ জিয়াদ আলি, সাকিম ইলামপুর, তিন্না, পাভুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে **সেখ হায়দার আলি,** নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১৭/০১/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পাভুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত **I-00266/2025** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **তাবাসুম বেগম,** স্বামী মহঃ সফিক, সাকিম পাভুয়া কাজিমহল্লা, পাভুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়কে বিক্রয় করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত খরিদা সম্পত্তি **তাবাসুম বেগম** তাহার নিজ নামে নাম পত্তন না করিয়াই, বিগত ইং ২২/০৫/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পাভুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত **I-02180/2026** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমাকে **(মেসবাহুল আলম,** পিতা জহুর আলম, সাকিম দেপাড়া, ইলছোবা মন্ডলাই, পাভুয়া, হুগলী-৭১২১৪৬), বিক্রয় করেন। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা পাভুয়া, মৌজা মন্ডলাই, ৩৭ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৩০৩৪ নং কৃঃ খতিয়ান হইতে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ২৮০৫ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৪০ শতক মধ্যে ০.২০০০ অংশে **০৮ শতক** সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিল বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমি বর্তমান ক্রেতা **মেসবাহুল আলম,** আমার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও **পাভুয়া ব্লক** অফিসে আবেদন করিয়াছি/করিতেছি, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- মেসবাহুল আলম, ক্রেতা

NOTICE

District : Kolkata
P.S.-Jorasanko In the City Civil Court at Calcutta
Before the Learned 12th Judge
Title Suit No. 1811 of 2023

Subhankar Dhar aged about 58 years son of Shri Bimal Kumar Dhur carrying on business on premises no. 5A, Bhawani Dutta Lane, P.S.- Jorasanko, Kolkata- 700073. ...Plaintiff

-Versus-

1. Rajib Dutta, 2. Rajat Kumar Dutta. Both sons of Late Rajkumar Dutta and both of them residing at 5A, Bhawani Dutta Lane, 1st Floor, P.S.- Jorasanko, Kolkata-700073. ... Defendants

1. Rajib Dutta, 2. Rajat Kumar Dutta, Both sons of Late Rajkumar Dutta and both of them residing at 5A, Bhawani Dutta Lane, 1st Floor, P.S.- Jorasanko, Kolkata-700073.

Take Notice that the Plaintiff abovenamed of premises no. 5A, Bhawani Dutta Lane, P.S.- Jorasanko, Kolkata- 700073 instituted the abovementioned suit against you. Next Date has been fixed on 01/12/2026 at 10:30 a.m. You are hereby directed to appear in the above suit on the next date either in-person or through an authorized advocate failing which the suit will be heard and decided ex-parte in your absence.

By Order
Bholananda Goswami
Addl. Office Suprintendent
City Civil Court, Calcutta

পূর্ব রেলওয়ে

[illegible] www.ireps.gov.in [illegible] (HWH-373/2026-27) [illegible]
@EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

বকেয়া গাড়ির কর মেটাতে ৪০ শতাংশ ছাড়ের ভাবনা, দিতে হবে ৬০ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীর্ঘদিনের বকেয়া গাড়ির কর আদায়ে ওয়েভার স্কিম আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। প্রস্তাব অনুযায়ী, বকেয়া করের উপর ৪০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হতে পারে। অর্থ দপ্তরের অনুমোদন মিললে গাড়ির মালিকদের বাকি ৬০ শতাংশ কর পরিশোধ করলেই বকেয়া মিটবে। সম্প্রতি, বেসরকারি বাসমালিকদের সঙ্গে বৈঠকের পর এই ইঙ্গিত দেন পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং। পরিবহণ দপ্তর সূত্রে খবর, ট্যাক্স, পারমিট ও লাইসেন্স-সহ বিভিন্ন খাতে প্রায় ১,৭০০ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। এর মধ্যে গাড়ির কর বাবদ বকেয়া দেড় হাজার কোটিরও বেশি। প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ গাড়ির কর বাকি। গত এক মাস ধরে বিশেষ অভিযান চালিয়েও ১০০ কোটির কিছু বেশি আদায় হয়েছে।

মন্ত্রী জানান, বাসমালিকদের আবেদনের ভিত্তিতে ৪০ শতাংশ রিবেটের প্রস্তাব অর্থ দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। বৈঠকে জরিমানা সংক্রান্ত বিষয়ও আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি বেআইনিভাবে রুট বদলে বাস চালানো রুখতে পুলিশকে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। টোটোর কারণে বাস চলাচলে সমস্যা এবং পুজোর সময় বাস ধরপাকড়ের বিষয়ও বৈঠকে ওঠে। সারা বাংলা বাস-মিনিবাস সমন্বয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাহুল চট্টোপাধ্যায় বলেন, ওয়েভার স্কিম চালু হলে গাড়ির মালিকরা উপকৃত হবেন। অন্যদিকে, সিটি সাবার্বান বাস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক টিটু সাহা বলেন, জরিমানা দিয়েও আইনভঙ্গ কমছে না। আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জরিমানার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ছোট গাড়ির সংখ্যা বাড়ায় যানজটও বাড়ছে। পুজোর সময় বাস রিকুইজিশনের পরিবর্তে সরকারি গাড়ি ব্যবহারের আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী। আমরা পঞ্চমী থেকে সারারাত বাস চালাব।

প্রধানমন্ত্রীর ২৫ বছরের রাজনৈতিক জীবনের প্রশংসায় মিঠুন

ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মর্যাদায় রাজ্যের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা মহাগুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: উত্তরবঙ্গ সফরের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসায় মুখ খুললেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। বুধবার সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক জীবনের ২৫ বছর পূর্তি নিয়ে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ২৫ বছরের রাজনৈতিক জীবন পূর্তি উপলক্ষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে মিঠুন বলেন, এত দীর্ঘ সময় ধরে রাজনীতিতে থাকা এবং দেশের নেতৃত্ব দেওয়া বড় সাফল্য। তাঁর কথায়, কারও জীবনে এত বড় ঘটনা ঘটেছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে এবং এটি নিঃসন্দেহে এক বিরাট সাফল্য। এ দিন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের একটি বিতর্কিত সমাজমাধ্যম পোস্ট নিয়েও তাঁকে প্রশ্ন করা হয়। মিঠুন জানান, ওই পোস্টটি তিনি নিজে দেখেননি। তবে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত বিষয়গুলি থেকে তাঁর মনে হয়েছে, বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট সাংসদকে আইনি সমস্যার মুখে পড়তে হতে পারে। এছাড়াও বুধবার পশ্চিমবঙ্গের নাম বদলের জল্পনা নিয়েও প্রশ্নের মুখে পড়েন মিঠুন। সব ভাষায় পশ্চিমবঙ্গের নাম 'পশ্চিমবঙ্গাল' করার প্রস্তাব নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া ছিল, নাম পরিবর্তন হলেও জায়গাটির প্রতি মানুষের টান এবং গুরুত্ব বদলাবে না। নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তিনি জানান, নাম যাই হোক, এটি আমাদের নিজেদের জায়গা। এদিন থেকেই উত্তরবঙ্গ থেকে চার দিনের সফর শুরু করেন মিঠুন চক্রবর্তী।

বাগডোগরা থেকে সড়কপথে তিনি জলপাইগুড়ির চাপড়ামারি এলাকার উদ্দেশে রওনা হন। ৭ থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে তাঁর একাধিক কর্মসূচি আছে। ১০ অক্টোবর সকালে লাটাগুড়ি থেকে বাগডোগরা হয়ে বিমানে কলকাতায় ফিরবেন তিনি।

অন্যদিকে, বর্ষীয়ান অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, অবিলম্বে এই নিয়োগ কার্যকর হবে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বে থাকবেন। এর আগে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছিলেন যে, রাজ্য সরকারের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হবে মিঠুন চক্রবর্তীকে। সেই ঘোষণার পর এদিন আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি হল। বর্তমানে তিনি ৩২তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মুখ্য উপদেষ্টার দায়িত্বও পালন করছেন। নতুন দায়িত্বে রাজ্যের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করবেন মিঠুন চক্রবর্তী।

কলকাতায় এসে বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন নিয়ে সরব তসলিমা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বুধবার দুপুরে ফের একবার কলকাতায় পা রাখলেন সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন। আর কলকাতা বিমানবন্দরে পা রেখেই বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন নিয়ে সরব হলেন তসলিমা। কলকাতা বিমানবন্দরে তাঁকে দেবী দুর্গার ছবি দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। দুর্গাপুজোর সময়ে কলকাতায় থাকতে না পারায় আক্ষেপও প্রকাশ করেন তিনি। একই সঙ্গে তাঁর ইচ্ছা, আগামী বছর থেকে পুজোর সময় কলকাতাতেই থাকবেন। কলকাতায় তসলিমাকে ঘিরে একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানগুলিতে অংশ নিতেই তাঁর কলকাতায় আসা, বলেই জানান লিখিকা। আগামী ৯ অক্টোবর মহাজাতি সদনে তাঁর নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হবে 'শিকল ভাঙার গল্প'। সেখানেই তাঁকে 'উমা' সম্মান দেওয়া হবে। ১১ অক্টোবর সল্টলেকের বিডি অডিটোরিয়ামে তাঁর একটি বই প্রকাশের অনুষ্ঠান আছে। পরে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে একটি পত্রিকার উদ্বোধনেও যোগ দেওয়ার কথা তাঁর। তবে বুধবার কলকাতায় পা রেখেই বাংলাদেশে দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে মূর্তি ভাঙচুর এবং হিন্দুদের উপর নির্যাতনের অভিযোগ নিয়ে সরব হন তসলিমা। তাঁর দাবি, 'উগ্রবাদী জেহাদিরা দীর্ঘদিন ধরেই এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে আসছে।' বর্তমান তারেক সরকারের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।

জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে লোকভবনের সামনে কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের বিক্ষোভ। ছবি- অদিতি সাহা

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

জনগণের করের টাকা নয়ছয় করা যায় না

টাকি পুরসভার বিপুল দুর্নীতির তদন্তে সিআইডিকে নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: টাকি পুরসভায় পাহাড়প্রমাণ আর্থিক দুর্নীতি ও অর্থ তছরুপের মামলায় কড়া অবস্থান নিল কলকাতা হাইকোর্ট। ঘটনায় রাজ্য পুলিশকে সরিয়ে সরাসরি গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডি-কে তদন্তভার নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। একই সঙ্গে সমগ্র তদন্ত প্রক্রিয়াটি হাইকোর্টের নজরদারিতেই পরিচালিত হবে বলে স্পষ্ট জানানো হয়েছে। বুধবার প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে এবং বিচারপতি ওম নারায়ণ রাইয়ের ডিভিশন বেঞ্চে এই জনস্বার্থ মামলার শুনানি চলাকালীন আদালত তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে জানায়, 'এভাবে জনগণের করের টাকা নয়ছয় করা যায় না।'

মামলার প্রেক্ষিতে জানা গিয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনার সীমান্ত শহর টাকি পুরবোর্ডের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকার তছরুপ, স্বজনপোষণ এবং চরম বেনিয়মের অভিযোগ ওঠে। দীর্ঘ দিন ধরেই প্রাক্তন পুর চেয়ারম্যান সোমনাথ মুখোপাধ্যায় এবং পরিচালিত বোর্ডের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন দলেরই তৎকালীন বিদ্রোহী কাউন্সিলর প্রদ্যুৎ দাস। তাঁর অভিযোগ, অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অডিট রিপোর্টে প্রায় ২০ কোটি টাকার বিপুল আর্থিক দুর্নীতি ধরা পড়েছে। পুরসভার সরকারি তহবিল থেকে নজিরবিহীনভাবে বিপুল অর্থ কয়েকজন কর্মী ও আধিকারিকের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয়েছে। অভিযোগের তির ছড়ায় প্রাক্তন চেয়ারম্যান সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, সাব অ্যাসিট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার দীপঙ্কর দাস ও দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসাবরক্ষক শুভ্রকুমার দাসের দিকে।

এর পাশাপাশি, ইছামতী নদীর বুকে ভাসমান রেস্তোরাঁ তৈরির নামে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ, সরকারি জমি বেআইনিভাবে লিজে দেওয়া, আম্ফান ত্রাণ তহবিলের অর্থ তছরুপ এবং জঙ্গল ও ড্রেন পরিষ্কারের বাহানায় লক্ষ লক্ষ টাকার ভুয়ো বিল তৈরির গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ উঠেছে, বোর্ডের কোনও রেজুলেশন ছাড়াই চেয়ারম্যান মনগড়া সিদ্ধান্ত নিয়ে বিপুল সরকারি অর্থ নয়ছয় করেন এবং বেআইনিভাবে কর্মী নিয়োগও করেন। এমনকী তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও অভিযোগ জানিয়েছিলেন বিদ্রোহী ওই কাউন্সিলর। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। উলটে তাঁকে হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ প্রদ্যুৎ দাসের। এরপরেই টাকি পুরসভার পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতির অভিযোগে জনস্বার্থ মামলা করেন তিনি।

এদিকে বুধবার মামলার শুনানিতে রাজ্যের তরফে জানানো হয়, ইতিমধ্যেই স্থানীয় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে এবং কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। কিন্তু মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করে আদালত জানায়, একটি নিরপেক্ষ ও উপযুক্ত গোয়েন্দা সংস্থা দিয়ে এই ঘটনার সত্য উন্মোচিত হওয়া প্রয়োজন। আদালতের নির্দেশ, এতদিন পর্যন্ত এই সংক্রান্ত যা নথি স্থানীয় থানার হাতে রয়েছে, তার সমস্তটা অবিলম্বে সিআইডি-র হাতে তুলে দিতে হবে।

আদালতের এই পর্যবেক্ষণে সহায়তা করার জন্য আইনজীবী তিলক মিত্রকে 'অ্যামিকাস কিউরি' বা আদালত বান্ধব হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, সিআইডি-কে এই দুর্নীতি মামলার প্রাথমিক তদন্ত শেষ করে আগামী ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে মুখবন্ধ খামে রিপোর্ট জমা করতে হবে। ওই দিনই মামলার পরবর্তী শুনানি ধার্য করেছে হাইকোর্ট।

সরকারি অনুদান নিচ্ছে না ৩ হাজার পুজো কমিটি, বাঁচল প্রায় ৩০ কোটি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ছাব্বিশের দুর্গাপুজোর আগে মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে এবার সরকারি পুজোর অনুদান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যের প্রায় ৩ হাজার দুর্গাপুজো কমিটি। এর ফলে রাজ্য সরকারের কোষাগারে প্রায় ৩০ কোটি টাকা খরচ কমবে। এই সাশ্রয় হওয়া অর্থ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নাগরিক পরিষেবার মতো কাজে ব্যবহার করার বার্তা দিয়েছেন একাধিক পুজো উদ্যোক্তা। গত বছর বিগত সরকারের আমলে প্রতিটি পুজো কমিটিকে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছিল। এবার সেই অঙ্ক কমিয়ে ১ লক্ষ টাকা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নতুন রাজ্য সরকার। রাজ্যে প্রায় ৫৭ হাজার পুজো কমিটি এই অনুদানের জন্য আবেদন করেছে। কলকাতায় আবেদনকারী পুজোর সংখ্যা প্রায় ২,৭০০। রাজ্য পুলিশের অধীনে থাকা প্রায় ৬০ হাজার পুজোর মধ্যে ইতিমধ্যেই প্রায় ৫৭ হাজার কমিটি আবেদন করেছে বলে সূত্রের খবর।

যদিও মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনের পর কলকাতার একাধিক পরিচিত পুজোও অনুদান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যেই জানায়। তার মধ্যে আছে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার, মুদিয়ালি ক্লাব, চেতলা অগ্রণী, ত্রিধারা সম্মিলনী, টালা প্রত্যয় এবং সুরুচি সঙ্ঘের মতো পুজো।

এইক্ষেত্রে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের উদ্যোক্তা সজল ঘোষ বলেন, এই টাকা শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং নাগরিক পরিষেবার মতো জরুরি কাজে খরচ করা হলে বেশি উপকার হবে।

শুধু অনুদান না নেওয়াই নয়, কয়েকটি পুজো কমিটি সরকারি অর্থ হাতে পাওয়ার পর তা ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্তও নিয়েছে। রাজডাঙা নব উদয় সঙ্ঘ পুরো ১ লক্ষ টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দেওয়ার কথা জানিয়েছে। সুরুচি সঙ্ঘও অনুদানের টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পুজোর উদ্বোধনের দিন ওই অর্থ মুখ্যমন্ত্রীর হাতে 'রিটার্ন গিফট' হিসেবে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে তাঁরা। রাজ্যে দুর্গাপুজোয় সরকারি অনুদানের শুরু হয়েছিল ২০১৮ সালে। সেই সময় প্রতিটি পুজো কমিটিকে ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হত। কয়েক বছরে ধাপে ধাপে সেই অঙ্ক বেড়েছে। ছাব্বিশের নির্বাচনে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর এবার অনুদান চালু থাকবে কি না, তা নিয়ে প্রথমে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। পরে পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বড় বাজেটের পুজোগুলিকে সরকারি অনুদান না নেওয়ার আবেদন জানান।

এন্টালিতে অ্যাপ ক্যাবের ভিতরে পা বাঁধা রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ব্যস্ত সকালে খাস কলকাতার রাজপথে রহস্যজনকভাবে গাড়ি থেকে উদ্ধার হল এক ব্যক্তির রক্তাক্ত মৃতদেহ। ঘটনাস্থল এন্টালি থানার অন্তর্গত ডিসি দে রোড। একটি লক করা সাদা রঙের অ্যাপ ক্যাবের ভিতর থেকে পা বাঁধা এবং মুখে রক্তের দাগ লাগানো অবস্থায় দেহটি মেলে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। মৃতের নাম ভগবানপ্রসাদ গুপ্ত (৪৫)। খবর পেয়ে পুলিশ ও লালবাজারের গোয়েন্দারা এসে তালা ভেঙে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, তাঁকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে এন্টালির ডিসি দে রোডের ধারে অনেকক্ষণ ধরে একটি সাদা অ্যাপ ক্যাব দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন এলাকার বাসিন্দারা। দীর্ঘক্ষণ স্টার্ট বন্ধ অবস্থায় গাড়িটি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকায় পথচলতি মানুষের মনে সন্দেহ দানা বাঁধে। তাঁরা কৌতুহলবশত গাড়ির জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে পান, ভিতরের পেছনের সিটে এক ব্যক্তি অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। স্থানীয়রা বারবার ডাকাডাকি করলেও ভিতর থেকে কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। পরিস্থিতি সন্দেহজনক বুঝে তড়িঘড়ি স্থানীয় এন্টালি থানায় খবর দেওয়া হয়।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এন্টালি থানার পুলিশ। গাড়িটি ভিতর থেকে লক করা থাকার কারণে পুলিশ বাইরের এক স্থানীয় গাড়ি মিস্ত্রিকে ডেকে আনে। কোনোমতে লক ভেঙে দরজার লক খোলার পর যা দেখা যায়, তাতে আঁতকে ওঠেন উপস্থিত সকলেই। গাড়ির পেছনের সিটে শোয়ানো অবস্থায় পড়েছিল ওই ব্যক্তির নিথর দেহ। তাঁর দু'টি পা দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা ছিল এবং মুখে তাজা রক্তের স্পষ্ট দাগ দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উদ্ধার হওয়া ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়। তিনি কলকাতার বিডন স্ট্রিট বা বটতলা এলাকার বাসিন্দা, পাশাপাশি তাঁর মধ্যমগ্রাম এলাকাতেও একটি ঠিকানা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গাড়িটিও তাঁর নামেই নথিভুক্ত ছিল এবং তিনি নিজে গাড়িটি চালাতেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছেন লালবাজারের হোমিসাইড শাখা ও গোয়েন্দা বিভাগের শীর্ষ আধিকারিকেরা। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, ভগবানপ্রসাদকে গাড়িতেই খুন করে আততায়ী পালিয়েছে, নাকি অন্য কোথাও হত্যা করে প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে দেহটি ক্যাবে ঢুকিয়ে গাড়িটি এখানে এনে ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছে। আততায়ীরা অপরাধ সংঘটিত করে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে কীভাবে চম্পট দিল, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রাজ্যের নাম 'পশ্চিমবঙ্গ', ইংরেজিতেও 'পশ্চিমবঙ্গ', বিধানসভায় বিল আনার ঘোষণা শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আর বাংলা, ওয়েস্টবেঙ্গল নয়। এবার রাজ্যের নাম স্থায়ীভাবে বদলে 'পশ্চিমবঙ্গ' করার দাবি ফের সামনে আনল রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বিজেপির রাজ্য সভাপতি বুধবার জানান, শুধু বাংলা ভাষায় নয়, ইংরেজিতেও রাজ্যের নাম 'পশ্চিমবঙ্গ' করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে খুব শীঘ্রই বিধানসভায় বিল আনা হবে বলেও এদিন তিনি ঘোষণা করেন। বিজেপি সভাপতির বক্তব্য, সংবিধান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গের নাম নিয়ে একটি দাবি চলে আসছে। তাঁর মতে, রাজনৈতিক টানাপড়েনে বাংলার ইতিহাসের অনেকটাই বিকৃত বা আড়াল করা হয়েছে। দেশভাগের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ধর্মের ভিত্তিতে অখণ্ড বাংলাকে ভাগ করা হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের সেই সময়ের ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গেও এই নামের প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে বলে তাঁর দাবি। রাজ্যের নাম নিয়ে অতীতেও একাধিক প্রস্তাব সামনে এসেছিল। কখনও 'বাংলা', কখনও 'বঙ্গ' নাম করার কথা উঠেছে। কিন্তু বিজেপি সভাপতির মতে, এই ধরনের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব রাজ্যের ইতিহাস ও আত্মত্যাগের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাঁর বক্তব্য, বাংলাকে রক্ষা এবং এই ভূখণ্ডের জন্য যারা জীবন দিয়েছেন, নাম নিয়ে বিতর্কে তাঁদের অবদানও

যথাযথ মর্যাদা পায়নি। তিনি আরও বলেন, রাজ্যের ঐতিহাসিক পরিচয়ের সঙ্গে 'পশ্চিমবঙ্গ' নামটি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। প্রাচীন 'বঙ্গ' থেকে শুরু করে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, বাংলার ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বের সঙ্গে এই পরিচয়ের যোগ রয়েছে। তাই বাংলা ও ইংরেজি, এই দুই ভাষাতেই একই নাম ব্যবহারের পক্ষে বুধবার সওয়াল করেন তিনি। বিজেপি সভাপতির কথায়, কোনও 'ওয়েস্ট বেঙ্গল' বা 'পশ্চিম বাংলা' নয়। ইংরেজিতেও রাজ্যের নাম হবে একমাত্র 'পশ্চিমবঙ্গ'। তিনি আরও জানান, এই নামকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়ার লক্ষ্যে দ্রুত বিধানসভায় বিল আনা হবে। তাঁর দাবি, রাজ্যের ঐতিহাসিক পরিচয়কে সামনে রেখেই এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

ফিরহাদের ওএসডি'র জামিনের দিনই পুরসভায় বড় রদবদল, সরলেন বিতর্কিত ডিজি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের ওএসডি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জামিন পেতেই কলকাতা পুরসভার শীর্ষ প্রশাসনে বড়সড় রদবদল ঘটল। আর সেই রদবদলের সবচেয়ে বড় কোপ পড়ল পুরসভার বিতর্কিত ডিজি (বিল্ডিং) উজ্জ্বল সরকারের উপর। দীর্ঘদিন ধরে বেআইনি নির্মাণের ভুরি ভুরি অভিযোগ সত্ত্বেও যিনি নিজের পদে বহাল ছিলেন, তাঁকে শেষ পর্যন্ত বিল্ডিং বিভাগ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। পাঠানো হয়েছে তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ 'উত্তরণ' বা বস্তি উন্নয়ন বিভাগের ডিজি পদে। তাঁর জায়গায় বিল্ডিং বিভাগের কার্যনির্বাহী ডিজি পদে বসানো হয়েছে বিপ্লব পালকে।

গত মে মাসে রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পরপরই, ২৪ জুন তারাতলায় একটি বিশালাকার নির্মীয়মাণ গোডাউনের ছাদ ভেঙে পড়ে ১৭ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম অস্বস্তিতে পড়ে কলকাতা পুরসভা। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের ওএসডি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছিল, কেবল একজন ওএসডি-কে গ্রেপ্তার করে বেআইনি নির্মাণের এই বিপুল সিন্ডিকেটের দায় কি পুরসভা এড়িয়ে যেতে পারে?

তারাতলা বিপর্যয়ের পরেই কলকাতা পুর এলাকা এবং রাজ্যজুড়ে সমস্ত নতুন নির্মাণকাজ বন্ধ রাখার কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই সময় থেকেই পুরসভার অন্দরে ডিজি (বিল্ডিং)-কে সরানোর জোরালো দাবি ওঠে। অভিযোগ, কোনো এক অদৃশ্য কারণে বছর পর বছর ধরে ডিজি (বিল্ডিং) পদে রয়ে গিয়েছিলেন উজ্জ্বল সরকার। পুরসভার সূত্রের দাবি, তাঁর কার্যকালেই শহরজুড়ে সবচেয়ে বেশি বেআইনি নির্মাণ গজিয়ে উঠেছে। ২০২৪ সালের মার্চ মাসে খোদ মেয়রের বিধানসভা কেন্দ্র কলকাতা বন্দরের গার্ডেনরিচ এলাকায় বেআইনি বহুতল ভেঙে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছিল। সেবার পুরসভার তিনজন নিচু তলার ইঞ্জিনিয়ারকে সাসপেন্ড করে দায় সারা হলেও ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে গিয়েছিলেন ডিজি (বিল্ডিং)।

রাজ্যে সরকার বদলের পর পাঁচ মাস কেটে গেলেও পদে বহাল ছিলেন উজ্জ্বল। কিন্তু মঙ্গলবার কালীচরণ জামিন পেতেই আকস্মিকভাবে খোয়া গেল তাঁর পদ। আর এরপরই পুরসভার আধিকারিক মহলে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। প্রশ্ন উঠেছে, শাস্তির মুখ বাঁচাতেই এই কৌশল কি না তা নিয়ে। যদিও পুর প্রশাসনের এক আধিকারিকের দাবি, 'কাকে কেন বদলি করা হয়েছে, তা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। পুরসভায় এই ধরনের বদলি সম্পূর্ণ রুটিনমাফিক প্রক্রিয়া।'

দুর্গাপুজো মণ্ডপসজ্জায় ড্রোন-লেজার লাইটে নিষেধাজ্ঞা জারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উৎসবের আলো আর আনন্দের মেজাজে যাতে বিন্দুমাত্র বিঘ্ন না ঘটে, তার জন্য আগেভাগেই কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করল বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট। দুর্গাপুজোর মণ্ডপসজ্জায় ড্রোন ও লেজার লাইটের ব্যবহারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। একইসঙ্গে মণ্ডপ বা বিসর্জনের শোভাযাত্রায় উচ্চ শধে ডিজে বাজানোর ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা বজায় রাখা হচ্ছে।

এদিকে পুজো উদ্যোক্তাদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয় বৈঠকের আয়োজন করে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধাননগর পুলিশ কমিশনার রাঠোর অমিত কুমার ভারতগুসহ কমিশনারেটের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজারহাট-নিউটাউনের বিধায়ক পীযূষ কানোরিয়া। রাজারহাট, নিউটাউন, সল্টলেক, বাগুইআটি, লেকটাউন এবং এয়ারপোর্ট এলাকা মিলিয়ে কমিশনারেটের আওতাধীন মোট ১০০১টি পুজো কমিটির প্রতিনিধিরা এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

বৈঠক থেকে পুলিশ কমিশনার পুজো কমিটিগুলির উদ্দেশ্যে স্পষ্ট বার্তা দেন। তিনি জানান, এবার পুজোয় বয়স্ক নাগরিক এবং শিশুদের স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার বিষয়টিতে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে। কোনোভাবেই প্রবীণ মানুষদের অসুবিধা সৃষ্টি করে উৎসবের আয়োজন করা যাবে না। বিমানবন্দর লাগোয়া এলাকা হওয়ায় লেজার ও তীব্র আলোর ব্যবহারে কঠোর নজরদারি চালানো হবে। বিমান চলাচলে বাধা সৃষ্টির আশঙ্কায় অনুমতি ছাড়া ড্রোন ওড়ানো বা সম্পূর্ণ বেআইনি হিসেবে গণ্য হবে।

তবে শুধু বিধি-নিষেধের কড়াকড়িই নয়, পুজো উদ্যোক্তাদের সমস্যার কথা শুনতেও আন্তরিক উদ্যোগ দেখায় কমিশনারেট। পানীয় জল, আলোকসজ্জা এবং রাস্তার পরিকাঠামো সংক্রান্ত উদ্যোক্তাদের একাধিক প্রশ্নের সদ্ব্যবহার ও দ্রত সমাধানের আশ্বাস দেন কমিশনার। এছাড়া এলাকার মণ্ডপগুলিতে আসা দর্শনার্থীদের যাতায়াত সহজ ও মসৃণ করতে প্রশাসনের তরফ থেকে একটি বিশেষ 'পুজোর রুটম্যাপ'-ও প্রকাশ করা হয়।

আরও ৬ মাস রাজ্য পুলিশের ডিজিপি পদে সিদ্ধিনাথ গুপ্তাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল (ডিজি) পদে পুনর্বহাল থাকছেন ১৯৯২ ব্যাচের প্রবীণ আইপিএস অফিসার সিদ্ধিনাথ গুপ্তা। আগামী ৩১ অক্টোবর তাঁর বর্ধিত কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক তাঁর চাকরির মেয়াদ আরও ৬ মাস বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে আগামী বছরের এপ্রিল মাস পর্যন্ত রাজ্য পুলিশের শীর্ষ পদে দায়িত্ব সামলাবেন তিনিই। এই নিয়ে টানা দু'বার সিদ্ধিনাথবাবুর চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করল কেন্দ্র।

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, গত ৩০ এপ্রিল সিদ্ধিনাথ গুপ্তার স্বাভাবিক অবসরের নির্ধারিত সময়সীমা ছিল। কিন্তু সেই সময় রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন চলায় নির্বাচন প্রক্রিয়ার মসৃণ পরিচালনা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে প্রথম দফায় তাঁর মেয়াদ ৬ মাসের জন্য বাড়িয়ে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত করা হয়। বর্তমানে মেয়াদ শেষ হওয়ার মুখে নবান্নের তরফে নিয়ম মেনে ডিজি পদে তাঁর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল নতুন দিল্লিতে। রাজ্য সরকারের সেই প্রস্তাবে সায় দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের 'ক্যাবিনেট অ্যাপয়েন্টমেন্ট কমিটি' অর্থাৎ এসিসি এই নির্দেশিকায় চূড়ান্ত শিলমোহর দেয়।

উল্লেখযোগ্যভাবে, গত মার্চ মাসে বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরেই তৎকালীন ডিজি রাজীব কুমারকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

প্রাথমিক পর্যায়ে পীযূষ পাণ্ডেকে ভারপ্রাপ্ত ডিজি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হলেও, পরবর্তীতে কমিশন ১৯৯২ ব্যাচের প্রবীণ আইপিএস সিদ্ধিনাথ গুপ্তাকে পূর্ণাঙ্গ ডিজি হিসেবে নিযুক্ত করে। ভোট চলাকালীন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন তিনি। নির্বাচন মেটার পরও প্রশাসনিক ও আইনশৃঙ্খলা সামলানোর ক্ষেত্রে তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতার উপরই পূর্ণ আস্থা রেখেছে রাজ্য ও কেন্দ্র উভয় পক্ষই।

মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন তুলে দেওয়া হয়েছে, এসএসসির অধীনেই থাকছে পুরো ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের মাদ্রাসাগুলিতে শিক্ষক নিয়োগের পদ্ধতিতে এবার সম্পূর্ণ বড় বদল আনতে চলেছে সরকার। আলাদা মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের বদলে এবার স্কুল সার্ভিস কমিশন বা এসএসসির মাধ্যমেই মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনকে এসএসসির সঙ্গে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন তুলে দেওয়া হয়েছে। ওটা স্কুল সার্ভিস কমিশনে মার্জ করে দেওয়া হয়েছে। সরকারি সূত্রের খবর, এত দিন মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগের জন্য পৃথক কমিশন এবং আলাদা নিয়োগ প্রক্রিয়া ছিল। নতুন ব্যবস্থায় সেই পৃথক কাঠামো আর থাকবে না। মাদ্রাসার শিক্ষক নিয়োগও এসএসসির নিয়োগ প্রক্রিয়ার আওতায় আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তবে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে এখনও আইনি প্রক্রিয়া বাকি আছে। মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন সংক্রান্ত পুরনো আইন বাতিল করতে বিধানসভায় বিল আনতে হবে। একই সঙ্গে এসএসসি আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনও করতে হবে। বিধানসভায় সেই বিল পাশ হওয়ার পরেই নতুন ব্যবস্থা পুরোপুরি কার্যকর হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর।

মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগের পৃথক ব্যবস্থা চালু হয়েছিল ২০০৮ সালে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন আইন কার্যকর হওয়ার পর। তার আগে রাজ্যের মাদ্রাসাগুলিতে এই ধরনের নিয়োগের জন্য আলাদা কমিশন ছিল না। ২০০৭ সালে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের ৬১৪টি মাদ্রাসাকে সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দিয়েছিল। পরের বছর তৈরি হয় মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন। রাজ্য সরকারি তথ্য অনুযায়ী, স্বীকৃত মাদ্রাসার সংখ্যা দীর্ঘদিন ধরে ৬১৪-তেই রয়েছে। একই সময়ে অনুমোদনহীন বা 'খারিজি' মাদ্রাসা নিয়েও নানা অভিযোগ সামনে উঠে এসেছে। সম্প্রতি অনুমোদনহীন মাদ্রাসার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক পদক্ষেপের কথাও জানায় রাজ্য। তবে নতুন ব্যবস্থার ফলে মাদ্রাসা এবং সাধারণ স্কুলের শিক্ষক নিয়োগের মধ্যে একটি অভিন্ন কাঠামো তৈরি হবে বলে মনে করছে সরকার। এছাড়া চাকরিপ্রার্থীদেরও আলাদা করে দুটি নিয়োগ ব্যবস্থার প্রস্তুতি নিতে হবে না। মাদ্রাসায় শিক্ষক হওয়ার ক্ষেত্রেও এসএসসির নিয়োগ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই যেতে হবে তাঁদের।

এমন বাজার তৈরি করতে চাই, যেখানে মানুষ গিয়ে অন্য অভিজ্ঞতা পাবেন: অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার বাজারগুলির খোলনলচে বদলে সেগুলোর পরিকাঠামো ঢেলে নতুন করে সাজানোর পরিকল্পনা নিচ্ছে রাজ্য সরকার। বাজারে জল জমা, আবর্জনা পড়ে থাকা কিংবা অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের অভিযোগ আর রাখতে চাইছে না পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। তার স্থানে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন বাজার তৈরির পাশাপাশি ক্রেতাদের জন্য আরও ভালো পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্য নিচ্ছে রাজ্য সরকার বলেই বুধবার জানান পুর ও নগরন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

এদিন মন্ত্রী বলেন, আমরা এমন বাজার তৈরি করতে চাই, যেখানে মানুষ গিয়ে অন্য রকম একটা অভিজ্ঞতা পাবেন। বাজারে জল জমবে না, আবর্জনা পড়ে থাকবে না। বাজারগুলির পুরো চেহারাটাই বদলে দেওয়া হবে। বাজারের উন্নয়ন নিয়ে মন্ত্রীর বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রকাশ্যে আসার পর সমাজমাধ্যমে তাঁকে নিয়ে ট্রোলও করা হচ্ছে। সেই প্রসঙ্গে অগ্নিমিত্রার বক্তব্য, কাজ করলে সমালোচনা হবেই। তাঁর দাবি, সরকারের উন্নয়নের কাজ অনেকেই মেনে নিতে পারছেন না। বিরোধীদের আক্রমণ করে তিনি বলেন, ভালো কাজ অনেকে সহ্য করতে পারে না। বিরোধীদের আর কোনও অস্তিত্ব নেই।

গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রতিষ্ঠা দিবসে স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের দাবি বিমল গুরুংয়ের

সোমা মুখোপাধ্যায়

দার্জিলিঙে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা (জিজেএম) বুধবার তাদের ২০তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করল। এই উপলক্ষে পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সের জন্য একটি স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের পুনরায় দাবি করেছেন তাঁরা। এই দিন জিজেএম প্রধান বিমল গুরুং অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাংকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, যদিও তাঁদের ব্যস্ততার কারণে কেউই উপস্থিত হতে পারেননি। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা, এবং দার্জিলিং-এর সাংসদ রাজু বিস্তা, গোর্খা উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রেম তামাং-সহ আসামের নেতৃবৃন্দ এবং বোরো আঞ্চলিক পরিষদের জ্যেষ্ঠ প্রতিনিধিরা। সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে গুরুং সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, 'জিজেএম-এর বেশ কয়েকজন প্রাক্তন কর্মী বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং কেউ কেউ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও মন্ত্রী হয়েছেন।' তিনি বিশেষ করে সাংসদ বিস্তার প্রশংসা করে বলেন, 'দার্জিলিংয়ের সাংসদ গোর্খাদের জন্যই লড়ছেন এবং দার্জিলিং পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে সংসদে সোচ্চারও হচ্ছেন।' এই দিন বিমল গুরুং আরও বলেন, 'আমি আশাবাদী এবং প্রত্যাশি যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী গোর্খা জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা ও সমস্যাগুলো বিবেচনা করে দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত বিষয়গুলো সমাধানে সহায়তা করবেন।' তিনি পার্বত্য অঞ্চলের পাশাপাশি একটি স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানে তরাই ও ডুয়ার্সের অতিরিক্ত এলাকা অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, 'মধ্যস্থতাকারী পঙ্কজ কুমার সিংয়ের নিয়োগ এই আশা জাগিয়েছে যে গোর্খা জনগণের আকাঙ্ক্ষা যথাযথ বিবেচনা পাবে।' জিজেএম-এর সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক সম্পর্কের কথা স্মরণ করে বিস্তা বলেন, 'আমার রাজনৈতিক জীবনের শুরু হয়েছিল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার হাত ধরে। এবং জিজেএম আমার রাজনৈতিক জীবনের জন্ম দিয়েছে।' তিনি গুরুং-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, যাঁকে তিনি তাঁর বড় ভাই বা 'দাজু' বলে সম্বোধন করেন, এবং গোর্খা জনগণের জন্য কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার করেন। লামা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পাহাড়ি অঞ্চলের উন্নয়নে আন্তরিক এবং তিনি আশ্বাস দেন যে কোনও পাহাড়ি বাসিন্দাই তাঁদের অধিকার ও উন্নয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন না। পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি নিশ্চিত করেন যে, বিজেপিতে যোগ দেওয়ার এবং দুবার বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার আগে ২০০৭ সালে তিনি ডুয়ার্সে জিজেএম-এর একজন কর্মী ছিলেন।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পরিদর্শনে সুকান্ত মজুমদার

কর্মীদের সম্মান ও খুদেদের সঙ্গে সময় যাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: সেবা সংকল্প কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আয়োজিত 'অঙ্গন মিলন উৎসব'-এর মাধ্যমে বালুরঘাট শহরের মহাজাতি মন্দির অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পরিদর্শন করলেন কেন্দ্রীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন ও শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী তথা স্থানীয় সাংসদ ড. সুকান্ত মজুমদার। বুধবার কেন্দ্রটিতে উপস্থিত হয়ে তিনি খুদে শিশুদের সাথে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটান এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সম্মান প্রদান করেন। পরিদর্শনকালে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সেখানকার শিশুদের সার্বিক পুষ্টি ও পড়াশোনার খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি শিশুদের সঙ্গে একাসনে বসে মধ্যাহ্নভোজন সারেন। পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, এক মাস ব্যাপী এই 'সেবা সংকল্প' অভিযানের অংশ হিসেবেই তিনি বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যাচ্ছেন। সারা বছর ধরে নিষ্ঠার সাথে কাজ করা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের উৎসাহিত করতেই এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলোর পরিকাঠামো নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ড. সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'গর্ভবতী মা ও নতুন জন্ম নেওয়া শিশুদের সঠিক বৃদ্ধি এবং পুষ্টির তথ্য সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রধান কেন্দ্র হলো এই অঙ্গনওয়াড়ি ব্যবস্থা। প্রতিটি কেন্দ্রে গ্যাস সংযোগ ও বিদ্যুতায়ন নিশ্চিত করার ওপর প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়েছেন। বালুরঘাট-সহ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় প্রায় ৩,৭০০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে এবং সেগুলোতে শত শতাংশ গ্যাস ও বিদ্যুৎ পরিষেবা নিশ্চিত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।' মহাজাতি মন্দির কেন্দ্রটির বিষয়ে তিনি জানান, 'কেন্দ্রটিতে গ্যাস ও বিদ্যুতের সুব্যবস্থা থাকলেও সেটির নিজস্ব কোনো ভবন নেই, ক্লাব ঘরে পরিচালিত হচ্ছে। নিজস্ব ভবনের জন্য অর্থ বরাদ্দ থাকলেও উপযুক্ত জমির অভাবেই এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। তবে বর্তমান পরিকাঠামোতেই যাতে শিশুদের সঠিক পুষ্টি ও পরিষেবা দেওয়া যায়, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' মধ্যাহ্নভোজনের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে মুচকি হেসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, 'অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে খাবার গ্রহণ ও নিজের বাসন মাজা তাঁর বহুদিনের অভ্যাস।' এদিন শিশুদের জন্য তৈরি ভাত, ডিম ও আলুর তরকারি রান্না বেশ সুস্বাদু হয়েছিল বলেও প্রশংসা করেন তিনি।

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১, শেক্সপিয়ার সরণি, ৩য় ফ্লোর এসি মার্কেট বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০০৭১

ডিমান্ড নোটিশ

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ক্রেডিট সুবিধার আসল পরিশোধ এবং সুদ প্রদানে খেলাপি হয়েছেন এবং উক্ত সুবিধাগুলি নন-পারফর্মিং অ্যাসেট বা এনপিএ-তে পরিণত হয়েছে। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রি-কনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩ (২)-এর অধীনে তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় তাদের নোটিশ পাঠানো হয়েছিল, তবে সেগুলি বিলি না হওয়ায় ফেরত এসেছে এবং তাই এই পাবলিক নোটিশের মাধ্যমে তাদের এতদ্বারা এই বিষয়ে জানানো হচ্ছে

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারের নাম ও ঠিকানা	যে সম্পত্তির উপর লোন নেওয়া হয়েছে তার ঠিকানা	ক) নোটিশের তারিখ খ) এনপিএ-এর তারিখ (কার্যকর হওয়ার তারিখ সহ)	বকেয়া ব্যালেন্স (দাবিকৃত)	লোন মঞ্জুর হয়েছে
১.	**শ্রী আব্দুল বসির (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- সৈয়দ আলী কাপাসিয়া, গ্রাম- রহিমপুর, চিলিমপুর, থানা: ইটাহার, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর, রহিমপুর জামে মসজিদের কাছে, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৩১২৮।	উত্তর দিনাজপুর জেলায়, এডিএসআর অফিস- ইটাহার, ইটাহার থানা, ৩১৯২ এলআর খতিয়ান নং, ৩৬০৫ খতিয়ান নং, ১২৫৬ আরএস এবং এলআর দাগ নং, ১৭৪ জেএল নং, মৌজা-চিলিমপুরে অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ০৭ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সীমানা - উত্তরে: আব্দুল হালিমের জমি। দক্ষিণে: ফজলুল হক মুন্সির জমি। পূর্বে: ১২ ফুট পাকা রাস্তা, পশ্চিমে: লাল মাহার জমি। সম্পত্তিটি আব্দুল বসিরের নামে রয়েছে।	ক) ০৭.০৭.২০২৬ খ) ২৮-নভে.-২৫	৯২৪০৩০০০৬১৪০৬৬১ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ১৭,১৪,০৭৬.৭৫/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৪০৩০০০৬১৪০৬৭৪ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ৩০,৩২৭.৫৫/- টাকা বকেয়া	২৫.০১.২০২৪ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১৫,৩০,০০০/- টাকার (পনেরো লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
২.	**১. আব্দুল হালিম মল্লিক (আবেদনকারী)** পিতা- আফসার আলী মল্লিক **২. মহিমা খাতুন** স্বামী- আব্দুল হালিম মল্লিক **(সহ-আবেদনকারী)** **উভয়ই থাকেন-** বাংলাণী, উত্তর ২৪ পরগনা, তেঁতুলিয়া, পিন-৭৪৩২৮৬	পশ্চিমবঙ্গে, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, স্বরূপনগর থানা, ৫৫৩১, ৫৫৪১ প্লট নং, ২২৯৮৪, ৮১৫৬, ৮১৫৮ পুরানো খতিয়ান নং, ২২৯৮৩ এলআর খতিয়ান নং, ৩৮ জেএল নং, মৌজা বাংলাণীতে অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ১৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি আব্দুল হালিম মল্লিকের নামে রয়েছে এবং এর উপর ভবন নির্মিত আছে। সম্পত্তিটি আব্দুল হালিম মল্লিকের নামে রেকর্ড করা আছে।	ক) ০৬-০৭-২০২৬ খ) ০১.০৫.২০২৬	৯২৩০৩০০০৩১১৪০৬১ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ৪৮,১০,৫৮১.৪৫/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৩০৩০০০৩১১৪১৩৯ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ৫০৭৫৩.৪৭/- টাকা বকেয়া	২৮/০৯/২০২৪ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ৪৩,৮০,০০০/- টাকার (তেতাল্লিশ লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট (ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল) সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে,
৩.	**১. শ্রী আব্দুল খালেক (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- শফিজুদ্দিন **২. শ্রীমতী রুমি খাতুন (সহ-ঋণগ্রহীতা)** প্রযত্নে শ্রী আব্দুল খালেক **উভয়ই থাকেন-** গ্রাম: শ্রীপতিপুর (পশ্চিম পাড়া), ইসলামপুর, ডাকঘর গালিমপুর, থানা: চাঁচল, শ্রীপতিপুর মসজিদের কাছে। মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩২১২৬	মালদহ জেলায়, এডিএসআর অফিস- চাঁচল, চাঁচল থানা, ১৩৬৪ খতিয়ান নং, ৪৬১ আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং, ৪৮ জেএল নং, মৌজা ইসলামপুরে অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ২.৭২ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সীমানা: উত্তরে: দাতার জমি (আব্দুল খালেক), দক্ষিণে: মিজানুর। পূর্বে: বেলাল হোসেন পশ্চিমে: হেলাল ডিং। সম্পত্তিটি রুমি খাতুনের নামে রয়েছে।	ক) ০৭.০৭.২০২৬ খ) ১৯-ডিসে.-২৫	৯২১০৩০০১০৬১৫২৪৪ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ১২,৮২,৯০০.৪/- টাকা বকেয়া এবং ৯২১০৩০০১০৬১৫২৬৮ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ২৯,৬৫৫.৬/- টাকা বকেয়া	২৪/০৩/২০২১ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১২,২৮,০০০/- টাকার (বারো লক্ষ আঠাশ হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে,
৪.	**১. শ্রী এ কে এম মইনুল ইসলাম (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- মোহাম্মদ নাজির হোসেন সুন্দিপুর মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ বিএসএনএল মোবাইল টাওয়ারের কাছে, বহরমপুর পশ্চিমবঙ্গ ৭৪২-১০২ **২. শ্রী আফতাবউদ্দিন সেখ (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা- মোহাম্মদ নাজির হোসেন গ্রাম-সুন্দিপুর দক্ষিণপাড়া ডাকঘর-সুন্দিপুর থানা-বহরমপুর মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ ৭৪২-১০২	মুর্শিদাবাদ জেলায় ভাকুড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে বহরমপুর থানা, ১০৯০৪ এলআর খতিয়ান নং, ৫১৩ আরএস খতিয়ান নং, ১৬৬৫ এলআর দাগ নং, ১৪০৫ আরএস দাগ নং, ৮১ জেএল নং, মৌজা-চালতিয়ায় অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ২ কাঠা ৬ ছটাক ১১ গণ্ডা পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সীমানা: উত্তরে: রাস্তা এবং খাল দক্ষিণে: আব্দুল লতিফ মণ্ডল পূর্বে: ৬ ফুট রাস্তা পশ্চিমে: অ্যাডভোকেট সিরাজুল সম্পত্তিটি এ কে এম মইনুল ইসলামের নামে রয়েছে	ক) ০৭/০৭/২০২৬ খ) ০৫-মে-২০২৬	৯১৮০৩০১১৪৪০৭৬৯৩ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ১৬৭৮২১৮.২৮ টাকা (ষোলো লক্ষ আটাত্তর হাজার দুইশো আঠারো টাকা এবং আঠাশ পয়সা মাত্র) বকেয়া (এই পরিমাণে প্রয়োগ করা সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং ৯১৮০৩০১১৪৪০৭৭১৬ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ৪২৯৫৯.৩৪ টাকা (বিয়াল্লিশ হাজার নয়শো উনষাট টাকা এবং চৌত্রিশ পয়সা মাত্র) বকেয়া (এই পরিমাণে প্রয়োগ করা সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)	১৫/১২/২০১৮ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১৫,০০,০০০/- টাকার (পনেরো লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট এবং ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং এই পরিমাণ বিতরণ করা হয়েছে।
৫.	**আব্দুস সালাম (ঋণগ্রহীতা/প্রাথমিক আবেদনকারী)** পিতা- আনসার আলী, **ঠিকানা-** সিঙিয়া, চণ্ডীগাছি, মালদহ। পিন-৭৩২১২৩।	পশ্চিমবঙ্গ, মালদহ জেলায়, চাঁচল থানা, ৪৫০ এলআর প্লট নং, ৩৪৮ আরএস প্লট নং, ৫৩৯৮ এলআর খতিয়ান নং, ৬০ জেএল নং, মৌজা নবগ্রামে অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ৩ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তিটি আব্দুস সালামের নামে রয়েছে।** পশ্চিমবঙ্গ, মালদহ জেলায়, চাঁচল থানা, ৪০৩ এলআর প্লট নং, ৩১১ আরএস প্লট নং, ৫৩৯১ খতিয়ান নং, ৬০ জেএল নং, মৌজা নবগ্রামে অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ৯ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি আব্দুস সালামের নামে রয়েছে। জমির উপর নির্মিত ভবন সহ। **সম্পত্তিটি আব্দুস সালামের নামে রয়েছে।**	ক) ০৬-০৭-২০২৬ খ) ০১/০৫/২০২৬	৯২২০৩০০১২৭৩২৭০৮ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ২৭২৯৪০৯.২৫/- টাকা বকেয়া এবং ৯২২০৩০০১২৭৩২৬৯৮ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ২৬৬৯৮.০২/- টাকা বকেয়া, যা চুক্তির অবসানের বকেয়া পরিমাণ, সাথে প্রয়োগ না করা সুদ	০২/০২/২০২৩ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ২৪,২৬,০০০/- টাকার (চব্বিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট (ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল) সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
৬.	**১. আব্দুল সামাদ (ঋণগ্রহীতা/প্রাথমিক আবেদনকারী)** পিতা- আব্দুল খালেক মোল্লা **২. আব্দুল খালেক মোল্লা (সহ-আবেদনকারী)** পিতা- আবাচালী মোল্লা। **উভয়ই থাকেন-** ঘোড়ারাস। উত্তরপাড়া, জাফরপুর, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৪২৮।	পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, বসিরহাট থানা, ১৮২৫ প্লট নং, ৫৮৬৭ খতিয়ান নং, ৬২ জেএল নং, মৌজা জাফরপুরে অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ৯ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি আব্দুল খালেক মোল্লার নামে রেকর্ড করা আছে	ক) ০৬-০৭-২০২৬ খ) ০১/০৫/২০২৬	৯২৩০৩০০২২৬১৯০৯০ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ২২,২৪,১৫১/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৩০৩০০২২৬১৯১৭৯ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ২৯,৮০৮/- টাকা বকেয়া	২১/০৪/২০২৩ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ২০,০০,০০০/- টাকার (কুড়ি লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট (ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল) সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে,
৭.	**শ্রী আবুল কাসেম (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- ফারুক হোসেন গ্রাম ও ডাকঘর: খরবা, গোপালপুর, থানা: চাঁচল, গোপালপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩২১৫০	কোল্যাটারাল সিকিউরিটি: মালদহ জেলায়, এডিএসআর অফিস- চাঁচল, চাঁচল থানা, ১৯৬৪ এল.আর. খতিয়ান নং, ৪৩৫ আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং, ৪৯ জেএল নং, মৌজা - খরবা গোপালপুরে অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ৩.৬ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সীমানা (সার্চ রিপোর্ট অনুযায়ী): উত্তরে: বর্তমানে রুহুল আমিন। দক্ষিণে: ৮ ফুট পাকা রাস্তা। পূর্বে: ৮ ফুট পাকা রাস্তা। পশ্চিমে: মোবারুল ডিং। সম্পত্তিটি আবুল কাসেমের নামে রয়েছে।	ক) ০৭.০৭.২০২৬ খ) ১০-মার্চ-২৬	৯২৩০৩০০৬৪৫৫১১২৩ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ১৫,৪৪,২০৪/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৩০৩০০৬৪৫৫১১৩৬ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ২৪,৫৪৮/- টাকা বকেয়া	০৮/১১/২০২৩ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১৫,২৬,০০০/- টাকার (পনেরো লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
৮.	**১. শ্রী আবু শাহনওয়াজ নূর মণ্ডল (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- আব্দুল নূর মণ্ডল **২. শ্রী আব্দুল নূর মণ্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা- আব্দুল লতিফ মণ্ডল উভয়ই থাকেন-পশ্চিম নারায়ণপুর, দাদপুর, ববনান, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২৩০৫	হুগলি জেলায় দাদপুর থানা, ৫৩২ এলআর খতিয়ান নং, ৬৮ এলআর দাগ নং, ৯২ জেএল নং, মৌজা-পশ্চিম নারায়ণপাড়ায় অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ০৪ ডেসিমেল পরিমাপের বাস্তু জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি আবু শাহনওয়াজ নূর মণ্ডলের নামে রয়েছে	ক) ০৭-০৭-২০২৬ খ) ০১-নভে.-২০২৫	৯১৫০৩০০৫৭৭৫৪৭৭৪ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ২০১৭৮৮.৬১ টাকা বকেয়া এবং ৯১৫০৩০০৫৭৭৫৪৮৩৯ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ৩২১৯৯৩.১৪ টাকা বকেয়া	২৭.১১.২০১৫ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ৫,০০,০০০/- টাকার (পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
৯.	**১. শ্রী বেচারাম পাল** পিতা- নিমাই পাল **২. শ্রী সৌমেন পাল,** পিতা- বেচারাম পাল **৩. শ্রীমতী মিঠুরানী পাল** পিতা-রামকিঙ্কর পাল **সবার ঠিকানা:** গ্রাম-পার শ্যামপুর ডাকঘর- পার শ্যামপুর থানা- পুরশুড়া শ্যামপুর স্কুলের কাছে হুগলি পশ্চিমবঙ্গ ৭১২৪০১	কোল্যাটারাল সিকিউরিটি সম্পত্তি ১: হুগলি জেলায়, পুরশুড়া থানা, ৫০ জে.এল নং, মৌজা- পারশ্যামপুর, ১৭৯৭ এলআর খতিয়ান নং, ৭২১ এলআর প্লট নং-এর অধীনে প্রায় ০৪ ডেসিমেল পরিমাপের জমির এবং তার উপর নির্মিত ভবন ও কাঠামোর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তি ২: হুগলি জেলায়, পুরশুড়া থানা, ৫০ জে.এল নং, মৌজা-পার-শ্যামপুর, ১৭৯১ এলআর খতিয়ান নং, ৭২১ এলআর প্লট নং-এর অধীনে প্রায় ০৪ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন ও কাঠামো সহ। সীমানা: উত্তরে: ৬ ফুট কংক্রিটের রাস্তা-দক্ষিণে: গৌরহরি পালের সম্পত্তি। পূর্বে: ৬ ফুট কংক্রিটের রাস্তা। পশ্চিমে: সন্ধ্যা জানার সম্পত্তি। সম্পত্তিটি শ্রীমতী মিঠুরানী পালের নামে রয়েছে।	ক) ১০-০৭-২০২৬ খ) ০৫-০৫-২০২৬	৯২৩০৩০০০৩৩৮৮০৯৭ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ০৫-মে-২০২৬ এনপিএ-এর তারিখে ২০৩১৩৬৩/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৩০৩০০০৩৩৮৮১৪৯ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ০৫-মে-২০২৬ এনপিএ-এর তারিখে ৪৯৬৯৯/- টাকা বকেয়া	০৭-আগস্ট-২০২৪ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১,৭৫০,০০০/- টাকার (সতেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং এই পরিমাণ বিতরণ করা হয়েছে
১০.	**১. শ্রী অর্ঘ্য আদক (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- বিকাশ আদক **২. শ্রীমতী সুতপা আদক (সহ-ঋণগ্রহীতা)** কন্যা- কাশীনাথ মণ্ডল **উভয়ই থাকেন-** বালিপুর (কনকপুর), ডাকঘর: বালিপুর, কনকপুর বিষ্ণু মন্দিরের কাছে খানাকুল, হুগলি, পিন-৭১২৪০১	কোল্যাটারাল সিকিউরিটি: হুগলি জেলায়, খানাকুল থানা, ১৬০২ এল.আর. খতিয়ান নং, ১০৬৪ এল.আর. প্লট নং, ১১৬ জেএল নং, মৌজা-কনকপুরে অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ৯ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি অর্ঘ্য আদক এবং সুতপা আদকের নামে রয়েছে	ক) ০৯/০৭/২০২৬ খ) ০৩-জুলাই-২৫	৯২৩০৩০০৬৩৯৭৭৪৯৮ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এন.পি.এ.-এর তারিখে ৪৯১৫০.৮৫/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৩০৩০০৬৩৯৭৭৪২১ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এন.পি.এ.-এর তারিখে ১৬৯৯০৭৮.৯২/- টাকা বকেয়া	২৭/০৯/২০২৩ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১,৭৫০,০০০/- টাকার (সতেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং এই পরিমাণ বিতরণ করা হয়েছে।
১১.	**১. শ্রী অমিতাভ মালিক (ঋণগ্রহীতা/প্রাথমিক আবেদনকারী)** **২. শ্রী অংশুমান মালিক (সহ-আবেদনকারী)** **উভয়ই থাকেন-** গ্রাম - সৎপুর, হুগলি, পিন-৭১২৪১৩	কোল্যাটারাল সিকিউরিটি: পশ্চিমবঙ্গ, হুগলি জেলায়, আরামবাগ থানা, ৭৯৯ প্লট নং, ৬৩৭ খতিয়ান নং, ৮৯ জেএল নং, মৌজা-সৎপুরে অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ৪ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি অংশুমান মালিকের নামে রয়েছে	ক) ০৭-০৭-২০২৬ খ) ০১ মে ২০২৬	৯২৩০৩০০২৭৩৮৩৯০৩ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ৫৩৪৩৯/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৩০৩০০২৭৩৮৩৮৯৩ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ৪০৭৮৩১৮/- টাকা বকেয়া	২৯-০৫-২০২৩ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ৩৭,০০,০০০.০০/- টাকার (সাঁইত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট (ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল) সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
১২.	**শ্রী আমিনুর হোসেন (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- মোহাম্মদ হোসেন দুধের কুঠি দেওয়ান বাস, ভি.টি.সি.: দুধের কুঠি, ডাকঘর দুধের কুঠি, কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৬১৭০।	কোল্যাটারাল সিকিউরিটি: কোচবিহার জেলায়, কোতোয়ালি থানা, ৫০৬/১ পুরানো খতিয়ান নং, ১২৭৩ খতিয়ান নং, ২১৪৭ এল.আর. দাগ নং, ১৪২ জেএল নং, মৌজা দুধের কুঠি দেওয়ানবাসে অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ৪ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সীমানা: উত্তরে: আব্দুল হক দক্ষিণে: আলিয়ার মিয়া পূর্বে: আমিনুর হোসেন; পশ্চিমে: ১২ ফুট চওড়া রাস্তা। সম্পত্তিটি আমিনুর হোসেনের নামে রয়েছে	ক) ০৯/০৭/২০২৬ খ) ০১-নভে.-২৫	৯২২০৩০০৬৫৫৪৫২৭০ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এন.পি.এ.-এর তারিখে ২৩,৪৬৮/- টাকা বকেয়া এবং ৯২২০৩০০৬৫৫৪৫২৫৪ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এন.পি.এ.-এর তারিখে ১,৫৭১,২৩২.৯/- টাকা বকেয়া	২৮/১১/২০২২ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১,৩৭৬,০০০/- টাকার (তেরো লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং এই পরিমাণ বিতরণ করা হয়েছে
১৩.	**১. শ্রী আমিনুল হক (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- মকবুল **২. শ্রীমতী মমতাজা বেগম (সহ-ঋণগ্রহীতা)** স্বামী- শ্রী আমিনুল হক **ভউয়থ ইাকে-ন** গ্রাম: লক্ষ্মীপুর। ডাকঘর: হরিশ্চন্দ্রপুর, থানা: হরিশ্চন্দ্রপুর, উত্তর হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদহ, শ্মশান ঘাটের কাছে, পিন-৭৩২১২৫, পশ্চিমবঙ্গ	কোল্যাটারাল সিকিউরিটি: মালদহ জেলায়, এস.আর.ও. তুলসীহাট্টা, হরিশ্চন্দ্রপুর থানা, ২৭৯৯ এল.আর. খতিয়ান নং, ৪১২৬, ৪১২৫ খতিয়ান নং, ৩৮৩১ প্লট নং, ১০২ জেএল নং, মৌজা-উত্তর হরিশ্চন্দ্রপুরে অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ৯.৭৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সীমানা: উত্তরে: পাকা রাস্তা দক্ষিণে: নিলাম জিন্দাল পূর্বে: পাকা রাস্তা পশ্চিমে: ডোবা জমি সম্পত্তিটি আমিনুল হকের নামে রয়েছে	ক) ০৯/০৭/২০২৬ খ) ০১-নভে.-২৫	৯২৩০৩০০৪৪৭৫৮০৫৪ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এন.পি.এ.-এর তারিখে ২০৬৮৫১৫.১/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৩০৩০০৪৪৭৫৮০৬১ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এন.পি.এ.-এর তারিখে ২৮৪৯৯.৩২/- টাকা বকেয়া	১৬/০৮/২০২৩ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১,৯৩০,০০০/- টাকার (উনিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং এই পরিমাণ বিতরণ করা হয়েছে,
১৪.	**১. শ্রী আলমগীর সেখ (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- জাহাঙ্গীর এর সেখ **২. শ্রীমতী ডলি বিবি (সহ-ঋণগ্রহীতা)** স্বামী- জাহাঙ্গীর এর সেখ **উভয়ই থাকেন-** ঝিল্লি, মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩১২৪১	কোল্যাটারাল সিকিউরিটি: মুর্শিদাবাদ জেলায়, খড়গ্রাম থানা, ৭২৫১ এল.আর. খতিয়ান নং, ২৪৭৪ এল.আর. প্লট নং, ২ জেএল নং, মৌজা-ঝিল্লিতে অবস্থিত প্রায় ১০ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি আলমগীর খানের নামে রয়েছে।	ক) ০৮.০৭.২০২৬ খ) ৪-ডিসে.-২৫	৯২৩০৩০০৬০৫৪৩৫৮০ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ১৯১৯৭৮৪.৮/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৩০৩০০৬০৫৪৩৫৯৭ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ১৬২০০.০৫/- টাকা বকেয়া	১১/১০/২০২৩ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১,৭৩০,০০০/- টাকার (সতেরো লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
১৫.	**১. শ্রী আনোয়ার রেজা** পিতা- ইউসুফ **২. শ্রীমতী পিঙ্কি খাতুন** স্বামী- আনোয়ার রেজা **উভয়ই থাকেন-** পশ্চিম বস্তি পাচু রশিয়া, ডাকঘর-গুঞ্জরিয়া বাজার, জেলা- উত্তর দিনাজপুর, পিন ৭৩৩২০২	কোল্যাটারাল সিকিউরিটি: পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর দিনাজপুর জেলায়, ইসলামপুর থানা, ৩৯১ প্লট নং, ৩৫৫২ এলআর খতিয়ান নং, ৭১ জেএল নং, মৌজা - পশ্চিম পাচরোশিয়ায় অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সীমানা উত্তরে: মো. ইউসুফ এবং আলাউদ্দিন, দক্ষিণে: সালমুদ্দিন পূর্বে: ১২ ফুট রাস্তা পশ্চিমে: আলাউদ্দিন। সম্পত্তিটি পিঙ্কি খাতুনের নামে রয়েছে।	ক) ০৭.০৭.২০২৬ খ) ০১-মে-২০২৬	৯২৪০৩০০৪৪৮২০৬৪০ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ৩২৭০০৬৮.৯৫ টাকা বকেয়া এবং ৯২৪০৩০০৪৪৮২০৭১৮ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ২৭৮৮৯.৭৫ টাকা বকেয়া,	২৯.০৭.২০২৪ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ২৯,৮০,০০০/- টাকার (ঊনত্রিশ লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
১৬.	**১. শ্রী আনিচ খান (ঋণগ্রহীতা/প্রাথমিক আবেদনকারী)** ঘুনি, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৪২৬। **২. শ্রী আফসার আলী খাঁ (সহ-আবেদনকারী)** ঘুনি, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৪২৬। **৩. ছামিনা বিবি (সহ-আবেদনকারী)** হাসনাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা, ঘুনি পাস্তলিখানপুর, পূর্ব ঘুনি, পিন-৭৪৩৪২৬। **৪. ওয়াজিদ সর্দার (সহ-আবেদনকারী)** পুব পাড়া, উত্তরাংশ, পূর্ব জয়নগর, বাদুড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৪২৭।	কোল্যাটারাল সিকিউরিটি: পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, হাসনাবাদ থানা, ৫২/১১১ বর্তমান খতিয়ান নং, ৪৮ এবং ৭৩ খতিয়ান নং, ২২৮ প্লট নং, ৭২ জেএল নং, মৌজা আমরুলগাছায় অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ৭ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।	ক) ০৭-০৭-২০২৬ খ) ০৬ মে ২০২৬	৯২৩০৩০০১২৮৯৮৭২৪ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ১২৫৮৫৬৪.৭/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৩০৩০০১২৮৯৮৭৩৭ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ৩০১৯০/- টাকা বকেয়া, যা চুক্তির অবসানের বকেয়া পরিমাণ, সাথে প্রয়োগ না করা সুদ	১৭-০২-২০২৩ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১২১৫০০০.০০/- টাকার (বারো লক্ষ পনেরো হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট (ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল) সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
১৭.	**১. অশোক পাণিগ্রাহী** প্রযত্নে- বীরেন্দ্রনাথ পাণিগ্রাহী গ্রাম: গঙ্গাধরপুর, ডাকঘর কাক কালীনগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা-৭৪৩৩৪৭ **২. বাসন্তী পারুয়া** স্বামী- প্রবীর পারুয়া, কাকদ্বীপ, কাক কালীনগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা-৭৪৩৩৪৭ **৩. প্রবীর পারুয়া** কাকদ্বীপ, কাক কালীনগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা-৭৪৩৩৪৭	দক্ষিণ ২৪ পরগনা-৭৪৩৩৪৭, কাকদ্বীপ থানা, ৩৫৫১ এল.আর. খতিয়ান নং, ৪০৩৯ এল.আর. দাগ নং, ২৬৫২ তৌজি নং, ১০ জে.এল. নং, মৌজা কালীনগরে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে অবস্থিত এবং এতে থাকা ভবন এবং কাঠামো সহ প্রায় ৩.৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল	ক) ৬-৭-২০২৬ খ) ৩০-০৫-২০২৫	৯২০০৩০০৬২৯০৪৮৮৯ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ৯৪৫৫৭৮.৯/- টাকা বকেয়া, যা চুক্তির অবসানের বকেয়া পরিমাণ এবং পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ হারে সুদ সহ	১৯.০৯.২০২০ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১১,২০,০০০/- টাকার প্রোডাকশন ক্রেডিট সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
১৮.	**১. শ্রী অর্ঘ্য দত্ত (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- দেবীদাস দত্ত **২. শ্রী দেবীদাস দত্ত (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা- কৃষ্ণপ্রসন্ন দত্ত, **উভয়ই থাকেন-** আর.কে. রোড সাঁইথিয়া, সাঁইথিয়া, ডাকঘর- সাঁইথিয়া, থানা- সাঁইথিয়া, রক্ষাকালী মন্দিরের কাছে, জেলা- বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩১২৩৪	কোল্যাটারাল সিকিউরিটি: পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম জেলায়, সাঁইথিয়া থানা, ফয়জুলাবাদ মৌজার অধীনে অবস্থিত ৯৬ জে.এল নং, ১৭৭০ এল.আর খতিয়ান নং, ৪৯৩ প্লট নং-এর অধীনে প্রায় ৪ ডেসিমেল এলাকার জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর উপর নির্মিত ভবন, যার সীমানা নিম্নরূপ: সম্পত্তিটি অর্ঘ্য দত্তের নামে রয়েছে	ক) ০৩.০৭.২০২৬ খ) ১০ মার্চ ২৬	৯২২০৩০০১৫৪৩৩৬৬৪ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ২৫৪৩৯২৫/- টাকা বকেয়া এবং ৯২২০৩০০১৫৪৩৩৬৭৭ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ৯৯৬১৭/- টাকা বকেয়া	১০-০৩-২০২২ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ২৫,০০,০০০/- টাকার (পঁচিশ লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
১৯.	**১. শ্রী অশ্বিনী রায় (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- অনিল রায় **২. শ্রীমতী ক্ষীরোবালা রায় (সহ-ঋণগ্রহীতা)** স্বামী- অনিল রায় **উভয়ই থাকেন-** গ্রাম ও ডাকঘর: যোগেন্দ্রনগর, থানা: আলিপুরদুয়ার, জেলা: আলিপুরদুয়ার, পিন: ৭৩৬২০৪	কোল্যাটারাল সিকিউরিটি: পশ্চিমবঙ্গ, আলিপুরদুয়ার জেলায়, আলিপুরদুয়ার থানা, ১৮৩৫ এল.আর. খতিয়ান নং, ১১৬৬ এল.আর. দাগ নং, ০৩ জেএল নং, মৌজা-মেজবিলে অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ০.০৭ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি অশ্বিনী রায়ের নামে রয়েছে।	ক) ০৯/০৭/২০২৬ খ) ২৪-মার্চ-২৬	৯২৩০৩০০৬০৭৯৮২৮৫ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এন.পি.এ.-এর তারিখে ১৮৭৮৩০৯.৫৩/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৩০৩০০৬০৭৯৮৩৫৭ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এন.পি.এ.-এর তারিখে ৫১৪১৫/- টাকা বকেয়া।	১৯/১০/২০২৩ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১,৭০০,০০০/- টাকার (সতেরো লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং এই পরিমাণ বিতরণ করা হয়েছে।
২০.	**১. শ্রীমতী আয়েশা খাতুন** কন্যা- মো. সুবহান **২. শ্রী মো. মসীম** পিতা- মো. সুবহান **ভউয়থ ইাকে-ন** বেলবাড়ি, কাহাটা, ডাকঘর-চাকুলিয়া হাট, উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৩২১১।	পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৩২১১, উত্তর দিনাজপুর জেলায়, ডিএসআর- উত্তর দিনাজপুর, চাকুলিয়া থানার অধীনে, ২৯৬৫, ৩১০৬ খতিয়ান নং, ৪৩০, ৪৩২ প্লট নং, ০৮ জে.এল নং, মৌজা-কাহাটায় অবস্থিত কমবেশি ৭ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার উপর অবস্থিত ভবন এবং কাঠামোর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।	ক) ০৯/০৭/২০২৬ খ) ০১-০৫-২০২৬	৯২৪০৩০০৪১৭০৮৭৭৮ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ০৯-০৭-২০২৬ তারিখে ১৯৮০৮১৭/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৪০৩০০৪১৭০৮৭৮৫ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ০৯-০৭-২০২৬ তারিখে ৩৮১২৪/- টাকা বকেয়া	০৩.০৭.২০২৪ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১৮,০০,০০০/- টাকার (আঠারো লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট সুবিধা এবং ৪০,০০০/- টাকার (চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
২১.	**১. শ্রী আশরাফুল হক (ঋণগ্রহীতা)** প্রযত্নে- আইনুল হক, **২. শ্রীমতী সালেহা মণ্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা)** স্বামী- আইনুল হক, **উভয়ই থাকেন-** গহরাপোতা উত্তরপাড়া, কালীগঞ্জ, ডিঙ্গেল, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৪১১৩৭,	কোল্যাটারাল সিকিউরিটি: পশ্চিমবঙ্গ, দেবগ্রাম থানা, ১৯৮৮ এলআর প্লট, ১৬৬৫ আরএস প্লট নং, ১৭০৯১ নতুন খতিয়ান নং, ১৩১১৭ পুরানো খতিয়ান নং, ৬০ জেএল নং, মৌজা- দেবগ্রামে অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ৭.২৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সীমানা: উত্তরে আইনুল হকের বাড়ি দক্ষিণে: ১০ ফুট রাস্তা: পূর্বে আব্দুল তাহিদ মণ্ডলের খালি জমি: পশ্চিমে: ৬ ফুট রাস্তা। সম্পত্তিটি শ্রী আশরাফুল হকের নামে রয়েছে	ক) ১৩-০৭-২০২৬ খ) ১৩/০৫/২০২৬	৯২০০৩০০৭১৭৫২১৫৮ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ১৬৩৯০৬৩.৯৮/- টাকা বকেয়া এবং ৯২০০৩০০৭১৭৫২১৭২ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ২৮৪১৬.৬৬/- টাকা বকেয়া	১৩-১১-২০২০ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১৫,০০,০০০/- টাকার (পনেরো লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং এই পরিমাণ বিতরণ করা হয়েছে।
২২.	**১. শ্রী আজিজুল মল্লিক** পিতা- শামসুল হক **২. শ্রীমতী রাইহেনা খাতুন** কন্যা- মো. ইদ্রিস সেখ **উভয়ই থাকেন-** একপাহাড়িয়া, সৈয়দপুর, থানা- বড়ঞা, ডাকঘর-একপাহাড়িয়া সৈয়দপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, মসজিদের কাছে, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২-১৩২।	কোল্যাটারাল সিকিউরিটি: পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ জেলা, এডিএসআর-পাঁচথুপি, বড়ঞা থানা, ২৭১ এলআর প্লট নং, ৫৮৮ আরএস প্লট নং, ১১৯০ এলআর খতিয়ান নং, ৫১ জেএল নং, মৌজা-একপাহাড়িয়ায় অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ১০ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি আজিজুল মল্লিকের নামে রেকর্ড করা আছে।	ক) ০৯-০৭-২০২৬ খ) ০৪ জুন ২৫	৯২৩০৩০০২৫১২৪৬১৬ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ৯৪৯৯৫৩.৩৫/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৩০৩০০২৫১২৪৬২৯ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ১৭৬৪৬.৫/- টাকা বকেয়া	১৮/০৫/২০২৩ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১০,০০,০০০.০০/- টাকার (দশ লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট (ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল) সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে,
২৩.	**১. শ্রী ভুলন সেখ** পিতা- রহমান সেখ **২. শ্রীমতী জেসমিন খাতুন** স্বামী- ভুলন সেখ **৩. শ্রী রহমান সেখ** পিতা- কফাতুল্লা সেখ **সবাই থাকেন:** পলসুণ্ডা, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১১৫৬	নদীয়া জেলার মধ্যে, তেহট্ট থানার এখতিয়ারের মধ্যে, ৪৩৪৯ খতিয়ান নং, ৭৭৯৮ প্লট নং, ১৪ জে.এল নং, মৌজা-পলসুণ্ডায় অবস্থিত কমবেশি ২.৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার উপর অবস্থিত সমস্ত ভবন এবং কাঠামোর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।	ক) ০৩-০৭-২০২৬ খ) ০১-০৫-২০২৬	৯২৪০৩০০৪৪৮৮০৪৬৪ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ০৩-০৭-২০২৬ তারিখে ১৩,৩০,৯৩২/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৪০৩০০৪৪৮৮০৪৭৭ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ০৩-০৭-২০২৬ তারিখে ৪০,৮৬০/- টাকা বকেয়া	৩১.০৭.২০২৪ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১২,২০,০০০/- টাকার (বারো লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট সুবিধা এবং ৪০,০০০/- টাকার (চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
২৪.	**১. শ্রীমতী ববিতা মণ্ডল** স্বামী- জিয়ারুল হক সেখ পাড়া-সন্ন্যাসী ডাঙ্গা, টুঙ্গি, নওদা মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪১১৫৬ **২. শ্রী জিন্নাত সেখ** পিতা- রসিক শেখ পাড়া বান্ধা, ঘাটপাড়া, বালি, নওদা, মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪১১৫৬	কোল্যাটারাল সিকিউরিটি: পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ জেলায়, নওদা থানা, ৭৭৫০, ৭৭৫১ এলআর প্লট নং, ১৬০১৮ এলআর খতিয়ান নং, ২৬৯৮ হাল খতিয়ান নং, ১০ জেএল নং, মৌজা বালিতে অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ১১ ডেসিমেল এলাকার জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সীমানা নিম্নরূপ: সীমানা: উত্তরে: রিজাউল সেখের বাড়ি: দক্ষিণে: রাস্তা: পূর্বে: হাসান মণ্ডলের বাড়ি পশ্চিমে হুমায়ুন সেখের বাড়ি। সম্পত্তিটি ববিতা মণ্ডলের নামে রয়েছে	ক) ০৭.০৭.২০২৬ খ) ০১-জুলাই-২০২১	৯১৯০৩০০৭৪৬০৬৯৮২ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ২২৯৭৬৬৬.৭৭ টাকা বকেয়া এবং ৯১৯০৩০০৭৪৬০৬৯৯৫ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ৪৫০৩১.৯৭ টাকা বকেয়া	১৬.০৯.২০১৯ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ২০,০০,০০০/- টাকার (কুড়ি লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
২৫.	**১. শ্রী অভিষেক জয়সওয়াল (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- ধ্রুব কুমার জয়সওয়াল গ্রাম-নিউ মার্কেট আলিপুরদুয়ার-১, ডাকঘর- আলিপুরদুয়ার, নিউ মার্কেটের কাছে, জেলা- আলিপুরদুয়ার, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৬১২১। **২. শ্রীমতী বিদিশা সরকার (সহ-ঋণগ্রহীতা)** কন্যা- বিজয় কুমার সরকার, স্বামী- অভিষেক সরকার, গ্রাম-সূর্য নগর, আলিপুরদুয়ার-১, ডাকঘর-আলিপুরদুয়ার, থানা-আলিপুরদুয়ার, বাঞ্চুকামারি গ্রাম পঞ্চায়েত, নিউ মার্কেটের কাছে। জেলা- আলিপুরদুয়ার, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৬১২১। **৩. শ্রী ধ্রুব কুমার জয়সওয়াল (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা- কানাই লাল জয়সওয়াল গ্রাম-দত্ত পট্টি আলিপুরদুয়ার, ডাকঘর- আলিপুরদুয়ার, থানা-আলিপুরদুয়ার, নিউ মার্কেটের কাছে, জেলা- আলিপুরদুয়ার, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৬১২১। **৪. কুমারী পূজা জয়সওয়াল (সহ-ঋণগ্রহীতা)** কন্যা- ধ্রুব কুমার জয়সওয়াল গ্রাম-দত্ত পট্টি, আলিপুরদুয়ার (এম), ডাকঘর-আলিপুরদুয়ার, থানা- আলিপুরদুয়ার, নিউ মার্কেটের কাছে। জেলা- আলিপুরদুয়ার, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৬১২১।	পশ্চিমবঙ্গ, বর্তমানে আলিপুরদুয়ার জেলায়, আলিপুরদুয়ার থানা, বাঞ্চুকামারি মৌজায় অবস্থিত ৪২ জে.এল নং, ৯৫৫ এল.আর খতিয়ান নং, ৩৫০/৩ (পুরানো) খতিয়ান নং, ১০৮৯ এল.আর দাগ নং, ১০৭৫ আর.এস দাগ নং-এর অধীনে প্রায় ১০ ডেসিমেল এলাকার দোকান শ্রেণীভুক্ত জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর উপর নির্মিত ভবন, যার সীমানা নিম্নরূপ: সীমানা (সার্চ রিপোর্ট অনুযায়ী) - উত্তরে: ইতি দেবনাথ এবং মহেন্দ্র সরকারের জমি। দক্ষিণে: তাপস পণ্ডিতের জমি পূর্বে ১২ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা পশ্চিমে: মালিকের নিজস্ব জমি। সম্পত্তিটি অভিষেক জয়সওয়ালের নামে রয়েছে	ক) ০৩.০৭.২০২৬ খ) ১৭ জানু., ২৬	৯২০০৩০০৫৭৯৬১৯১২ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ৩০৮৭৯৩৩/- টাকা বকেয়া	২০-০৭-২০২০ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ৩০,০০,০০০/- টাকার (ত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
২৬.	**১. শ্রী আলী হোসেন মণ্ডল (ঋণগ্রহীতা/প্রাথমিক আবেদনকারী);** প্রযত্নে- রহমত মণ্ডল, শ্যামবাজার, হুগলি, পিন-৭১২-১২২। **২. শ্রী সমীর মণ্ডল (সহ-আবেদনকারী):** প্রযত্নে- রহমত মণ্ডল, শ্যামবাজার, হুগলি, পিন-৭১২-১২২। **৩. শ্রী রহমত মণ্ডল (সহ-আবেদনকারী);** প্রযত্নে- খাদেম মণ্ডল, শ্যামবাজার, হুগলি, পিন-৭১২-১২২। **৪. ফিরোজা বিবি (সহ-আবেদনকারী)** লালপুর, শ্যামবাজার, হুগলি, পিন-৭১২-১২২। **৫. শ্রী আক্তার আলী গায়েন (সহ-আবেদনকারী);** পিতা- আনসার আলী গায়েন, রামানন্দ পুর ইআর, সমগ্র, শান্তিপুর, গোঘাট, হুগলি-৭১২-১২২।	কোল্যাটারাল সিকিউরিটি: পশ্চিমবঙ্গ, হুগলি জেলায়, গোঘাট থানা, ১৮৩১ প্লট নং, ৩৯৫৮ খতিয়ান নং, ১৩৯ জেএল নং, মৌজা শ্যামবাজারে অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি রহমত মণ্ডলের নামে রয়েছে।	ক) ০৭-০৭-২০২৬ খ) ১ মে ২০২৬	৯২২০৩০০১৬৮৯৫০৯৮ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ২৩১৯৬৬৪.৫২/- টাকা বকেয়া এবং ৯২২০৩০০১৬৮৯৫০৮৫ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ৫১৯১৮.৯৮/- টাকা বকেয়া	২৫-১০-২০২২ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ২১০০০০০.০০/- টাকার (একুশ লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট (ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল) সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে
২৭.	**১. শ্রী আকবর আলী (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- আব্দুল কাদের সেখ গ্রাম ও ডাকঘর: হরিহরপাড়া, থানা: হরিহরপাড়া, হরিহরপাড়া বিডিও অফিসের কাছে, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৪২১৬৬ **২. শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা)** প্রযত্নে- শ্রী আমিরুল ইসলাম গ্রাম ও ডাকঘর: স্বরূপপুর, থানা: হরিহরপাড়া, হরিহরপাড়া, স্বরূপপুর আতুর মোড়ের কাছে, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৪২১৬৬ **৩. শ্রী আমিরুল ইসলাম (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা- ওসমান আলী মণ্ডল গ্রাম ও ডাকঘর: স্বরূপপুর, থানা: হরিহরপাড়া, হরিহরপাড়া, স্বরূপপুর আতুর মোড়ের কাছে, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৪২১৬৬	মুর্শিদাবাদ জেলায়, এস.আর.ও.: হরিহরপাড়া, হরিহরপাড়া থানা, ৯১৭৯ এবং ৯১৮০ এল.আর. খতিয়ান নং, ১০৪৬ প্লট নং, ৩২ জেএল নং, মৌজা-হরিহরপাড়ায় অবস্থিত প্রায় ০.০১৭২ একর পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সীমানা উত্তরে: শমশাদ হোসেন। দক্ষিণে: অন্যের সম্পত্তি। পূর্বে মাধবী রাজ মণ্ডল। পশ্চিমে: রাস্তা। সম্পত্তিটি আকবর আলী এবং প্রিয়াঙ্কা মণ্ডলের নামে রয়েছে	ক) ০৭.০৭.২০২৬ খ) ১৮-ফেব্রু.-২৬	৯২২০৩০০১১৮৭৫৪৬৮ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ১৫,৯৩,৭২৯.৭৬/- টাকা বকেয়া এবং ৯২২০৩০০১১৮৭৫৪৮৪ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ১,০০,০৫০.৬৫/- টাকা বকেয়া	২১/০২/২০২২ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১,৬০০,০০০/- টাকার (ষোলো লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে

নোটিশের বিকল্প জারির জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরের ঋণগ্রহীতা এবং/বা গ্যারান্টারদের (যেখানে প্রযোজ্য) এতদ্বারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ভবিষ্যতের সুদ এবং প্রযোজ্য চার্জ সহ উপরে উল্লিখিত বকেয়া পরিশোধ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রি-কনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর বিধান অনুযায়ী এই নোটিশের তারিখের ৬০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ (১৩)-এর অধীনে, সাব-সেকশন (২)-এ উল্লেখিত নোটিশ পাওয়ার পর কোনো ঋণগ্রহীতা, সিকিউরড ক্রেডিটর-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া নোটিশে উল্লেখিত তার কোনো সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনো উপায়ে হস্তান্তর করতে পারবেন না।

সুরক্ষিত সম্পদ পুনরুদ্ধার করার জন্য ঋণগ্রহীতাদের কাছে উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩-এর সাব সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩ সাব-সেকশন (৮)-

যেখানে সিকিউরড ক্রেডিটর-এর বকেয়া পরিমাণ এবং তার দ্বারা ব্যয়িত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয়, সুরক্ষিত সম্পদের ইজারা, বরাদ্দ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তরের জন্য পাবলিক নিলামের নোটিশ প্রকাশের তারিখের আগে বা জনসাধারণ বা ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে কোটেশন বা দরপত্র আমন্ত্রণের আগে যেকোনো সময় সিকিউরড ক্রেডিটর-এর কাছে প্রদান করা হয়, - (i) সিকিউরড ক্রেডিটর দ্বারা ইজারা, বরাদ্দ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে সুরক্ষিত সম্পদ হস্তান্তর করা হবে না এবং (ii) যদি এই সাব-সেকশনের অধীনে উক্ত পরিমাণ প্রদানের আগে সিকিউরড ক্রেডিটর দ্বারা সম্পদের ইজারা, বরাদ্দ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তরের জন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তবে উক্ত সুরক্ষিত সম্পদের ইজারা, বরাদ্দ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তরের জন্য উক্ত সিকিউরড ক্রেডিটর দ্বারা আর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হবে না।

তারিখ: ০৮-১০-২০২৬
স্থান: পশ্চিমবঙ্গ

অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

তিন কাউন্সিলর নিয়ে ইংরেজবাজার পুরসভায় ক্ষমতা দখল করল বিজেপি

পুরপ্রধান নিযুক্ত হলেন বিধায়ক অম্লান ভাদুড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মাত্র ৩ জন কাউন্সিলর নিয়ে ইংরেজবাজার পুরসভায় ক্ষমতা দখল করলো বিজেপি। চেয়ারম্যান হলেন বিজেপির ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা ইংরেজবাজারের বিধায়ক অম্লান ভাদুড়ি। যদিও তিনি বিগত দিনে এই পুরসভার বিরোধী দল নেতা ছিলেন। পরবর্তীতে তৃণমূলের বোর্ড ভেঙে যাওয়ায় বুধবার চেয়ারম্যান নির্বাচন ছিল। আর এই চেয়ারম্যান গঠনের সময় অম্লান ভাদুড়ির নাম প্রস্তাব করেন বিজেপির ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুতপা মুখার্জি। তাঁকে সমর্থন করেন বিজেপির ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কৃষ্ণা নাথ। কিন্তু সেখানে উপস্থিত অন্যান্য কাউন্সিলররা কোনরকম আপত্তি জানান নি। ফলে প্রশাসনের কর্তাদের উপস্থিতিতে পুরও আইন অনুযায়ী অনায়াসে চেয়ারম্যানের পদ নিযুক্ত হন অম্লান ভাদুড়ি। এদিন

চেয়ারম্যান নির্বাচনের আগে সকাল ১১টা নাগাদ তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়লেন ১১ জন কাউন্সিলর। বুধবার দলবদ্ধভাবে মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনে গিয়ে সদর মহকুমা শাসক শঙ্খদীপ সরকারের হাতে পদত্যাগপত্র তুলে দেন তাঁরা। পদত্যাগের পর নিজেদের নির্দল কাউন্সিলর হিসেবে দাবি করেন ওই ১১ জন।

উল্লেখ্য, ইংরেজবাজার পুরসভা ২৯ আসন বিশিষ্ট। গত নির্বাচনে তৃণমূলের প্রতীকে ২৫ জন জয়ী হয়েছিলেন। তিনজন বিজেপি এবং একজন নির্দল প্রতীকে জিতে ছিলেন। গত দুই বছর আগে দুষ্কৃতীদের হাতে খুন হয়েছিলেন তৃণমূল কাউন্সিলর বাবলা সরকার।

এদিন পদত্যাগকারীদের মধ্যে ছিলেন সুমালা আগারওয়ালা, সুজিত সাহা, শুভময় বসু, সুব্রত সরদার, পলি সরকার, প্রসেনজিৎ ঘোষ, উদয় চৌধুরী, সুমিতা ব্যানার্জি, শিপ্রা রায়, পূজা দাস এবং সঞ্জয় কুমার দে। একসঙ্গে ১১ জন কাউন্সিলরের দলত্যাগের ঘটনায় ইংরেজবাজার পুরসভার রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন করে জটিলতা তৈরি হয়েছে। এদিকে মালদার রাজনীতিতে এমনভাবে বোর্ড গঠন নিয়েই কার্যত সমালোচনার ঝড় উঠেছে। তৃণমূলের জেলার প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'কোনরকম আলোচনা ছাড়াই হঠাৎ করেই ১১ জন দলীয় কাউন্সিলর নিজেদের নির্দল বলে প্রশাসনকে চিঠি দিয়ে দিলেন। বাকি কিছু কাউন্সিলর উপস্থিত থাকলেন। এবারও বিজেপির বোর্ড গঠনে বাঁধা দিলেন না। তাহলে এখানেই বোঝা যাচ্ছে এসবই পূর্বপরিকল্পিত। এতে মানুষের কাছে খারাপ বার্তা পৌঁছাচ্ছে।' পাশাপাশি এদিনের পুর বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রেও একইভাবে জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব নিন্দা প্রকাশ করেছে। তবে এদিন চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেয়ে অম্লান ভাদুড়ি বলেন, 'গত কয়েকদিন আগে ইংরেজবাজার পুরসভায় তৃণমূল দলের চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী পদত্যাগ করেছিলেন। এরপর পুরসভা নির্দিষ্ট কিছুদিন ভাইস চেয়ারম্যান সামলেছিলেন। তারপর পুর আইন অনুযায়ী নতুন করে চেয়ারম্যান গঠনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দিন ঠিক করে প্রশাসন। সেই ভিত্তিতেই এদিন উপস্থিত হই আমরা। চেয়ারম্যান হিসাবে এদিন আমার নাম দলের এক কাউন্সিলর প্রস্তাব করেন। অপরজন সমর্থন জানান। কিন্তু উপস্থিত অন্যান্য কাউন্সিলর যারা ছিলেন কেউ কোনও আপত্তি জানান নি। ফলে পুরো আইন অনুযায়ী আমি চেয়ারম্যান হয়েছি। আগামীতে শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের উন্নয়ন এবং পুর নাগরিকদের নানান সার্বিক পরিষেবা দেওয়ার বিষয়ে জোর দেওয়া হবে।'

জাতীয় সড়কে টোটো বন্ধ করার কড়া বার্তা অর্জুনের

ছাড়লেন না বিএমএস-কেও

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: টোটো যন্ত্রণায় নাজেহাল উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সদর বারাসাত। দুটি জাতীয় সড়ক ও একটি রাজ্য সড়ক সকাল-সন্ধ্যা দখলে থাকে হাজার হাজার টোটোর। ফলে গতি হারাচ্ছে রাস্তাগুলি। যানজটে ত্রাহিত্রাহি রব উঠছে বারাসাতবাসীর। বারবার অভিযোগ জানিয়েও কোনও ফল হয়নি। রাজ্যে পরিবর্তনেরপর বিজেপি সরকারের পরিবহন মন্ত্রীর দায়িত্ব পান অর্জুন সিং। দায়িত্ব পেয়েই তিনি রাজ্যবাসীকে টোটো যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য উদ্যোগী হন। জাতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যস্ত সড়কগুলিতে টোটো চলাচলের নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। পরিবর্তে টোটোর জন্য বিকল্প রুটের সন্ধান করে তাদের আয়ে যাতে ক্ষতি না হয় তারও নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ থেকে ব্যতিক্রম ছিল না বারাসাতও। নির্দেশমত পুলিশ, প্রশাসনও রাস্তায় নামে টোটো নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু সেই কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায় আরএসএস-এর শ্রমিক সংগঠন বিএমএস-এর স্থানীয় নেতারা। কার্যত তাঁদের চাপেই পিছু হটে পুলিশ প্রশাসন। ফলে যা সমস্যা আগে ছিল, তাই আবার ফিরে আসে। যানজট, টোটোর ঔদ্ধত্য বাড়ে। সমস্যায় পড়ে বারাসাতবাসী। বুধবার বারাসাতের বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গনের সেবা যাত্রার অনুষ্ঠানে এসে বারাসাতের টোটো নিয়ে কড়া বার্তা দেন অর্জুন। তিনি বলেন, 'আমি

দেখেছি বারাসাতে এখনও টোটো জাতীয় সড়ক ও রাজ্য সড়কে রমরমিয়ে চলছে। এখনও কেন বন্ধ হল না এবং কেন এমন হচ্ছে তার জন্য আমি ডিজিকে ফোন করে জানতে চাইবো।' পাশাপাশি বিএমএস প্রসঙ্গে বলেন, 'যাঁরা সরকারের কাজে বাঁধা দিচ্ছে, তাঁরা আসল বিএমএস নয়।' পরিবহন মন্ত্রী এহেন খুল্লামখুল্লা মন্তব্য ঘিরে নড়েচড়ে বসেছে পুলিশ প্রশাসন। বিএমএস-এর নেতা কর্মীরাও বেশ কিছুটা চাপে পড়ে গেছে। ফলে বারাসাতবাসী অপেক্ষায় আছে আগামী দিনে তাঁরা এই নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায় কি-না।

বর্ধমানে শিশু মৃত্যু-কাণ্ডে দিল্লি থেকে গ্রেপ্তার ভুয়ো চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমানের নবাবহাট এলাকার কয়েক মাস আগে একটি নার্সিংহোমে ৪ বছরের শিশুর ভুল চিকিৎসার অভিযোগ ওঠে। ভুল চিকিৎসায় মৃত্যু হয় ওই শিশুর। ঘটনার পরেই পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ। তদন্তে নেমে অভিযুক্ত পলাতক চিকিৎসক সাইদুল হক-কে গ্রেপ্তার করা হয়। মঙ্গলবার দিল্লির বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে বর্ধমান থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, ভুল চিকিৎসার অভিযোগে ওই নার্সিংহোমের দুই মালিককে আগেই

গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে সাইদুল হক বিহারের জাল সার্টিফিকেট ব্যবহার করে বর্ধমানের প্রায় ২৬টি নার্সিংহোমে চিকিৎসা চালাচ্ছিল। এই গুরুতর বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর নড়েচড়ে বসে। খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখ তে রাজ্য পুলিশ ও স্বাস্থ্য দপ্তরকে নির্দেশ দেন। এরপর থেকেই সাইদুল হকের গ্রেপ্তারির জন্য জোরদার তল্লাশি চলছিল। মঙ্গলবার তার পালানোর ছক ভেস্তে দিয়ে দিল্লি বিমানবন্দর থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, সে অন্য কোথাও পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। ধৃত সাইদুল হককে বুধবার বর্ধমান আদালতে পেশ করে তাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত চালাবে বর্ধমান থানার পুলিশ।

দু'দিনে দু'বার ধস!

কাঁপছে জামবাদ, ইসিএল আধিকারিকদের ঘিরে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: এক দিন পরেই ফের ধস! পরপর দু'দিনে দু'বার মাটি ধসে পড়ার ঘটনায় আতঙ্ক ছড়াল অন্ডালের কেন্দা এরিয়ার সিএল জামবাদ ইনক্লাইন পাড়া এলাকায়। বাড়ির নীচের মাটি কখন ধসে যাবে, সেই আশঙ্কায় কার্যত রাতের ঘুম উড়েছে বাসিন্দাদের। বড়সড় বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার আশঙ্কায় ক্ষোভ বাড়ছে এলাকায়। ধসের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন ইসিএলের আধিকারিকরা। কিন্তু তাঁদের দেখেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। আধিকারিকদের ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। দ্রুত ধসের কারণ খুঁজে ব্যবস্থা নেওয়া, এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ঝুঁকিপূর্ণ বাসিন্দাদের পুনর্বাসনের দাবি ওঠে। স্থানীয় বাসিন্দা রাজেশ সাউয়ের অভিযোগ, খনি থেকে কয়লা তোলার পরে ভূগর্ভস্থ ফাঁকা অংশে ঠিকমতো বালি প্যাকিং করা হচ্ছে না। ফলে মাটির নীচের স্তর দুর্বল হয়ে পড়ছে। আর তার জেরেই

বারবার ধস নামছে বলে অভিযোগ তাঁর। বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ, এ সমস্যা আচমকা তৈরি হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও স্থায়ী সমাধান হয়নি। এবার পরপর দু'দিনে দু'বার ধস নামায় আতঙ্ক আরও বেড়েছে। তাঁদের আশঙ্কা, দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে পরের ধস আরও বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে। এদিন ইসিএল আধিকারিকদের সামনে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বাসিন্দাদের প্রশ্ন, 'আর কত বার ধস নামলে নড়বে কর্তৃপক্ষ?' তাঁদের দাবি, সাময়িকভাবে ধসের জায়গা ঘিরে রাখা নয়, সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে হবে। একই সঙ্গে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় থাকা পরিবারগুলির নিরাপত্তা এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও করতে হবে। পরপর ধসের ঘটনায় এখন আতঙ্কের কেন্দ্রে জামবাদ ইনক্লাইন পাড়া। ভূগর্ভের ফাঁক কি ক্রমেই এগিয়ে আসছে জনবসতির দিকে? উত্তর খুঁজছেন আতঙ্কিত বাসিন্দারা। ইসিএলের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকেই এখন তাকিয়ে এলাকা।

আধার কার্ড নিয়ে হাসপাতালে সমস্যা, নিদান দিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: আধার কার্ড না দেখালে চিকিৎসা হচ্ছে না বারাসাত হাসপাতালে। এমনই অভিযোগ উঠেছে একাংশ রোগীর পক্ষ থেকে। আর এই অভিযোগ নিয়ে বুধবার সেবা যাত্রায় এসে কড়া বর্তা দিলেন শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি সরাসরি জানিয়ে দেন, 'এটা হয়ে থাকলে অন্যায় হচ্ছে। প্রাথমিক চিকিৎসার অধিকার সকলেরই আছে। তা সে ভারতের নাগরিক হন বা না-ই হন। আমাদের রাজ্য সীমান্তবর্তী এলাকায় ফলে অনেক সময় প্রতিবেশী দেশের মানুষেরাও সমস্যায় পড়ে বারাসাত মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হসপিটালে আসতে পারেন। হাসপাতালের চিকিৎসকদের উচিত তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া। এটা কোনও চিকিৎসক না বলতে পারেন না। তবে হাসপাতালে ভর্তি হতে গেলে আধার কার্ড প্রয়োজন। কারণ আধার নম্বর এন্ট্রি হাসপাতালে ভর্তির নিয়মের মধ্যেই আছে। এটা শুধু এই রাজ্যেই নয়, ভারতের সব রাজ্যেই

লাগে।' সেক্ষেত্রে তিনি নিদান দেন, 'আপনাদের মোবাইলে আধার কর্ডের ছবি তুলে রাখবেন। সেটা দেখালেই হবে।' এই বলে আশ্বাস দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। বারাসাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হসপিটালের এমএসভিপি ডা. অভিজিৎ সাহার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ-সহ রোগী রেফারের অভিযোগে সম্প্রতি পোস্টার পড়েছিল হাসপাতাল চত্বরে। যদিও সেই পোস্টার নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। তা সত্ত্বেও স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'প্রাথমিক কমিটি গড়া হয়েছে তদন্তে যদি কিছু পাওয়া যায় তবেই পরবর্তী তদন্ত হবে।'

রেজিনগর-কাণ্ডে হতাশ!

রাজনীতি থেকে অবসর নিচ্ছি হুমায়ুন কবীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, রেজিনগর: আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুনের চোখে জল। সাংবাদ মাধ্যমের সামনে বিবৃতি দিতে গিয়ে কান্নায় গলা রুদ্ধ হয়ে গেল। বুধবার দলীয় কার্যালয়ে বসে কার্যত কান্নায় ভেঙে পড়লেন রাজিনীতির আঙিনায় প্রতিবাদী চরিত্র নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। রাজ্যের গণতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। রেজিনগর থানার এক সাব ইনেস্পেক্টরের বিরুদ্ধে হেনস্তার অভিযোগ তুললেন। বললেন, 'আমি কোনদিন অন্যায় কিরিনি। নিজের বাবার কাছেও মাথা নত করিনি। কাল যেটা হলো সেটা ঠিক হল না। একজন সাব ইনেস্পেক্টর আমার গায়ে হাত তুলল। এটা মেনে নেওয়া যায়নি। আমি কি কোনও চেজ করেছি? কোনও অন্যায় করেছি? এটা কি গণতন্ত্র? এই গণতন্ত্রের বিধায়ক থাকার কোনও মানে হয়না। বিধায়ক থাকা অপেক্ষা মরে যাওয়া ভালো।' রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নেওয়ার কথা জানালেন হুমায়ুন কবীর। জানালেন, 'রাজনীতি থেকে অবসর নিচ্ছি।'

প্রসঙ্গত, ডিসেম্বরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হুমায়ুন কবীরকে তৃণমূল থেকে বহিঃস্কার করার পরই নিজের দল তৈরির ঘোষণা করেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী। দু'মাসের মধ্যে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির ঘোষণা করেন। নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রতীকও পান। সেই বাঁশি প্রতীকে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে রেজিনগর ও নওদা থেকে লড়েন। দু'জায়গা থেকেই জয়ী হন। পরে রেজিনগর আসন থেকে তিনি পদত্যাগ করেন। উপ-নির্বাচনে ওই আসনে নিজের বড় ছেলে গোলাম নবি আজাদকে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির পার্থী করেন। জোর গলায় ঘোষণা করেন, 'আমি জিতেছিলাম ৫৯ হাজার ভোটে। ছেলে লক্ষাধিক ভোটে জিতবে।' কিন্তু গত মঙ্গলবার নির্বাচনের দিনটা হুমায়ুন কবীরের কাছে কার্যত অভিশাপ ডেকে এনেছিল। ভোটের দিন সকালে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্যই কাল হল! এরপরেই পুলিশ প্রশাসনের নজরে চলে আসেন হুমায়ুন। রেজিনগর পার্টি অফিস থেকে হুমায়ুন কবীরকে কার্যত ঘাড় ধরে পুলিশের গাড়িতে তোলা হয়। হয় ধ্বস্তাধস্তিও। দিনভর থানায় বসিয়ে কার্যত হুমায়ুনকে নজরবন্দি করে রাখা হয়। বাবার এমন অবস্থায় প্রার্থী ছেলেও আর ভোট কেন্দ্রের দিকে যেতে সাহস করেননি। হুমায়ুন কবীর এবং তাঁর ছেলে বুঝে গিয়েছেন রেজিনগরে তাঁদের পরাজয় সুনিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। এরপর এদিন সংবাদ মাধ্যমের সামনে ভেঙে পড়লেন হুমায়ুন। বললেন, 'রাজনীতি থেকে অবসর নিচ্ছি।'

তালিত রেলগেট সংলগ্ন শংকরী রাইস মিল বন্ধ করল ব্যাংক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পুজোর মুখেই চরম বিপাকে পূর্ব বর্ধমান জেলার তালিত রেলগেট সংলগ্ন এলাকার একটি পরিচিত রাইস মিল। দীর্ঘদিনের আর্থিক অনিয়ম এবং ঋণ সংক্রান্ত জটিলতার জেরে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অবশেষে সিল করে দেওয়া হলো শংকরী রাইস মিলটি। আদালতের নির্দেশে এবং ব্যাংকের কড়া পদক্ষেপে মিলের মূল গেট থেকে শুরু করে সমস্ত যন্ত্রপাতি সিল করে দেওয়া হয়েছে, যা নিয়ে স্থানীয় শিল্পমহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ সালে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে প্রায় ১০ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিল শংকরী রাইস মিল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু ব্যবসায় মন্দা কিংবা অন্য কোনো কারণে সেই ঋণ যথাসময়ে পরিশোধ করতে পারেনি মিল কর্তৃপক্ষ। দীর্ঘদিন ধরে কিস্তি বকেয়া থাকায় চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকে সুদের পরিমাণ। মূল ঋণের সঙ্গে সুদের বকেয়া যোগ হয়ে ঋণের মোট পরিমাণ কয়েক কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায়। বিশাল এই ঋণের বোঝা আর সামাল দিতে পারেনি মিল কর্তৃপক্ষ। ব্যাংক সূত্রে জানা গিয়েছে, বকেয়া ঋণ আদায়ের জন্য এর আগে মিল কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। ব্যাংক বারবার সুযোগ দিলেও মিলের পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ বা সমাধানের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে বাধ্য হয়েই আইনানুগ পথ বেছে নেয় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। আদালতের দ্বারস্থ হয়ে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মিলটি বাজেয়াপ্ত করার অনুমতি চাওয়া হয়। আদালতের সবুজ সংকেত মিলতেই বুধবার ব্যাংক আধিকারিক ও পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতিতে কঠোর পদক্ষেপে মিল চত্বরটি সিল করে দেওয়া হয়। দুর্গাপূজার প্রাক্কালে এমন ঘটনায় রাইস মিলের সঙ্গে যুক্ত কর্মী ও শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে। পুজোর মুখে কর্মসংস্থান হারিয়ে চরম আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন তাঁরা। অন্যদিকে, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির মতে, খেলাপি ঋণ উদ্ধারে এই ধরনের কঠোর পদক্ষেপ আগামী দিনে অন্য ঋণখেলাপিদের ক্ষেত্রেও বার্তা দেবে। তবে পুজোর আনন্দের মাঝেই এই ঘটনায় পূর্ব বর্ধমানের তালিত এলাকায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

বর্ধমানে বিপুল গাঁজা উদ্ধার, গ্রেপ্তার চালক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমানের খন্ডঘোষ থানার পুলিশের বাজেয়াপ্ত ১৬ কেজি গাঁজা। মঙ্গলবার রাতে পুলিশের তৎপরতায় মাদক পাচার রোখা গিয়েছে। প্রায় ১৬ কেজি গাঁজা-সহ শেখ নাসিরুদ্দিন নামের এক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আটক করা হয়েছে একটি চার চাকা গাড়ি। বর্ধমান-আরামবাগ ৭ নম্বর রাজ্য সড়কের উপর নাকা চেকিং চলাকালীন একটি চারচাকা গাড়ি থেকে এই বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার হয়। আটক করা হয়েছে গাড়িটিকেও। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত শেখ নাসিরুদ্দিন বর্ধমান শহরের মালিরবাগানের বাসিন্দা। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ওড়িশার কটক থেকে বীরভূমের বোলপুরের দিকে যাচ্ছিল এই মাদক। আটটি প্যাকেটে সুকৌশলে রাখা ছিল গাঁজা। ওড়িশা থেকে বীরভূমের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় প্রাথমিকভাবে এই তথ্য পাওয়া গিয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এই আন্তঃরাজ্য মাদক পাচার চক্রের শিকড় আরও কতো গভীরে জানতে বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে খন্ডঘোষ থানার পুলিশ।

দেউল পার্ক এলাকা সাফাই অভিযানে পুলিশ ও বনদপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বাঙালির শ্রেষ্ঠ পুজো ও উৎসব মানেই হলো দুর্গাপুজো। এই দুর্গাপুজোর সময় ছুটি কাটাতে বহু মানুষ আসেন কাঁকসার ঘন জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত দেউল পার্কে। এই পার্কে রয়েছে হরিণ, ময়ূর,শিয়াল, বিভিন্ন প্রজাতির পক্ষ-সহ নানান জীব জন্তু।তবে হরিণ ও ময়ূরের জন্য এখানে সংরক্ষিত এলাকা গড়ে তোলা হয়েছে। তা দেখতেই ভিড় জমান মানুষ। এবার পুজোর আগে থেকেই পর্যটকদের ভিড় জমতে শুরু করেছে কাঁকসার দেউল সংরক্ষিত বনাঞ্চল তথা গড় জঙ্গলে। দুর্গাপুজোর চারদিন এই জঙ্গলে হাজার হাজার পর্যটক ও পুণ্যার্থীর আনাগোনা হয়। আর সেই ভিড়ের আগেই জঙ্গলের বিভিন্ন প্রান্তে জমে থাকা প্লাস্টিক ও আবর্জনা পরিষ্কারে নামল পুলিশ ও বনদপ্তর। কাঁকসার মলানদিঘি ফাঁড়ির পুলিশ এবং শিবপুর বিট অফিসের আধিকারিক ও কর্মীদের উদ্যোগে শুরু হয় বিশেষ সাফাই অভিযান। এলাকার যুবকদের সঙ্গে নিয়ে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকা প্লাস্টিক, খাবারের প্যাকেট-সহ নানা ধরনের আবর্জনা পরিষ্কার করেন পুলিশ ও বনদপ্তরের কর্মীরা। দুর্গাপুজোর সময় গড় জঙ্গলে পর্যটকদের বিপুল ভিড় হয়। ফলে পর্যটকদের ফেলে যাওয়া প্লাস্টিক ও আবর্জনায় জঙ্গলের পরিবেশ যাতে দূষিত না হয়, সেই লক্ষ্যেই পুজোর আগেই এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে বন্যপ্রাণীদের নিরাপদ পরিবেশ বজায় রাখতেও জঙ্গল পরিষ্কার রাখার উপর জোর দিচ্ছে বনদপ্তর। পুলিশ ও বনদপ্তরের এই উদ্যোগে সামিল হন এলাকার যুবকরাও। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলের বিভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকা আবর্জনা সংগ্রহ করে সরিয়ে ফেলা হয়। পুজোর আগে সংরক্ষিত বনাঞ্চলকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার পাশাপাশি পর্যটকদেরও পরিবেশ সচেতন করার বার্তা দেওয়া হয় এই সাফাই অভিযানের মাধ্যমে। মলানদিঘি ফাঁড়ির ইনচার্জ চন্দন মিশ্র ও বিট অফিসার পিনাকী ভট্টাচার্য বলেন, 'ইতিমধ্যেই পুলিশ কমিশনারের নির্দেশে বাড়তি নজরদারি শুরু হয়েছে। এছাড়াও আবর্জনা পরিষ্কার করেন তারা। পুজোর চারদিন জঙ্গল জুড়ে বাড়তি নজরদারি চালানো হবে।'

চুঁচুড়ায় সেবা জ্যোতি যাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি সদর শহর চুঁচুড়ায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিজেপি সমর্থকরা উপস্থিত হন চুঁচুড়া ডিআই মাঠে। হুগলিতে সেবা জ্যোতি যাত্রা অনুষ্ঠিত হল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশাসক হিসাবে দেশ সেবার ২৫ বছর পূর্তিতে এই কর্মসূচি পালিত হয়। সেখানে সভামঞ্চে প্রধানমন্ত্রীর কর্মজীবন নিয়ে কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। হুগলির আরামবাগ, শ্রীরামপুর, চন্দননগর এবং সদর মহকুমা থেকে গাড়ি করে বহু বিজেপি সমর্থক এসে উপস্থিত হন। খাদিনার মোড় থেকে বাইক র‍্যালি শুরু হয়। বাইক র‍্যালিতে যোগ দেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্য, সুমনা সরকার,বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ, স্বরাজ ঘোষ, তুষার মজুমদার, হুগলি জেলা সভাপতি গৌতম চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরামপুর জেলা সভাপতি শশী সিং-সহ জেলার বিজেপি বিধায়ক ও কার্যকর্তারা। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা শাসক খুরশিদ আলি কাদরি ও চন্দননগর পুলিশ সুপার সুনীল কুমার যাদব।

দুর্গাপুর ট্রাফিক পুলিশের অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে এবার কড়া হাতে অভিযান চালাল দুর্গাপুর ট্রাফিক পুলিশ। দুর্গাপুর ট্রাফিকের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক চিন্ময় মণ্ডলের নেতৃত্বে এই অভিযানে জাতীয় সড়কে চলাচলকারী একাধিক অটো ও টোটো চালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং জরিমানা করা হয়। পুলিশের তরফে বারবার সচেতন করা হলেও অনেক অটো ও টোটো চালকের মধ্যে এখনও সেই সচেতনতা দেখা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ। ফলে শুধু সচেতনতা প্রচার নয়, নিয়ম ভাঙলে জরিমানার মতো কড়া পদক্ষেপই চালকদের আরও সতর্ক করতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে। জাতীয় সড়কে নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল যান চলাচল নিশ্চিত করতেই এই ধরনের অভিযান আরও জোরদার করার বার্তা দিয়েছে ট্রাফিক পুলিশ।

পঞ্চমুণ্ডি আসনে দেবী দুর্গা

প্রাচীন রীতি ও বিশ্বাসে আজও জমজমাট পাহাড়পুরের দুর্গাপুজো

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: খুলির উপরে প্রতিষ্ঠিত দেবী দুর্গা। সামনে ছাগ-মুণ্ড, চারপাশে জ্বলছে ধূপ-দীপ। নেই আধুনিক আলোর ঝলকানি, নেই জাঁকজমকের বাহুল্য। অথচ প্রাচীন রীতি, নিষ্ঠা, বিশ্বাস আর ঐতিহ্যের টানে দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে আজও ভক্তদের ঢল নামে আরামবাগের পাহাড়পুর গ্রামে। একচালা প্রতিমা, সাবেকি আচার অনুষ্ঠান এবং বহু পুরোনো পুজোর নানা কাহিনী ঘিরে পাহাড়পুরের চক্রবর্তী পরিবারের দুর্গাপুজো আজও এলাকার অন্যতম আকর্ষণ। ঠিক কত বছর আগে এই পুজোর সূচনা হয়েছিল, তার লিখিত বা নির্দিষ্ট প্রামাণ্য তথ্য পরিবারের হাতে নেই। তবে পরিবারের সদস্যদের দাবি, এই পুজো প্রায় ৬৩১ বছরের পুরোনো। তাঁদের কথায়, বর্ধমানের তৎকালীন রাজার নির্দেশেই এই পুজোর সূচনা করেছিলেন মানিকরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে তাঁর পাণ্ডিত্য, ভক্তি ও নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে বর্ধমানের রাজা তাঁকে

'চক্রবর্তী' উপাধি দেন। সেই থেকেই মানিকরামের প্রতিষ্ঠিত দুর্গাপুজো এলাকায় চক্রবর্তীদের পুজো হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পরিবার সূত্রে জানা যায়, পাহাড়পুর ছিল মানিকরামের মামারবাড়ি। তাঁর আদি বাড়ি ছিল হুগলির বলাগড়ে। গঙ্গার ভাঙনে সর্বস্ব হারিয়ে তিনি পাহাড়পুরে মামার বাড়িতে আশ্রয় নেন। সেখান থেকেই তাঁর জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা। ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী মানিকরাম রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, বেদ ও পুরাণ-সহ বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন বলে পরিবারের সদস্যদের দাবি। জনশ্রুতি রয়েছে, একবার বর্ধমানের রাজা দেশ-বিদেশের পণ্ডিতদের নিয়ে সভার আয়োজন করেছিলেন। সেই সভায় মানিকরামের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন রাজা। দরিদ্র হলেও তাঁর জ্ঞান ও প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে রাজা তাঁকে পাহাড়পুরতালুকে জমি-জায়গা, নাটমন্দির ও শিবমন্দির দান করেন। এরপর রাজার নির্দেশেই মানিকরাম সেখানে দুর্গাপুজোর সূচনা করেন বলে পরিবারের সদস্যদের দাবি। এই পুজোর অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল পঞ্চমুণ্ডি আসন। পরিবারের দাবি, সেই আসনে মানুষের খুলি রয়েছে এবং প্রাচীনকাল থেকেই তার উপরেই দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পুজো হয়ে আসছে। যুগের পরিবর্তন হলেও সেই প্রাচীন রীতিতে কোনও ছেদ পড়েনি। পুজোর দিনগুলিতে দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা এখানে আসেন দেবীর দর্শন ও বিশেষ আচার দেখার জন্য। বিশেষ করে সপ্তমীর বলি এই পুজোর অন্যতম আকর্ষণ। পরিবারের সদস্যদের মুখে এখনও শোনা যায় এক বিস্ময়কর জনশ্রুতি। কথিত আছে, সপ্তমীতে বলি দেওয়া ছাগের কাটামুণ্ড মানিকরাম নাকি তিন দিন পর্যন্ত জীবিত অবস্থায় রেখে দিতে পারতেন। সেই 'জীবিত মুণ্ড' দেখার জন্য নবমী পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষের সমাগম হত বলে প্রচলিত রয়েছে। যদিও মানিকরামের পর আর কেউ সেই ক্ষমতা অর্জন করতে পারেননি বলেই পরিবারের সদস্যদের দাবি। আজও পুজোর বলির পর ছাগের মুণ্ড কাঁসার থালায় করে নিকটবর্তী শ্মশানে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়। সেখানে মুণ্ডটির চারপাশে ধূপ-ধুনো ও দীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এই প্রাচীন রীতিকে ঘিরে স্থানীয় মানুষের মধ্যে এখনও প্রবল কৌতূহল রয়েছে। বহু মানুষ শুধুমাত্র এই বিশেষ আচার দেখতেই পুজোর সময় পাহাড়পুরে আসেন। পুজোর সভাপতি অমিত চক্রবর্তী জানান, মানিকরামের পাণ্ডিত্য ও ভক্তির কথা তাঁদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকেই তাঁরা শুনে এসেছেন। তাঁর কথায়, রাজা তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েই জমি, নাটমন্দির ও শিবমন্দির দান করেছিলেন এবং তাঁর নির্দেশেই দুর্গাপুজোর সূচনা হয়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সেই পুজোই আজও একই নিষ্ঠায় পালিত হয়ে আসছে।

সম্পাদকীয়

বিরোধীদের ‘চক্রান্ত’-এর প্রচার উড়িয়ে ফের বাদ পড়া ভোটারদের নাম তোলা শুরু

রাজ্যে এসআইআর ঘোষণার পরই গেল গেল রব তুলেছিল বিরোধীরা। বিজেপির নির্দেশে কমিশন চক্রান্ত করে বৈধ ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দিচ্ছে, এমনই অভিযোগে বাজার গরম করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু বাস্তবটা হল, হাতে গোনা সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে ছাড়া কোনও ভোটারের নাম বাদ যায়নি। বরঞ্চ দীর্ঘদিন ধরে মৃত, স্থানান্তরিত ও অনুপস্থিতদের নাম তালিকা থেকে বাদ দিয়ে ভোটার তালিকাকে আরও নির্ভুল করা হয় এসআইআরের মাধ্যমে। তাই বিপুল সংখ্যক নাম বাদ গেলেও তা নিয়ে কোথাও কোনও আওয়াজ শোনা যায়নি। আর নাম, ঠিকানা বা বানান ভুলের কারণে কিছু নাম বাদ পড়ে। সেই সব নাম ফের তালিকায় তোলার কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়ে গেল। রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের তরফে নির্দেশিকা জারি করে এই প্রক্রিয়া শুরুর ঘোষণা করা হয়েছে। সঙ্গে নতুন ভোটারদের নাম তোলার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। এসআইআর-এর প্রাথমিক তথ্য বলছে, রাজ্য জুড়ে মোট ৪৬ লক্ষ ২০ হাজার ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছিল। মূলত অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত, মৃত বা ডিলিটেড;এই ফর্মুলার ভিত্তিতেই নামগুলি বাদ গিয়েছিল। নয়া নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, যে সমস্ত যোগ্য ভোটারের নাম এই প্রক্রিয়ায় ভুলবশতঃ বা বিভিন্ন কারণে বাদ গিয়েছে, তাঁরা চাইলে অনলাইনে অথবা বিএলও-র কাছে নির্দিষ্ট ফর্ম ৬ জমা দিয়ে নাম তোলার আবেদন জানাতে পারবেন। কোন কোন ভোটারের নাম বাদ গেছে, তার সম্পূর্ণ তালিকা সিইও-র অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং সংশ্লিষ্ট ইআরও-দের কাছে রয়েছে। সেই তালিকা খতিয়ে দেখেই আবেদন করতে পারবেন নাগরিকরা। যাঁদের বয়স ইতিমধ্যেই ১৮ বছর পূর্ণ হয়েছে, তাঁরাও কমিশনের নিয়ম মেনে ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য আবেদন করতে পারবেন। নতুন ভোটাররাও অনলাইনের পাশাপাশি অফলাইনেও আবেদন করতে পারবেন। ফলে বিরোধীরা যে গেল গেল রব তুলেছিল তা বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য, ফের তা প্রমাণিত হল।

বিদ্যাসাগর (অ)সম্মান

স্বপনকুমার মণ্ডল

সম্প্রতি সংবাদ মাধ্যম ও সোস্যাল মিডিয়ায় এ বছর বিদ্যাসাগর শিক্ষা সম্মানপ্রাপ্ত শিক্ষকের বিদ্যাসাগর সম্পর্কেই অজ্ঞতা নিয়ে জনমানসে তীব্র শোরগোল ছড়িয়ে পড়ে। এমনিতেই বিগত সরকারের শিক্ষাসম্মান তথা ‘শিক্ষারত্ন’ নিয়ে দলীয় আনুগত্য ও প্রভাবের কথা নানাভাবেই প্রকাশ পেত, তা নিয়ে রীতিমত কানাঘুষো চলত। সেখানে বর্তমান সরকারের ‘বিদ্যাসাগর শিক্ষা সম্মান’ তার ছায়া থেকে বেরিয়ে আসার প্রত্যাশা জাগানোর অবকাশ না পেলেও বিদ্যাসাগর নামাঙ্কিত সম্মানটিই অসম্মানের কারণ হয়ে উঠেছে। মালদার কাদিরপুর কিরণময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এ বছর বিদ্যাসাগর শিক্ষা সম্মান লাভ করেন। সেখানে ১৯ সেপ্টেম্বর শনিবার পঞ্চম শ্রেণির ক্লাস নেওয়ার সময় সেই শিক্ষকের সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সামনে যেভাবে বিদ্যাসাগর নিয়ে নানা প্রশ্নের ভুল উত্তর দিয়েছেন,সে সব সোস্যাল মিডিয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই ভাইরাল হয়ে যায়। এ তে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞানের অভাব চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, প্রাথমিক শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রশ্নটিও সামনে চলে আসে।

সম্মান যখন অসম্মানের কারণ মনে হয়,তখন তার প্রদানের পদ্ধতি নিয়েই প্রশ্ন উঠে যায়।

সম্প্রতি সংবাদ মাধ্যম ও সোস্যাল মিডিয়ায় এ বছর বিদ্যাসাগর শিক্ষা সম্মানপ্রাপ্ত শিক্ষকের বিদ্যাসাগর সম্পর্কেই অজ্ঞতা নিয়ে জনমানসে তীব্র শোরগোল ছড়িয়ে পড়ে। এমনিতেই বিগত সরকারের শিক্ষাসম্মান তথা ‘শিক্ষারত্ন’ নিয়ে দলীয় আনুগত্য ও প্রভাবের কথা নানাভাবেই প্রকাশ পেত, তা নিয়ে রীতিমত কানাঘুষো চলত। সেখানে বর্তমান সরকারের ‘বিদ্যাসাগর শিক্ষা সম্মান’ তার ছায়া থেকে বেরিয়ে আসার প্রত্যাশা জাগানোর অবকাশ না পেলেও বিদ্যাসাগর নামাঙ্কিত সম্মানটিই অসম্মানের কারণ হয়ে উঠেছে। মালদার কাদিরপুর কিরণময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এ বছর বিদ্যাসাগর শিক্ষা সম্মান লাভ করেন। সেখানে ১৯ সেপ্টেম্বর শনিবার পঞ্চম শ্রেণির ক্লাস নেওয়ার সময় সেই শিক্ষকের সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সামনে যেভাবে বিদ্যাসাগর নিয়ে নানা প্রশ্নের ভুল উত্তর দিয়েছেন,সে সব সোস্যাল মিডিয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই ভাইরাল হয়ে যায়। এ তে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞানের অভাব চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, প্রাথমিক শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রশ্নটিও সামনে চলে আসে। ইতিমধ্যেই মালদা উত্তর সাংসদ খগেন মুর্মু রাজ্য সরকারের শিক্ষকের সম্মান ফিরিয়ে নেওয়ার কথা বলেছেন। সেক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর শিক্ষা সম্মানই বিদ্যাসাগরের পক্ষে অসম্মানের কারণ হয়ে ওঠে । অন্যদিকে সোস্যাল মিডিয়ায় বিদ্যাসাগরকে নিয়ে শিক্ষকের অজ্ঞতার লজ্জাবরণ ক্রমশ উন্মোচিত করে তার নগ্ন মূর্তিকে সামনে তুলে ধরে প্রাথমিক শিক্ষার দৈন্যদশাকেই মূর্ত করে তোলে। এজন্য প্রশ্ন-উত্তরের দিকে ফিরে দেখা জরুরি।

চ্যানেলের সাংবাদিক মালদা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একমাত্র বিদ্যাসাগর শিক্ষা সম্মানপ্রাপ্ত শিক্ষকের পঞ্চম শ্রেণির ক্লাসে হাজির হন। সরাসরি সাক্ষাৎকারে সেই সাংবাদিকের কথায় সেদিন বিদ্যাসাগরকে নিয়েই ক্লাস করতে গিয়ে ব্ল্যাক বোর্ডে বিদ্যাসাগরের নাম লিখে তার সূচনা করেন ক্লাসের শিক্ষক । এতে সেই শিক্ষক মহাশয় ‘ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসগর’ লিখে তাঁর পদবী লিখতে অসফল হন। এরপর বিদ্যাসাগরের জন্মস্থানের কথায় প্রথমে মেদিনীপুর বলেও শেষে আত্মবিশ্বাসের অভাবে বর্ধমান বলে বসেন। তাঁর লেখা বইয়ের কথাতেও গরমিল দেখা দেয়। বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়’ নিয়ে শিক্ষকের ধারণা থাকলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সহজ পাঠ’কেও বিদ্যাসাগরের বই বলতে তাঁর দ্বিধাহীন চিত্ত। সাংবাদিক শিক্ষকের অজ্ঞতাকে আরও গভীর করে তোলেন । ‘কাল ছিল ডাল ফাঁকা/ আজ ফুলে যায় ভ’রে।/ বল্ দেখি তুই মালী / হয় সে কেমন ক’রে ? অংশটি বলে কার লেখা বলতেই শিক্ষকের সটান জবাবে বিদ্যাসাগরের নাম বললেও দোলাচলতা কাটাতে পারেন না। অর্থাৎ ‘সহজ পাঠ’ সম্পর্কেই তাঁর ধারণা স্বচ্ছ নয়। আবার ‘ছিপখান তিন দাঁড় / তিনজন মাল্লা / চৌপর দিনভর/ দেয় দূর পাল্লা’র কবির পরিচয়েও সেই বিদ্যাসাগরের নাম শিক্ষকের মুখে উঠে আসে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ‘দূরের পাল্লা’র কবিতাংশটি বেশ পরিচিত হলেও শিক্ষকের কৃপায় বিদ্যাসাগরের সম্পদ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও ‘সহজ পাঠ’-এর লেখক বিদ্যাসাগর আর তাঁর ‘বর্ণপরিচয়’ না পড়ার কথা উঠে আসে। শুধুই তাই নয়, তাদের মধ্যে বর্ণশিক্ষার অভাবের কথাও সাংবাদিক তুলে ধরেন। তবে ভাইরাল হওয়া ভিডিওটি নিয়ে বিদ্যাসাগর শিক্ষক সম্মান প্রদানের দুর্নীতি নিয়েই মূলত বিরূপ সমালোচনা ধেয়ে আসে। সেক্ষেত্রে রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার হাল কত করুণ, তা নিয়ে স্বাভাবিকতাবোধে কোনওরকম উচ্চবাচ্য লক্ষ করা যায় না। তা যেন স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত। অথচ এই স্বাভাবিকতাই প্রাথমিক শিক্ষার সবচেয়ে বড় সংকট। যে শিক্ষা প্রশ্ন করতে শেখায়, তা আজ অভ্যাসে নীরবতার পাঠ দিচ্ছে। অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষায় বিদ্যাসাগরের করুণ পরিণতি প্রাথমিক শিক্ষকের অজ্ঞতায় শুধু বেরিয়ে পড়েনি, শিক্ষায় দুর্নীতির সীমাহীন বিস্তারকেও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

ক্লাস চলাকালীন যেভাবে সাংবাদিকের প্রবেশ ঘটে, তাতে মনে হয় জেনেশুনেই তার আয়োজন। হিতে বিপরীত ঘটেছে মনে হয়। সেখানে একের পর এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষকের অজ্ঞতার পরিচয় যেভাবে উঠে আসে, তাতে আপাত ভাবে বিদ্যাসাগরের নামে প্রদত্ত সম্মান অপাত্রে দান করা হয়েছে মনে হবে। বিদ্যাসাগর সম্পর্কেই ন্যূনতম জ্ঞান না থাকাটা সেক্ষেত্রে অযোগ্যতার প্রমাণসই মাপকাঠি হয়ে ওঠে। অথচ সাংবাদিকের সব প্রশ্নের উত্তর পারলেই সেই শিক্ষকের সম্মানপ্রাপ্তিকে ন্যায্যতা প্রমাণের সদিচ্ছাও যথোপযুক্ত নয়। একজন শিক্ষকের পারদর্শিতার বাইরেও তাঁর নীতি-আদর্শ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও সেবাব্রতী মানসিকতাও অপরিহার্য। সেখানে শুধুমাত্র তথ্যজ্ঞানের যাচাই করে শিক্ষকের মূল্যায়নও যথার্থ হতে পারে না। বর্তমান শিক্ষায় তথ্যভিত্তিক তোতাপাখির শিক্ষার মূল্য বেড়ে যাওয়ায় তার মূল্যবোধের মূল্যায়নে ফাঁক ও ফাঁকি অনিবার্য হয়ে ওঠে । অন্যদিকে অপাত্রে সম্মান প্রদান করা শুধু দুর্নীতির পরিচয় নয়, যাঁর নামে তা দেওয়া হয়, তাঁকেও অপমান করা হয়। সুযোগ্যকে সম্মান দিলে সম্মানও মহার্ঘ হয়ে ওঠে,সৌরভ ছড়ায়। শিক্ষা যাচাই করতে শেখায়, বাছাই করতে সাহায্য করে। সেই শিক্ষাতেই যাচাই যখন ভেঙে ‘যা চাই’ হয়ে ওঠে, বা তা জুড়ে ‘যাচ্ছেতাই’ রূপ লাভ করে, তখন সরকারি-বেসরকারি বৈষম্যপীড়িত শিক্ষায় লাগামহীন দুর্নীতির পরিসর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। বিদ্যাসাগর শিক্ষা সম্মান প্রাপককে নিয়ে ভাইরাল ভিডিও সেকথাই আবার প্রত্যয়সিদ্ধ করে তুলল ।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

ঐতিহ্যের কলকাতা ঘুরিয়ে দেখান গবেষক গৌতম

অশোক সেনগুপ্ত

‘তুমিও হেঁটে দেখো কলকাতা’। মনে পড়ছে ২০১৬তে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র ‘প্রাক্তন’-এর বিখ্যাত সেই গান? গীতিকার ও সুরকার ছিলেন অনুপম রায়। তাঁর সঙ্গে কণ্ঠশিল্পী ছিলেন শ্রেয়া ঘোষাল। অভিনয়ে ছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। পায়ে হেঁটে যাঁরা কলকাতা ঘুরিয়ে দেখান তাঁদের মধ্যে আছেন আদ্যন্ত এক গবেষক গৌতম বসুমল্লিক। এ শহরের এক ঐতিহ্যের পরিবারের উত্তরসূরী। তাঁর সাক্ষাৎকার নিলেন আদ্যন্ত আর এক ঐতিহ্যপ্রেমী অশোক সেনগুপ্ত। পেশায় দুজনই সাংবাদিক।

১) তোমার জানা মতে এরাজ্যে প্রথম হেরিটেজ ট্যুর কবে শুরু হয়েছিল?

উত্তর — শহর দেখানোর কাজটা অনেক আগেও ছিল সরকারের পর্যটন দফতর আর বিভিন্ন বড় বড় ট্রাভেল এজেন্সির তরফে। সেগুলো মূলত ছিল বিদেশিদের জন্য। কলকাতা শহরের লোক নতুন করে শহর দেখবে; এমন ভাবনা সম্ভবত কলকাতার তথাকথিত ৩০০ বছর উপলক্ষ্যেই হয়েছিল। এটা আমার অনুমান, কোনও লিখিত তথ্য দিতে পারবো না।

২) তুমি কলকাতা দেখানো কবে শুরু করেছিলে?

উত্তর — আমি ব্যক্তিগত উদ্যোগে হেরিটেজ ওয়াক আরম্ভ করি সম্ভবত ২০০৮-০৯ সাল থেকে বন্ধুদের নিয়ে, তবে একেবারেই অপেশাদার। এমনকি রাস্তায় খাওয়া-দাওয়ার চাঁদাও আমি শেয়ার করতাম সে সব ওয়াকে।

৩) আনুঃ কত ট্যুর করেছো? পিকেজি গোষ্ঠী (পুরনো কলকাতার গল্প) ছাড়া কারও সঙ্গে করেছো?

উত্তর — পিকেজি-র সঙ্গে আমার যোগাযোগ ২০১৬-১৭ সাল থেকে। একেবারে গোড়ার দিকের প্রায় সমস্ত ওয়াকই আমি করাতাম তবে সেগুলোও অপেশাদার, কোনও পারিশ্রমি নিয়ে নয়। এখনও সে ভাবেই পিকেজি-র ওয়াকে আমি কোনও টাকা নিই না। এই দশ বছরে অন্তত গোটা তিরিশ বা তার বেশিই ওয়াক আমি করিয়েছি পিকেজি-র সঙ্গে। এটাও আনুমানিক হিসেব।

পিকেজি ছাড়া পরিচিত বন্ধুদের নিয়ে করেছি অনেক। তার মধ্যে পেশাদারি ভিত্তিতে কোনও কোনও ট্রাভেল এজেন্সি আমাকে গাইড হিসেবে ডেকেছে, তাদের হয়ে ওয়াক করিয়েছি।

পেশাদারি-অপেশাদারি সব মিলিয়ে কম করে শ’খানেক তো হবেই।

৪) নিজে আরো বিস্তারিত করার ইচ্ছে আছে?

উত্তর — নিজে একটা ট্যুর কোম্পানি খুলেছিলাম Heritage Hangover নামে। আরও দু-তিনজন পুরনো সহকর্মীর সঙ্গে একত্রে বেশ কয়েকটা ওয়াক করালেও সেটা অর্থকরী দিক থেকে বিশেষ সফল হয়নি। তার থেকে অন্য এজেন্সির হয়ে কাজ করলে টাকা বেশি পাওয়া যায়। Heritage Hangover আমার ব্যক্তিগত মালিকানার কোম্পানি। ফলে অন্যদের সঙ্গে জুড়ে করলে টাকা-পয়সার দিক থেকে লাভবান হওয়া যায় না। Heritage Hangover কে বিস্তারিত করবার ইচ্ছে থাকলেও সেটা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। কারণ যে কোনও ট্রাভেল ব্যবসায় বেশ অনেকটা অর্থ পুঁজি হিসেবে লাগে, যেটা এখনই আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছে না।

৫) আগামীতে ট্যুরের কী পরিকল্পনা আছে? থাকলে কোথায়/কবে?

উত্তর — আমি আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা করি ১৯৮৬ সাল থেকে, তারাপদ সাঁতরার শিষ্য হিসেবে। ফলে এই রাজ্যের প্রায় সমস্ত হেরিটেজ সাইটই ঘোরানো আমার পক্ষে সম্ভব। আমি শুধু নির্দিষ্ট হেরিটেজ সাইটেরই বিবরণ দিই না, তার সঙ্গে সমকালীন ইতিহাসের সম্পর্কও বোঝাবার চেষ্টা করি।

আগামীতে কালনা, কাটোয়া, শ্রীরামপুর, নবদ্বীপ, বর্ধমান, গৌড়-পাণ্ডুয়া, বানগড়ের মতো প্রত্নস্থল ও হেরিটেজ সাইট ঘোরাবার পরিকল্পনা আছে তবে কবে করতে পারবো জানি না !

৬) অংশ নিতে আগ্রহীদের আনু কত দিতে হয়?

উত্তর — সেটা নির্ভর করে কোন জায়গা ও কতজন সদস্য হচ্ছে তার উপরে।

৭) যাঁদের ঘোরাও তাঁদের মধ্যে বেশি/কম বয়সের কোনো উদাহরণ দিতে পারো?

উত্তর — বয়সের হিসেব করলে চল্লিশের উপরের বসের লোকজনের সংখ্যা বেশি। তিরিশের নিচের সংখ্যা খুব কম।

৮) ঐতিহ্যের ওপর ক’টি বই লিখেছ?

উত্তর — গৌতম বসুমল্লিকের লেখা ঐতিহ্যের উপর বই;

ক) ক্যালকাটা থেকে কলকাতা
খ) কল্লোলিনী কলকাতা
গ) বাংলা নাটকের ইতিহাস (প্রথম পর্ব)
ঘ) কলকাতার নাট্যমঞ্চ
ঙ) বাংলার শক্তিপীঠ
চ) অভিনেতা রবীন্দ্রনাথ ও ভারত সংগীত সমাজ
ছ) আনন্দমঠ ও বন্দেমারতম (যন্ত্রস্থ)
জ) কাশী ইতিহাস-ধর্ম-কিংবদন্তী (যন্ত্রস্থ)
চ) কলকাতার দুর্গাপুজো ইতিহাসে ঐতিহ্যে।

শব্দছক ২৮৬

রবি দাস

১		২		■	৩		৪
	■		■	৫		■	
■	৬		৭		■	৮	■
৯		■		■	১০		
	■	১১		১২	■		■
■	১৩		■	১৪	১৫		১৬
১৭	■	১৮		■		■	
১৯			■	২০			■

পাশাপাশি: ১. যেদিন মানুষ জন্মগ্রহণ করে ৩. কান্না ৫. চিহ্ন ৬. প্রতিবন্ধকতা ৯. কর্মযোগে সময়-হীনতা ১০. ইলাচি-র বঙ্গার্থ ১১. শোভাময় ১৩. করুণা ১৪. বনে গজানো লতিকা ১৮. বাঁকা ১৯. হঠাৎ ২০. আনন্দ

ওপর-নিচ: ১. শিবের মাথার কেশবিন্যাস ২. দিকচক্রবাল ৩. অসুখ ৪. শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতা ৫. কর্তব্যভার ৬. উদয়-এর বিপরীত ৭. গাধা ৮. উভয় প্রান্ত থেকে উভয়প্রান্ত গমন ৯. খরচ ১১. শয়নে উপবেশক বিশ্রাম ১২. নতুন ১৫. হৃষ্টপুষ্ট ১৬. ধাওয়া ১৭. হংস

সমাধান ২৮৫ — পাশাপাশি: ১. বিস্মায়ন ৩. ওক ৫. অজ্ঞ ৬. লাজ ৮. পশু ১০. বাবর ১২. বিনায়ক ১৪. নদ ১৫. নাম ১৬. লাবনিক ১৮. অনন্ত ১৯. ফন্দি ২০. রশি ২২. চাক ২৩. রাগ ২৪. মস্তমালা

ওপর-নিচ: ১. বিজ্ঞ ২. নলা ৪. কন্দর ৫. অভাবি ৭. জবানবন্দি ৮. পয়মন্তর ৯. শুক ১১. বদনি ১৩. নানান ১৬. লাফ ১৭. কটক ১৮. অধরা ২১. শিম ২২. চালা

আজকের দিন

■ **১৯৩২** — ভারতীয় বিমান বাহিনী (IAF) আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দেশের আকাশসীমা রক্ষা এবং সুরক্ষায় এই বাহিনীর অবদানকে স্মরণ করতে এবং তাদের বীরত্বকে সম্মান জানাতে দিনটি বিশেষভাবে পালিত হয়।

■ **১৯৪৫** — পার্সি স্পেন্সার এই দিনেই মাইক্রোওয়েভ ওভেনের পেটেন্ট লাভ করেন

জন্মদিন

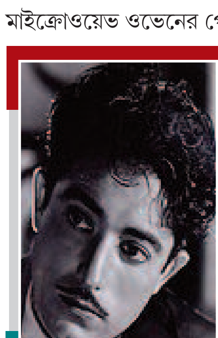

রাজকুমার

১৯২২ *বিশিষ্ট বিজ্ঞানী জিএম রামচন্দ্রনের জন্মদিন*

১৯২৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা রাজকুমারের জন্মদিন।*

১৯৬৮ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সমীর দীঘের জন্মদিন।*

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

বেশি উপহার বা বিশাল কিছু করা মানেই বেশি ভালোবাসা নয়। তা ধনে নয়, মনে; বিলাসিতায় নয়, আত্মত্যাগে। মনের কাছে থাকাতেই তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

কোট-আনকোট

বিকশিত ভারত-এর গুরুত্ব ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে বিস্তৃত। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মোদী সর্বদা প্রতিবেশী দেশগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি ‘ভয়েস অফ গ্লোবাল সাউথ সামিট’ আয়োজন এবং জি-২০-তে আফ্রিকান ইউনিয়নকে স্থায়ী সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সফল প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে ‘গ্লোবাল সাউথ’-এর স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

শেরিং তোবগে, প্রধানমন্ত্রী, ভুটান

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

নরেন্দ্র মোদীকে ‘বিষ্ণুর অবতার’ হিসেবে বর্ণনা ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর: ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বর্তমান সময়ের এক অবতার হিসেবে বর্ণনা করেছেন। শেরিং তোবগে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে একজন যোগ্য নেতার তিনটি গুণ, জ্ঞান, করুণা এবং সাহস রয়েছে। এই সবকটি গুণই নিঃস্বার্থ সেবাবোধের সঙ্গে যুক্ত। সরকারের প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে তোবগে ‘এক্সে’ একটি নিবন্ধ শেয়ার করেছেন। তিনি মোদীর সঙ্গে তাঁর একটি সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করেছেন। সেই সাক্ষাতের সময় তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত মন্তব্যের কথা উল্লেখ করেন তোবগে। যেখানে তিনি মোদীকে ‘বিষ্ণুর অবতার’ বলে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বলেন, ‘আমার কাছে প্রজ্ঞাময় নেতৃত্ব হলো নিঃস্বার্থ সেবার মাধ্যমে জ্ঞান, করুণা এবং সাহসের প্রতিফলন ঘটানো। আজ আমি এই গুণগুলোকে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ‘বিকশিত ভারতে’র ভাবনায় সবচেয়ে স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করছি। জ্ঞানের সূচনা হয় একটি উন্নত ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, এবং তিনি ভারতকে সেই দৃষ্টিভঙ্গি উপহার দিয়েছেন; স্বাধীনতার ঠিক এক শতাব্দী পর, ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি বিকশিত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা।’

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী ভারতীয়দের মধ্যে এক অপরিসীম আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছেন। তিনি শুধু ভারতের জন্য একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করেননি, বরং ভারতীয়দের সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাস করতে এবং সেই লক্ষ্যের দিকে কাজ করতে অনুপ্রাণিতও করেছেন। প্রতিবেশী দেশগুলোকে সঙ্গে নিয়ে চলার প্রধানমন্ত্রীর মানসিকতার প্রশংসা করে তিনি বলেন যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি ভারতের প্রতিবেশীদের সর্বদা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি গ্লোবাল সাউথের স্বার্থ রক্ষা করেছেন, গ্লোবাল সাউথ শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করেছেন এবং আফ্রিকান ইউনিয়নকে জি-২০-র স্থায়ী সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সফল প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। ‘বিকশিত ভারত’কে ‘বিকশিত ভুটানে’র সঙ্গে যুক্ত করে তোবগে বলেন, বি৪বি ভারত ভুটানের জন্য, ভুটান ভারতের জন্য। বাক্যটি সহজ হলেও এর অর্থ অত্যন্ত গভীর।’ আজ ‘বি৪বি’ সমগ্র ভুটান জুড়ে দৃশ্যমান, স্কুল ও হাসপাতালে, রাস্তা ও সেতুতে, জলবিদ্যুৎ ও প্রযুক্তিতে, কৃষি ও শিল্পে।

ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে নিজের নিবন্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ‘বড় ভাই’ বলেও সম্বোধন করেছেন। তিনি জানান, পাঁচ বছর আগে তিনি তাঁর ‘বড় ভাই’কে বলেছিলেন যে তিনি বিষ্ণুর অবতার। দীর্ঘ চিন্তাভাবনার পর অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, তিনি সে সময় একদম সঠিক কথাই বলেছিলেন। তিনি বলেন, ‘শুধু তাই নয়, এখন আমি বুঝতে পেরেছি, তিনি কোন অবতার ছিলেন। বিষ্ণুর শেষ অবতার, যে অবতার বিশৃঙ্খলা জয়, ধর্ম প্রতিষ্ঠা এবং নবজীবন আনার সঙ্গে যুক্ত, কল্কি।’

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ
বিজ্ঞপ্তি

১লা অক্টোবর ২০২৬, থেকে কেন্দ্রীয় সরকার কেরোসিন তেলের দাম পুনঃনির্ধারণ করেছেন।

এর ফলে, অক্টোবর-২০২৬ মাসের প্রাপ্য কেরোসিন তেল যা কলকাতা-বিধাননগরের সরকার অনুমোদিত কেরোসিন ডিলারের কাছে ১লা অক্টোবর ২০২৬ বা তার পরে পৌঁছবে, তার দাম লিটার প্রতি ৭০ টাকা ০৮ পয়সা থেকে ৭০ টাকা ৭৫ পয়সার মধ্যে হবে।

ICA- N 268(3)/2026

আদেশানুসারে,
অধিকর্তা, ভোগ্যপণ্য অধিকার

SBI এসবিআই এইচএলসি কালীঘাট (৬৫১৭৬)
অবনী হাইটস, ৫৯এ, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০০২০
ই-মেইল- sbi.65176@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসাবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন যা ১৪.০৭.২০২৬ তারিখে জারি করা হয়েছিল এবং **ঋণগ্রহীতা শ্রী আরিফ মল্লিক পিতা- শ্রী ফিরোজ মল্লিক, ঠিকানা- বসন্তপুর, সেনপাড়া (পশ্চিম পাড়া) আমতা, জমাদার মসজিদ, পিন-৭১১৪১০ এবং টাইটান আই প্লাস, প্রযত্নে- কল্যাণী ডিস্ট্রিবিউটর, ২০০ সন্তোষপুর এভিনিউ, জোড়া ব্রিজ মিনি বাস স্ট্যান্ডের কাছে, কল-৭০০০৭৫-কে** উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত ১৪.০৭.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী **৮,১৮,৬৫৬.০০/- টাকা (আট লক্ষ আঠারো হাজার ছয়শো ছাপ্পান্ন টাকা মাত্র)** এবং আজ পর্যন্ত ভবিষ্যতের সুদ সহ পরিশোধ করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪)-এর সাথে পঠিত উক্ত রুলের রুল ৮ এবং ৯-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **২০২৬ সালের অক্টোবর মাসের এই ৭ তারিখে** নীচে বর্ণিত সম্পত্তির প্রতীকী দখল গ্রহণ করেছেন।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ১৪.০৭.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৮,১৮,৬৫৬.০০/- টাকার (আট লক্ষ আঠারো হাজার ছয়শো ছাপ্পান্ন টাকা মাত্র)** এবং আজ পর্যন্ত প্রয়োগ না করা সুদ ও এর উপর অতিরিক্ত সুদ, খরচ এবং আনুষঙ্গিক চার্জের সাপেক্ষে হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

হাওড়া-৭১১৪১৬ জেলায়, আমতা থানা, এডিএসআর আমতার অধীনে, সংশোধনের পর ৪৬৪২ খতিয়ান নং-এ পরিবর্তিত, ২৪০০, ২৪০৫, ২৪০৬ আরএস এবং এলআর দাগ নং, ৩১৪৬ আরএস খতিয়ান নং, ১২ জেএল নং, মৌজা-বসন্তপুরে অবস্থিত সমস্ত ইজমেন্টাল অধিকার সহ **২৯.৫ শতক** জমির মধ্যে **১৩০৮ বর্গফুট** বা ০.৩৭৫ শতক পরিমাপের বাস্তু জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।

টাইটেল ডিডটি ২০০৯ সালের জন্য ০৪৬০৮ নং দলিল হিসেবে বই নং ১, সিডি **ভলিউম নম্বর ১২, ৫২৭৩ থেকে ৫২৮৮ নম্বর পৃষ্ঠায় নিবন্ধিত।**

সম্পত্তিটি **শ্রী আরিফ মল্লিক পিতা- শ্রী ফিরোজ মল্লিকের** নামে রয়েছে।

সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে: শাজাহান দেওয়ানের সম্পত্তি, **পূর্বে:** সাধারণ প্যাসেজ তারপর পুকুর, **দক্ষিণে:** মো. সেলিম মোল্লার সম্পত্তি, **পশ্চিমে:** রহমত মল্লিকের সম্পত্তি।

তারিখ: ০৭.১০.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সাধারণ জনগণকে জানানো হচ্ছে যে কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড নীচে উল্লেখিত যানবাহনের বিষয়ে একটি নিলামের আয়োজন করেছে।

বিক্রয়ের জন্য যানবাহন

১) মডেল নং : **CB_EICHER PRO 6031 GOODS**
যানবাহন নং : **WB25J1431**
নির্মাণের বছর : ২০১৮
সংরক্ষিত মূল্য : ৪৩৯৯৫৯.৮৭ টাকা

মেসার্স কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর কাছে দায়বদ্ধ থাকা এই গাড়িটি **“যেখানে যেমন আছে অবস্থায়”** বিক্রয়ের অধীনে রয়েছে। আগ্রহী পক্ষগুলি বিজ্ঞাপনের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে তাদের কোটেশন বা দরপত্র নীচে জমা দিতে পারেন

কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.
২২, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর,
বি ব্লক, কলকাতা - ৭০০০১৬
অথবা
যোগাযোগ করুন
কে সি ভল - ৮৩৩৫০৬৪৮৬৪
সুমিত বর্মা
(৯৮৭৫৪০৪৮৪৭)

পাক নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত ১৮ সন্ত্রাসবাদী

ইসলামাবাদ, ৭ অক্টোবর: পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনী খাইবার-পাখতুনখাওয়া ও বেলুচিস্তানে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে পৃথক সংঘর্ষে ১৮ জন সন্ত্রাসবাদীকে নিকেশ করেছে। নিরাপত্তা বাহিনীর তরফে দাবি করা হয়েছে যে, নিহত সন্ত্রাসবাদীরা ‘ফিতনা- আল- খাওয়ারিজ’ এবং ‘ফিতনা- আল- হিন্দুস্তানে’র সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই দুটি সংগঠনই পাকিস্তানে নিষিদ্ধ। সে দেশের প্রখ্যাত সংবাদমাধ্যম ডন পত্রিকার মতে, ফেডারেল সরকার-নিয়ন্ত্রিত পাকিস্তান টিভি বুধবার জানিয়েছে যে, খাইবার পাখতুনখোয়ায় নিরাপত্তা বাহিনীর শুরু করা ‘আজম-এ-ইস্তেহকাম’ অভিযানের অধীনে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। তাতে ফিতনা-আল-খাওয়ারিজের ১৩ জন সন্ত্রাসবাদীকে নিকেশ করা হয়েছে। পাকিস্তান টিভি আরও জানিয়েছে, এছাড়া বেলুচিস্তানের মাস্তুং জেলায় নিরাপত্তা বাহিনী ফিতনা-আল-হিন্দুস্তানের সঙ্গে যুক্ত ৫ জন সন্ত্রাসবাদীকেও নিকেশ করেছে। নিহত সন্ত্রাসবাদীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে। ডন পত্রিকার প্রতিবেদন অনুযায়ী, ‘ফিতনা-আল-খাওয়ারিজ’ শব্দটি পাকিস্তান সরকার নিষিদ্ধ সংগঠন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) সঙ্গে যুক্ত সন্ত্রাসবাদীদের বোঝাতে ব্যবহার করে। অন্যদিকে, বেলুচিস্তানভিত্তিক জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোর উদ্দেশ্য, পাকিস্তানে সন্ত্রাস ও অস্থিতিশীলতা ছড়ানোর জন্য ভারতের ওপর দায় চাপানো।

SBI এসবিআই এইচএলসি রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার-২-এর কাছে, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক-এ, ২য় ফ্লোর, রাজারহাট, নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পোঃ- হাতিয়ারা, কলকাতা ৭০০১৬১। ই-মেইল : sbi.16822@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি রাজারহাট**-এর অনুমোদিত অফিসার হিসাবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে একটি দাবি নোটিশ জারি করেছিলেন যা নীচে উল্লেখিত তারিখে জারি করা হয়েছিল এবং ঋণগ্রহীতা(দের)/সহ-ঋণগ্রহীতা(দের)/গ্যারান্টার(দের)-কে উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে আহ্বান জানানো হয়েছিল, কিন্তু তারা অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা(দের)/সহ-ঋণগ্রহীতা(দের)/গ্যারান্টার(দের) এবং সর্বসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪)-এর সাথে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ এবং ৯-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ঋণগ্রহীতা(দের)/সহ-ঋণগ্রহীতা(দের)/গ্যারান্টার(দের)-এর নামের বিপরীতে দেখানো তারিখ অনুযায়ী নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(দের)/সহ-ঋণগ্রহীতা(দের)/গ্যারান্টার(দের) এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি রাজারহাট**-এর উল্লেখিত অর্থ এবং তার উপর সুদের চার্জের সাপেক্ষে হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে ঋণগ্রহীতা(দের)/সহ-ঋণগ্রহীতা(দের)/গ্যারান্টার(দের)-এর দৃষ্টি উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা(দের) নাম ও ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রীমতী প্রেরণা সাহা** স্বামী- মহ. মাহবুব আলম কামাল এবং মহ. মাহবুব আলম কামাল পিতা- প্রয়াত মহ. ইসরাউল কামাল এবং শ্রীমতী জেসমিন কামাল স্বামী- প্রয়াত মহ. ইসরাউল কামাল, ঠিকানা- গ্রীন ওয়েসিস হাউজিং কমপ্লেক্স, ফ্ল্যাট নং ৬১৪, ব্লক-সি, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, কৈখালী মেইন রোড, শিব তলা, কলকাতা-৭০০০৫২ এবং সোনাটোরে পাড়া পোঃ এবং থানা-সিউড়ি, আজনবি ক্লাব, পিন-৭৩১১০১	উক্ত কমপ্লেক্সের “**ব্লক-সি**”-এর ষষ্ঠ ফ্লোরের উত্তর দিকে **৬১৪** নং ফ্ল্যাট/আচ্ছাদিত জায়গার সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার নাম “**গ্রীন ওয়েসিস**”, যার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ৬৯৮ (ছয়শো আটানব্বই) বর্গফুট এবং ব্লক-সি-এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে ২৫ নং একটি কার স্পেস সহ। উক্ত ফ্ল্যাটটি প্রায় ৭১ (একাত্তর) কাঠা এবং ৩০ (ত্রিশ) বর্গফুট মোট জমির উপর দাঁড়িয়ে আছে, যা উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, এয়ারপোর্ট থানা, বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের (বর্তমানে) রাজারহাট গোপালপুর মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার মধ্যে ১৫৫৭ থেকে ১৫৭০ এল.আর. খতিয়ান নং-এর অধীনে রেকর্ড করা, ১৫, ১৯, ২০, ২১, ২১/৬৪৯, ৩৩, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ এবং ৪৪ আর.এস./এল.আর. দাগ নং-এর অন্তর্ভুক্ত, ৫ জে.এল. নং, মৌজা- কৈখালীতে সমস্ত আনুষঙ্গিক অধিকার এবং সম্পত্তি সহ অবস্থিত। টাইটেল ডিডটি **২০১৮ সালের জন্য ১৯০৪০৮৯২৯ নং দলিল** হিসেবে বই-১, ভলিউম নং-১৯০৪-২০১৮, ৩৫৫১৭৭ থেকে ৩৫৫২৩৪ নম্বর পৃষ্ঠায় নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি শ্রীমতী প্রেরণা সাহা (কামাল) স্বামী- মহ. মাহবুব আলম কামালের নামে রয়েছে।** **সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ : উত্তরে :** একটি খাল এবং ২২ ও ৩১ আর.এস/এল.আর দাগ নং-এর জমি দ্বারা, **পূর্বে :** ৩২, ৩৪, ৩৯, ৪০ এবং ৪৫ আর.এস/এল.আর দাগ নং-এর জমি দ্বারা, **দক্ষিণে :** মেইন রোড (পুরানো ৯১ বাস রুট) এবং ৩৪, ৩৯, ৪১ এবং ৪২ আর.এস/এল.আর দাগ নং-এর জমি দ্বারা, **পশ্চিমে :** ১৫ এবং ১৯ আর.এস/এল.আর দাগ নং-এর জমি দ্বারা	১) ২২.০৭.২০২৬ ২) ০৫.১০.২০২৬ ৩) ২১.০৭.২০২৬ তারিখ **অনুযায়ী ৩৯,০০,৬৫৯.০০/- টাকা** (উনচল্লিশ লক্ষ ছয়শো উনষাট টাকা) এবং আজ পর্যন্ত প্রয়োগ না করা সুদ ও এর উপর অতিরিক্ত সুদ, খরচ এবং আনুষঙ্গিক চার্জ।
২.	**শ্রী রঞ্জন জয়সওয়াল** পিতা- শ্রী শান্তি স্বরূপ জয়সওয়াল এবং **শ্রীমতী শ্বেতা জয়সওয়াল** স্বামী- শ্রী রঞ্জন জয়সওয়াল, ঠিকানা- ডায়মন্ড সিটি নর্থ, ফ্ল্যাট নং-৪এ, ৪র্থ ফ্লোর, বিল্ডিং নং ৯, ৬৮ যশোর রোড, বাঙ্গুর এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০৫৫ এবং ১৩, সি.আর. এভিনিউ, ২য় ফ্লোর, এম.জি. রোড সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ক্রসিং, কলকাতা-৭০০০৭৩	“**ডায়মন্ড সিটি নর্থ**” নামক কমপ্লেক্সে ৯ নং ভবনের (টাইপ বি বিল্ডিং) ৪র্থ ফ্লোরে মার্বেল মেঝে যুক্ত ৪এ নং ৭ বছরের পুরনো একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১২১৩ বর্গফুট এবং ৯ নং ব্লকের সংলগ্ন সি-৯ চিহ্নিত **৭০ বর্গফুটের** একটি আচ্ছাদিত কার পার্কিং স্পেস, যা অবিভক্ত ইমপার্টিবল আনুপাতিক অংশ বা জমিতে স্বার্থ সহ নির্মিত এবং তৈরি করা হয়েছে, সাথে উক্ত ফ্ল্যাটের সমস্ত সাধারণ অধিকার, স্বার্থ, সুবিধা, সাধারণ অংশের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত ফ্ল্যাটটি প্রায় **৮১০ কাঠা, ৬ ছটাক, ৩৭ বর্গফুট** মোট জমির উপর দাঁড়িয়ে আছে, যা ২৪ পরগনা (উত্তর) জেলায়, কাশীপুর দমদম সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিসের অধীনে, দক্ষিণ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার মধ্যে ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে, দমদম থানা, কলকাতা - ৭০০০৫৫, ১ ক্যাল. যশোর রোড প্রাঙ্গণে (পূর্বে ৬৮, যশোর রোড এবং ৩৯, ৩৯এ এবং ৩৯বি শ্যামনগর রোড, দমদম) অবস্থিত, যা ৪১, ৪২, ৭৮৫, ৭৮৬, ৭৮৭, ৩২৭৫, ২৩২২, ২৩২৩, ২৩২৪, ২৩২৫, ৭৮৯, ৩২৬৭, ৩২৬৮, ৩২৬৯, ৩২৭০, ৩২৭১, ৩২৭২, ৩২৭৪, ৭২, ২২৯৯, ৭৩, ২৩০০, ৭৪, ২০৭৯, ২৩২৬, ২৩২৯, ২৩৩০, ৮১, ৮৩, ২৩০৯, ৮৮, ২৩২৮, ২৩২১, ২০৭৮, ২৩২৭, ৭১, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮৬, ৮৭, ৮৯, ৭৮৮, ৩২৭৯, ৩২৮০, ৩২৮১, ৩২৮৩, ৭৭৩, ৪৩, ২৩২০, ৩২২০, ৪৩, ৩১, ৭৮৫, ৭৮৬, ৭৮৭, ৩২৭৫ দাগ নং-এর অধীনে, ৬১১, ৭৩, ১৭৭, ১০৩, ১৬৯, ৬২, ১৪১, ৭৪, ৪৫০, ১০৫, ২০৯, ৬৭, ৭০, ৫০৫, ৫০, ৮, ৮০, ৪, ৬৫৯, ১৪০, ১৫৫, ৬৯, ৭৫, ১২৬, ১৪, ১১৫, ১৬৭, ১৬৯, ৭৬, ৬১১ নতুন খতিয়ান নং, ৫/৬/৭/১১ পুরানো খতিয়ান নং-এর অন্তর্ভুক্ত, ২২৮/২২৯ তৌজি নং, ১৮০ আর.এস. নং, ৩২/২০, ১৭ জে.এল. নং, মৌজা - শ্যামনগর এবং পূর্বে কৃষ্ণপুরে অবস্থিত। টাইটেল ডিডটি **২০১৭ সালের জন্য ১৯০৪১১২১৪ নং দলিল** হিসেবে বই-১, ভলিউম নম্বর ১৯০৪-২০১৭, ৪৩৩৫১০ থেকে ৪৩৩৫৫৪ নম্বর পৃষ্ঠায় নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি শ্রী রঞ্জন জয়সওয়াল পিতা- শ্রী শান্তি স্বরূপ জয়সওয়াল এবং শ্রীমতী শ্বেতা জয়সওয়াল স্বামী- শ্রী রঞ্জন জয়সওয়ালের নামে রয়েছে** **সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ- উত্তরে :** রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড দ্বারা, **দক্ষিণে :** শ্যামনগর রোড দ্বারা, **পূর্বে :** মল্লিক পাড়া লেন, ২২, ৩৫০, ২৮, ৪, ১০ এবং ২৭/১ হোল্ডিং নং দ্বারা এবং **পশ্চিমে :** যশোর রোড দ্বারা।	১) ০১.০৭.২০২৬ ২) ০৫.১০.২০২৬ ৩) **৩০.০৬.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৬৪,১৪,৯৬৬.০০/- টাকা** (চৌষট্টি লক্ষ চোদ্দো হাজার নয়শো ছেষট্টি টাকা) এবং আজ পর্যন্ত প্রয়োগ না করা সুদ ও এর উপর অতিরিক্ত সুদ, খরচ এবং আনুষঙ্গিক চার্জ

তারিখ : ০৫.১০.২০২৬
স্থান : রাজারহাট

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর লক্ষ্যে দিল্লিতে সেবা জ্যোতি যাত্রা

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর: দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বুধবার দলের সহকর্মীদের সঙ্গে ‘বিকশিত ভারত সংকল্প সভা’ ও ‘সেবা জ্যোতি যাত্রা’য় অংশ নেন। অনুষ্ঠানে বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর লক্ষ্য পূরণের সংকল্প নিয়ে মশাল প্রজ্বলন কর্মসূচিতেও অংশ নেন তিনি। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্যে সমবেত ভাবে কাজ করার বার্তা দেওয়া হয়। এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশের অগ্রযাত্রা এবং তাঁর ২৫ বছরের জনসেবার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘আজ আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের দিন। কারণ দেশ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মতো নেতৃত্ব পেয়েছে। আমাদের জন্য এটি গর্বের বিষয় যে, ভারতের এক সন্তান টানা ২৫ বছর ধরে সেবার মানসিকতা নিয়ে নিজের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি কখনও থামেননি, ক্লান্তও হননি।’ রেখা গুপ্তা বলেন, দেশের জন্য দায়িত্ব পালন এবং মানুষের সেবার এই দীর্ঘ পর্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
CIN : L65190MH2004GOI148838
৪৪ শেক্সপিয়ার সরণি, ২য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং : (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫, ওয়েবসাইট : www.idbibank.in

[পরিশিষ্ট ৪-এ]
[রুল ৮(৬)-এর শর্তাবলী দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য
বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর শর্তাবলীর সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(দের) এবং গ্যারান্টার(দের)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যা সিকিউরড ক্রেডিটর-এর কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার ফিজিক্যাল/প্রতীকী দখল সিকিউরড ক্রেডিটর, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত অফিসার নিয়েছেন, তা নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(দের) এবং গ্যারান্টার(দের) কাছ থেকে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য **২৭.১০.২০২৬** তারিখে “যেখানে যেমন আছে”, “যেমন আছে যা আছে” এবং “যাই থাক না কেন” ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। **২৭.১০.২০২৬** তারিখে (১৫ দিনের নোটিশ) নিলাম হতে চলা সম্পত্তিগুলির বিবরণ নীচে দেওয়া হলো।

ক্র. নং	শাখার নাম	ক) ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাদের নাম খ) অ্যাকাউন্ট নম্বর	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী দাবি করা পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) গ) বিড/টেন্ডার বৃদ্ধির পরিমাণ
১	আসানসোল	ক) ঋণগ্রহীতা - রাকেশ আগরওয়াল, বিকাশ আগরওয়াল, রিতেশ আগরওয়াল, পুষ্পা আগরওয়াল এবং প্রিয়াঙ্কা আগরওয়াল খ) ০৩৫৮৬৭৫১০০০০৬৬২০ ০৩৫৮৬৭৫১০০০১০২৩৮ ০৩৫৮৬৭৫১০০০১০২৪৭	১৫৭ সি.এস. খতিয়ান নং-এর মধ্যে, ১৮৩৯ সি.এস. প্লট নং, ২১১৬ আর.এস প্লট নং-এ অবস্থিত ৬ (ছয়) ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা ১৬৬৪ (এক হাজার ছয়শো চৌষট্টি) এবং ১৬৬৫ (এক হাজার ছয়শো পঁয়ষট্টি) আর.এস. খতিয়ান নং-এর মধ্যে ২১১৬ (দুই হাজার একশো ষোলো) আর.এস. প্লট নং-এর সাথে সম্পর্কিত। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে আসানসোল, কোর্ট মোড়, কাচারি রোড, ০৩ নম্বর ওয়ার্ড, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ১৩৮(৫৬/১) হোল্ডিং নং, মৌজা - আসানসোল, ২০ জে.এল নং, ৩৯০ আর.এস. খতিয়ান নং, ১৪৬ সি.এস খতিয়ান নং, ১৬৫ সি.এস. প্লট নং, ২১৫৮ আর.এস প্লট নং-এ অবস্থিত (১.৫) ডেসিমেল পরিমাপের জমি, জেলা - বর্ধমান, থানা - হীরাপুর, মৌজা - সান্তা, ২০ জে.এল. নং। বিক্রি হওয়া জমির মোট এলাকা হলো ৭.৫ ডেসিমেল যা ৪ কাঠা ৯ ছটাকের সমতুল্য এবং উক্ত জমির উপর নির্মিত একটি দোতলা (জি-২) আবাসিক ভবন, যার নাম ও পরিচয় হলো পুষ্পম নিবাস, যার আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন হোল্ডিং নং ১৩৮(৫৬/১), ০৩ নম্বর ওয়ার্ড, কাচারি রোড, কোর্ট মোড়, আসানসোল। **উক্ত সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ : উত্তরে** - লক্ষ্মীকান্ত রায়ের সম্পত্তি; **দক্ষিণে** - রাস্তা, **পূর্বে** - অম্বালিকা টাওয়ার, **পশ্চিমে** - লর্ডস টাওয়ার।	১) ৩০.১২.২০২৩ ২) ১০.০১.২০২৫ ৩) ১০.০৭.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী লোনগুলির বকেয়ার জন্য **২,১০,৮২, ৪৬৮.৬৬ টাকা** এবং এর উপর ১০.০৭.২০২৩ থেকে চুক্তিবদ্ধ হারে চক্রবৃদ্ধি সুদের ভিত্তিতে অতিরিক্ত সুদ এবং খরচ থেকে পরবর্তী কোনো আদায় বাদ দিয়ে।	১) ২,৫০,০০,০০০/- টাকা ২) ২৫,০০,০০০/- টাকা ৩) ৫০,০০০/- টাকা

বিড নথিতে উল্লেখিত নিয়ম ও শর্তাবলীর সারাংশ :

১. বিক্রয়টি নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি., ইউনিট ১, ৩য় ফ্লোর, ভায়োস টাওয়ার, অনিক নগর, ওয়াদলা ইস্ট, মুম্বই - ৪০০০৩৭-এর মাধ্যমে https://baanknet.com/ ওয়েবসাইটে ই-অকশন প্ল্যাটফর্মে হবে।
২. বিড নথিপত্রগুলি কলকাতা জোনাল অফিস, ৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭, রিজিওনাল অফিস দুর্গাপুর, ইউসিপি-০১, আম্বেদকর সরণি, উর্বশী ফেস-বেঙ্গল অম্বুজা, সিটি সেন্টার দুর্গাপুর - ৭১৩২১৬ থেকে কাজের দিনগুলিতে (সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা) এবং www.idbibank.in ও https://baanknet.com/ ওয়েবসাইট থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ১২ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত পাওয়া যাবে।
৩. এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে আসানসোল আদালতে এলডি. সিভিল জজ ১ম (জুনিয়র ডিভিশন)-এর আদালতে ২০২৫ সালের ৮১০ নং টাইটেল স্যুট বিচারাধীন রয়েছে।
৪. এই প্রকাশনাটি সংশোধিত সারফেসি অ্যাক্ট ২০০২-এর রুল ৮(৬) অনুযায়ী বিক্রয়ের জন্য ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতাদের কাছে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিও বটে।
৫. সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলীর আরও বিস্তারিত বিবরণ ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট [www.idbibank.in]-এ রয়েছে এবং/বা উপরে উল্লিখিত ব্যাঙ্ক আধিকারিকদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং সেখানে হোস্ট করা বিড নথিটিও দেখুন।
৬. অনুমোদিত অফিসার কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার বা নিলাম প্রক্রিয়া বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

আন্ডারটেকিং, কেওয়াইসি নথি এবং ইএমডি সহ বিড ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৬ অক্টোবর, ২০২৬ বিকেল ৪.০০ টা পর্যন্ত
পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	১৩ অক্টোবর, ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টার মধ্যে
ই-অকশনের তারিখ ও সময়	২৭ অক্টোবর, ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১.৩০ টার মধ্যে

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে এখানে প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন https://baanknet.com/ এবং https://www.idbibank.in

তারিখ : ০৬.১০.২০২৬, স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

GIC HOUSING FINANCE LTD.
জিআইসি হাউজিং ফিন্যান্স লি.
নিবন্ধিত কার্যালয় : ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স বিল্ডিং, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, ১৪ জামশেদজি টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বই-৪০০০২০
ব্রাঞ্চ অফিস (বারাসাত ব্রাঞ্চ) : ২য় ফ্লোর, কৈলাশ ভবন, ৭৪/৩৮, যশোর রোড, পিন-৭০০১২৭

প্রতীকী দখল বিজ্ঞপ্তি
রেফারেন্স সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সাব-রুল (১)-এর অধীনে দখল বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, **জিআইসিএইচএফএল**-এর অনুমোদিত অফিসার হিসাবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, সারফেসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে নীচে দেওয়া নিজ নিজ তারিখে জারি করা দাবি নোটিশ অনুসারে, আপনাকে/নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাদের নিজ নিজ নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, তবে, আপনি/সমস্ত ঋণগ্রহীতারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই **জিআইসিএইচএফএল** সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪)-এর অধীনে প্রদত্ত অধিকার প্রয়োগ করে এবং এর অধীনে থাকা নিয়মগুলি সহ, নীচে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলির **প্রতীকী দখল** গ্রহণ করেছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(দের) নাম এবং লোন অ্যাকাউন্ট নং	বন্ধক রাখা সম্পত্তির ঠিকানা	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া (টাকায়)	দাবি নোটিশের তারিখ	প্রতীকী দখলের তারিখ
১.	**শ্রী অভিজিৎ বাছাড় এবং শ্রীমতী নিষ্কৃতি বাছাড় বিশ্বাস WB0770600000420 (বারাসাত ব্রাঞ্চ অফিস)**	উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, এ.ডি.এস.আর. বসিরহাটের সীমানার মধ্যে, বসিরহাট থানা, সংগ্রামপুর, ২৩০৯ হোল্ডিং নং, সংগ্রামপুর শিবহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের এখতিয়ারের মধ্যে, ৩৫৫২ খতিয়ান নং, ৪৪৭ এল. আর. দাগ নং-এর অন্তর্ভুক্ত, ১০৪ জে.এল. নং, মৌজা-সংগ্রামপুরে অবস্থিত “জি” প্লট নং দ্বারা চিহ্নিত ১ কাঠা ৫ ছটাক ৭ বর্গফুট পরিমাপের বাস্তু জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উপরোক্ত সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ : উত্তরে : স্বপন সরকারের সম্পত্তি, দক্ষিণে : পঞ্চায়েত রাস্তা, পূর্বে : প্লট নং ই, পশ্চিমে : পঞ্চায়েত রাস্তা।	৬,৫৮,৬৯২/-	১২.০৬.২০২৬	০৭.১০.২০২৬
২.	**শ্রীমতী ঝর্ণা সিংহ এবং শ্রীমতী ভগবতী সিংহ WB0770600000205 (বারাসাত ব্রাঞ্চ অফিস)**	নদীয়া জেলায় হরিণঘাটা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস এবং থানা, ২ নং বিরোহী গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমানার মধ্যে, ১০ জে.এল নং, ৪৪২ পূর্বে ১৩ তৌজি নং, সংশোধিত ২০৫২ এল.আর. খতিয়ান নং, ১০৪৭ এল.আর খতিয়ান নং, ১১১৭ আর.এস খতিয়ান নং, ৮১১ আর.এস এবং এল.আর দাগ নং, মৌজা নারায়ণপুরে অবস্থিত ৩২ শতক জমির মধ্যে প্রায় ৮.২৫ শতক পরিমাপের বসত বাড়ির জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল (যাকে এরপর থেকে উক্ত সম্পত্তি হিসেবে উল্লেখ করা হবে) উপরোক্ত সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ : উত্তরে : মনীন্দ্র সিং-এর জমি, দক্ষিণে : প্রফুল্ল সিং-এর জমি, পূর্বে : বাবন সিং-এর জমি, পশ্চিমে : সুবল সিং-এর জমি।	৭,৪৫,০৪৭/-	১২.০৬.২০২৬	০৬.১০.২০২৬
৩.	**শ্রী কেশব দত্ত WB0770600000482 (বারাসাত ব্রাঞ্চ অফিস)**	উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, দত্তপুকুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, দত্তপুকুর থানা, ইশুবটিতে অবস্থিত, ১৩১৪ এবং ১৩১৫ বর্তমানে ৬১০ এল.আর. খতিয়ান নং, ৬২২ এবং ৬২৪ আর.এস. খতিয়ান নং, ৫২ আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং-এর অন্তর্ভুক্ত, ১৪৬ তৌজি নং, ১১৯ জে.এল. নং, পরগনা-আনোয়ারপুর, মৌজা-ইশুবটিতে এ.ডি.এস.আর. কদম্বগাছির এখতিয়ার অফিসের সীমানার মধ্যে প্রায় ৪ কাঠা পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং সীমানা নিম্নরূপ : উত্তরে : ৭ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা এবং এ প্লট নং-এর জমি, দক্ষিণে : ৫২ দাগ নং-এর জমি, পূর্বে : ৫২ দাগ নং-এর জমি, পশ্চিমে : ৫২ দাগ নং-এর জমি।	১৭,৭৯,১৯৫/-	১২.০৬.২০২৬	০৫.১০.২০২৬
৪.	**শ্রী মনোজ তাঁতী এবং শ্রীমতী চন্দনা তাঁতী WB0770600000245 (বারাসাত ব্রাঞ্চ অফিস)**	হুগলি জেলায়, হুগলি সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, চুঁচুড়া থানা, দেবানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমানার মধ্যে, ৫ জে. এল. নং, ১৯৩/১ এল. আর. খতিয়ান নং, ৪৯ আর. এস. খতিয়ান নং, ৭৩ এল. আর. দাগ নং, ৭৩ আর. এস. দাগ নং, মৌজা কাজীডাঙ্গায় অবস্থিত প্রায় ০১ কাঠা ০৮ ছটাক ৩২ বর্গফুট পরিমাপের বাস্তু জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল (যাকে এরপর থেকে উক্ত সম্পত্তি হিসেবে উল্লেখ করা হবে)। উপরোক্ত সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ : উত্তরে : ৬৬ এবং ৭১ এল.আর. প্লট নং-এর জমি দ্বারা, দক্ষিণে : ৭৩ এল.আর. প্লট নং-এর জমি দ্বারা, পূর্বে : ৭৩ এল.আর. প্লট নং-এর জমি এবং ৬ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা। পশ্চিমে : সুবল চৌধুরী দ্বারা।	৫,৫২,০৪৩/-	১২.০৬.২০২৬	০৬.১০.২০২৬
৫.	**শ্রী সুজিত মজুমদার এবং শ্রী গৌর মজুমদার WB0770600000121 (বারাসাত ব্রাঞ্চ অফিস)**	উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় বনগাঁ সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, গোপালনগর থানা, ১০ নং গঙ্গানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমানার মধ্যে, ১৫ জে.এল নং, সংশোধিত ৬৭৪ এল.আর খতিয়ান নং, ১৬২ এল.আর খতিয়ান নং, ৫২২ আর.এস খতিয়ান নং, ১৭৯৮ আর.এস এবং এল.আর দাগ নং, মৌজা আদিত্যপুরে অবস্থিত ১২ শতক জমির মধ্যে প্রায় ০৬ শতক পরিমাপের বসত বাড়ির জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল (যাকে এরপর থেকে উক্ত সম্পত্তি হিসেবে উল্লেখ করা হবে)। উপরোক্ত সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ : উত্তরে : সুশীল চন্দ্র মজুমদারের জমি দ্বারা, দক্ষিণে : ৮ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রাস্তা দ্বারা, পূর্বে : গৌর মজুমদারের জমি দ্বারা, পশ্চিমে : পরান বারুইয়ের জমি দ্বারা।	৭,৩৪,০১৯/-	১২.০৬.২০২৬	০৫.১০.২০২৬
৬.	**শ্রী দীপঙ্কর চৌধুরী এবং শ্রীমতী ছন্দা চৌধুরী WB0770600000150 (বারাসাত ব্রাঞ্চ অফিস)**	উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, বনগাঁ সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, বনগাঁ থানা, বনগাঁ মিউনিসিপ্যালিটির স্থানীয় সীমানার মধ্যে, ২২ পূর্বে ১১ নম্বর ওয়ার্ড, আর.ডি.বি রোড, ১৭৫/বি/১০২৪/ডি পূর্বে ২০৩/১৭৫/বি হোল্ডিং নং, ২২৪ পূর্বে ১১৬ জে. এল. নং, সংশোধিত ১৩৮৭৩ এবং ১৩৮৭৪ এল.আর. খতিয়ান নং, ১৭৩/৭ এবং ৩৬৫৯/২ আর. খতিয়ান নং, ১৫৬৭৫ এবং ১৫৬৭৭ এলআর দাগ নং, ৫১৪৮/৬২৪৩ আর. এস. দাগ নং, মৌজা বনগাঁয় অবস্থিত ৮০০ বর্গফুট আচ্ছাদিত এলাকা বিশিষ্ট এক তলা ভবন সহ ৪০ শতক জমির মধ্যে প্রায় ৩.৭৭ শতক বসত বাড়ির জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল (যাকে এরপর থেকে উক্ত সম্পত্তি হিসেবে উল্লেখ করা হবে)। উপরোক্ত সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ- উত্তরে : বলরাম কুণ্ডুর বাড়ি দ্বারা, দক্ষিণে : পিচ দিয়ে তৈরি ৮ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা, পূর্বে : জিতেন্দ্র নাথ বিশ্বাস দ্বারা, পশ্চিমে : ৩ x ৬৭ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা।	১৬,৩৬,৯৩০/-	১৫.০৬.২০২৬	০৫.১০.২০২৬
৭.	**শ্রী প্রহ্লাদ বিশ্বাস এবং শ্রীমতী ঝর্ণা বিশ্বাস WB0770600000210 (বারাসাত ব্রাঞ্চ অফিস)**	উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, ৪ নম্বর ওয়ার্ড, রামকৃষ্ণপল্লী, ২৬১ হোল্ডিং নং, মধ্যমগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে বারাসাত থানা, ৩৭১ দাগ নং, ২৪৯ খ. নং, ৫৩ জে.এল.নং, মৌজা আবদালপুরে অবস্থিত ১ কাঠা ৮ ছটাক পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সীমানা নিম্নরূপ : উত্তরে : বিক্রেতার জমি দ্বারা, দক্ষিণে : বিক্রেতার জমি দ্বারা, পূর্বে : ৩৭১/১১৫১ দাগ নং-এর জমি দ্বারা, পশ্চিমে : ৮ ফুট সাধারণ প্যাসেজ দ্বারা।	৮,৪০,৩০৫/-	১২.০৬.২০২৬	০৬.১০.২০২৬
৮.	**শ্রী তন্ময় শিকদার এবং শ্রীমতী সীমা শিকদার WB0770600000142 (বারাসাত ব্রাঞ্চ অফিস)**	উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, বনগাঁ থানা, কালুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে, ৩২ দাগ নং, ৪১১ খতিয়ান নং, ১৫০ জে.এল. নং, মৌজা দক্ষিণ জিয়ালায় অবস্থিত ০৬ শতক পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সীমানা নিম্নরূপ : উত্তরে : রঞ্জিত সরকার দক্ষিণে রঞ্জিত সরকার পূর্বে : বাদল পশ্চিমে : আনন্দ সরকার।	১০,১২,০৫৪/-	১১.০৬.২০২৬	০৫.১০.২০২৬

তদুপরি, এই নোটিশের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে **জিআইসিএইচএফএল**-এর কাছে নিজ নিজ সম্পত্তির খালি এবং শান্তিপূর্ণ দখল হস্তান্তর করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, অন্যথায় নিম্নস্বাক্ষরকারী জোরপূর্বক উপরের সম্পত্তিগুলির **ফিজিক্যাল দখল** নেওয়ার জন্য অগ্রসর হতে বাধ্য হবেন এবং/বা সারফেসি অ্যাক্ট ২০০২ এবং এর অধীনে থাকা নিয়মগুলি প্রয়োগ করে এই তারিখ থেকে ৩০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরে উপরের উক্ত সম্পত্তিগুলি বিক্রি করতে অগ্রসর হবেন।

ঋণগ্রহীতা এবং **সর্বসাধারণকে** এতদ্বারা উপরের উল্লেখিত সম্পত্তি/সুরক্ষিত সম্পদ বা তার কোনো অংশের বিষয়ে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি/সুরক্ষিত সম্পদের সাথে যেকোনো লেনদেন সম্পত্তি/সুরক্ষিত সম্পদের বিপরীতে এখানে উপরে উল্লেখিত অর্থের জন্য জিআইসিএইচএফএল-এর চার্জের সাপেক্ষে হবে যা সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান না করা পর্যন্ত তার উপর অতিরিক্ত সুদ সহ প্রদেয়।

সুরক্ষিত সম্পদ পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

তারিখ : ০৮.১০.২০২৬
স্থান : কলকাতা

জিআইসি হাউজিং ফিন্যান্স লি.-এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

This is a public announcement for information purposes only and is not a prospectus announcement and does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe to securities. Not for release, publication or distribution, directly or indirectly outside India.

VAIBHAV VYAPAAR | LOANFRONT.

(Please Scan this QR code to view the RHP)

VAIBHAV VYAPAAR LIMITED

Corporate Identification Number: U51909WB2009PLC133054

Our Company was originally incorporated as Vaibhav Vyapaar Private Limited on 24.02.2009 under the Companies Act, 1956 with Corporate Identification Number of the Company U51909WB2009PTC133054, vide certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, West Bengal. Subsequently, the name of the company was changed from "Vaibhav Vyapaar Private Limited" to "Vaibhav Vyapaar Limited" under the Companies Act, 2013 pursuant to a special resolution passed by our shareholders at the Extra-Ordinary General Meeting held on 02.01.2026 and obtained fresh certificate of incorporation dated 02.06.2026 issued by the Registrar of Companies Central Processing Centre, Manesar with Corporate Identification Number of the Company U51909WB2009PLC133054. For details pertaining to the changes of name and registered office of our company, please refer to the chapter titled "History and Corporate Structure" on page no. 147 of this Red Herring Prospectus.

Registered Office: Arch Square-X2, Unit-1406, 14th Floor, EP-GP Block, Sector V, Bidhannagar, Kolkata, Bidhan Nagar CK Market, North 24 Parganas, Saltlake, West Bengal, India, 700091
Corporate Office: 119 Road No 3 2nd Floor, EPIP Area Phase 1 Whitefield Road, Whitefield, Bangalore, Bangalore South, Karnataka, India, 560066.
Website: www.vaibhav-vyapaar.com ; **E-Mail:** investors@vaibhav-vyapaar.com; **Telephone No:** +91 40 6716 2222/ 1800 309 4001
Contact Person: Aditya Singh Solanky, Company Secretary and Compliance Officer

THE OFFER

PROMOTERS OF OUR COMPANY: ITHA VENKATA RAGHAVA GOWRINATH AND CAPFRONT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

INITIAL PUBLIC ISSUE OF UP TO 77,96,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5/- EACH OF VAIBHAV VYAPAAR LIMITED ("VVL" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●]/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●]/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ [●] LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 3,90,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●]/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●]/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ [●] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION i.e. NET ISSUE OF 74,06,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5/- EACH AT A PRICE OF ₹ [●]/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●]/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ [●] LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE [●] % AND [●] %, RESPECTIVELY, OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

PRICE BAND RS. 50.00 to RS. 52.00 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF RS. 5.00/- EACH

**THE FLOOR PRICE IS 10.00 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES AND THE CAP PRICE IS 10.40 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.
THE PRICE TO EARNING RATIO BASED ON DILUTED EPS FOR FISCAL YEAR 2026 AT FLOOR PRICE IS 40.98 TIMES AND AT CAP PRICE IS 42.62 TIMES
BIDS CAN BE MADE FOR A MINIMUM SIZE OF 4,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 2,000 EQUITY SHARES THEREAFTER.**

BID/ OFFER PROGRAM	
	ANCHOR INVESTOR BIDDING DATE: 12.10.2026
	BID/ ISSUE OPENS ON: 13.10.2026
	BID/ ISSUE CLOSES ON: 15.10.2026 ^

^UPI Mandate end time shall be at 05:00 p.m. on the Bid/Offer.

BRIEF DESCRIPTION OF BUSINESS OF THE COMPANY

Our Company is a Non-Banking Financial Company (NBFC) registered with the Reserve Bank of India (RBI). We provide unsecured personal loans to salaried individuals and self-employed individuals through our fully digital lending platform, both on a direct lending and co-lending basis. In parallel, we also generate revenue by offering our application and technology services to other NBFCs. Our operating model enables credit access, particularly first-time borrowers, including lower-income salaried professionals. We operate through our mobile application, which support loan origination, due diligence and underwriting process along with documentation, disbursal, and repayment. Our digital infrastructure uses verification and technology-enabled tools that facilitate credit assessment, credit decisioning and risk evaluation. For further details, please refer to the chapter titled ***"Our Business"*** on page no. 115 of the Red Herring Prospectus.

Weighted average price at which the Equity Shares were acquired by our Promoters in last one year:

Sr. No.	Name of Promoters	No of Equity Shares acquired during the last one year*	Weighted Average Price* (in ₹ per Equity Share)
1	Capfront Technologies Private Limited	83,09,890	35.00
2	Itha Venkata Raghava Gowrinath	2,000	NIL
	Total	**83,11,890**	**35.00**

**The equity shares acquired by the promoters in last 1 year are pursuant to share split (face value from Rs 10 to Rs 5 per share), bonus issue (in the ratio of 1:1) and Right Issue.*

THE ISSUE IS BEING MADE THROUGH BOOK BUILDING PROCESS. IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (INITIAL PUBLIC OFFER OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) OR ANY OTHER REGULATION AS MAY BE APPLICABLE OF THE SEBI (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED FROM TIME TO TIME (SEBI ICDR REGULATIONS).

PROPOSED LISTING

THE EQUITY SHARES OF THE COMPANY WILL GET LISTED ON SME PLATFORM OF NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED. NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED SHALL BE THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE. INVESTORS ARE ADVISED TO REFER TO THE RHP AND THE RISK FACTORS CONTAINED THEREIN BEFORE APPLYING IN THE ISSUE. FULL COPY OF THE RHP IS AVAILABLE AT WEBSITE OF OUR COMPANY https://www.vaibhav-vyapaar.com/, WEBSITE OF BOOK RUNNING LEAD MANAGER www.getfive.in, THE STOCK EXCHANGE WHERE THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED, I.E. NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LTD AT www.nseindia.com

ALLOCATION OF THE ISSUE

- **QIB PORTION –** Not more than 50% of the Net Offer
- **INDIVIDUAL BIDDER PORTION –** Not less than 35% of the Net Offer
- **NON- INSTITUTIONAL INVESTORS PORTION –** Not less than 15% of the Net Offer
- **MARKET MAKER RESERVATION PORTION –** Upto 3,90,000 equity shares or 5.00% of the Offer

IN MAKING AN INVESTMENT DECISION, POTENTIAL INVESTORS MUST ONLY RELY ON THE INFORMATION INCLUDED IN THE RHP AND THE TERMS OF THE ISSUE, INCLUDING THE RISK INVOLVED AND NOT RELY ON ANY OTHER EXTERNAL SOURCES OF INFORMATION ABOUT THE OFFER AVAILABLE IN ANY MANNER. THE PRICE IS JUSTIFIED BASED ON THE QUALITATIVE, QUANTITATIVE FACTORS AND KPI'S DISCLOSED IN THE CHAPTER TITLED *"BASIS FOR ISSUE PRICE"* BEGINNING ON PAGE NO. 88 OF THE RHP.

RISK TO INVESTORS

I. Risk to Investors: Top 10 risk factors

1. Our business is exposed to interest rate volatility, which may adversely affect our lending and treasury operations, Net Interest Income, Net Interest Margin and results of operations
2. Our success depends on retaining and expanding our customer base. If we are unable to attract new customers or are unable to retain and grow our relationships with our existing customers, our business, financial condition, cash flows, results of operations and prospects would be materially and adversely affected.
3. A significant portion of our Assets Under Management ("AUM") is concentrated in certain states and regions of India. Any adverse economic, regulatory, political, climatic, social or business developments in such states or regions could have a material adverse effect on our business, financial condition, results of operations and cash flows.
4. Our lending operations primarily involve unsecured loans to borrowers with a relatively higher risk profile, and any increase in defaults or our inability to recover outstanding dues may have a material adverse effect on our business, financial condition, cash flows and results of operations.
5. Our business operations are highly dependent on the continuous availability, reliability, scalability and security of our mobile application and underlying information technology infrastructure. Any disruption, failure or security breach affecting our technology systems could adversely affect our business, financial condition, results of operations, cash flows and prospects.
6. Our digital lending operations are significantly dependent on third-party software vendors and service providers for critical functions such as customer onboarding, identity and document verification, credit bureau checks, account aggregation, payments, disbursals, communications and collections. Any disruption, failure, security breach, regulatory non-compliance or unavailability of such services could adversely affect our operations, delay loan processing and materially impact our business and financial performance.
7. Our customer onboarding and end-to-end lending operations are substantially dependent on the recognition and continued use of the "LoanFront" trademark. Any loss, infringement, dilution, adverse publicity or inability to protect or use the "LoanFront" brand could impair customer trust, disrupt our operations and materially and adversely affect our business and financial performance.
8. The restated financial statements have been provided by peer reviewed chartered accountants who is not statutory auditor of our company.
9. We have witnessed negative operating cash flows in the past.
10. Our inability to maintain our capital adequacy ratio could adversely affect our business, financial condition, cash flows, results of operations and prospects.

II. Details of suitable ratios of the company and its peer group/ Comparison of Accounting Ratios with Industry.

Name of Company	Face Value (₹)	EPS (Basic/ Diluted)	PE Ratio	RONW	NAV (₹)	Total Income (₹ in lakhs)
Vaibhav Vyapaar Limited	5.00	1.22	[•]	6.75%	18.13	3,763.53
Peer Companies						
Paisalo Digital Limited	1.00	2.59	22.78	13.24%	19.49	91,740.63
Apollo Finvest (India) Limited	10.00	18.63	19.01	9.36%	199.03	2,124.60
Moneyview Limited	1	1.60/1.58	NA	12.52%	12.98	2,339.14

Notes:

- The financial figures mentioned above of the issuer company is taken from the restated financials statement as on 31 March 2026.
- The financial details like face value, EPS, RONW, NAV and Total Income of all the peer group companies is taken from the annual financial results of the company on the standalone basis as on 31 March 2026.
- PE of the Peer companies is taken on 20.06.2026 from BSE and website of relevant company.

III. Return on Net worth (RoNW)

Sr. No	Period	RONW (%)	Weights
1	Financial Year ended 31.03.2024	1.77%	1
2	Financial Year ended 31.03.2025	5.44%	2
3	Financial Year ended 31.03.2026	6.75%	3
4	Financial Year ended 31.07.2026	6.37%	4
	Weighted Average	**5.84%**	**10**

Note:
The figures disclosed above are based on the Restated Financial Statements of the Company.
The RoNW has been computed by dividing restated net profit after tax (excluding exceptional items) with restated Net worth as at the end of the year
Weighted average = Aggregate of year-wise weighted RoNW divided by the aggregate of weights i.e. (RoNW x Weight) for each year/ Total of weights.

IV. Disclosures as per clause (9)(K)(4) of Part A to Schedule VI

a) The Price per share of our Company based on the primary/ new issue of shares (equity/ convertible securities).

The details of issuance of Equity Shares or convertible securities, excluding shares issued under issuance of bonus shares and subdivision of shares, during the 18 months preceding the date of the Red Herring Prospectus, where such issuance is equal to or more than 5% of the fully diluted paid-up share capital of the Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction(s)), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of 30 days, are as follows:

There has been no issuance of Equity Shares during the 18 months preceding the date of the Red Herring Prospectus.

b) The price per share of our Company based on the secondary sale/ acquisition of shares (equity/ convertible securities).

The details of secondary sale/ acquisition of whether equity shares or convertible securities, where the promoter, members of the promoter group, selling shareholders, or shareholder(s) having the right to nominate director(s) in the board of directors of the Company are a party to the transaction (excluding gifts), during the 18 months preceding the date of the Red Herring Prospectus, where either acquisition or sale is equal to or more than 5% of the fully diluted paid up share capital of the Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction(s) and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days, are as follows:

There has been no transfer of Equity Shares during the 18 months more than 5% of the fully diluted paid up share capital of the Company preceding the date of the Red Herring Prospectus.

c) Price per share based on the last five primary or secondary transactions;

Since there are No such transactions to report to under (a) and (b) above, therefore, information based on last 5 primary or secondary transactions (secondary transactions where Promoters/ Promoter Group entities or Selling Shareholder or shareholder(s) having the right to nominate director(s) in the Board of our Company, are a party to the transaction) not older than 3 years prior to the date of the Red Herring Prospectus irrespective of the size of transactions, is given below:

Primary Transaction

Split of shares from face value of Rs 10 per share to Rs 5 per equity share

Date of Split	Nature of Transaction	Name of Allottees	No. of Equity Shares	Issue Price
22.12.2025	Subdivision of shares from Rs 10 per share to Rs 5 per share	Capfront Technologies Private Limited	80,48,350	NIL
		Itha Venkata Raghava Gowrinath	2,000	
		Ritesh Agarwal	4	
Total			80,50,354	

Bonus Issue in the ratio of 1:1

Date of Issue	Nature of Allotment	Name of Person	Number of shares allotted	Issue Price
22.12.2025	Bonus Issue	Capfront Technologies Private Limited	40,24,175	NIL
		Itha Venkata Raghava Gowrinath	1,000	
		Ritesh Agarwal	2	
Total			**40,25,177**	

Right Issue

Date of Issue	Nature of Transaction	Name of Allottees	No. of Equity Shares	Issue Price
06.06.2026	Right Issue	Capfront Technologies Private Limited	42,85,715	35
Total			**42,85,715**	

Note: Pursuant to board resolution dated 6.06.2026, the Company has made right issue of shares.

Secondary Transaction

Sr. No	Date of transfer	Name of Transferor	Name of Transferee	Number of Shares	Transfer value per share	Total Consideration
1	30.12.2025	Itha Venkata Raghava Gowrinath	Ganeshprasad R Pavaskar	1	30	30
2	30.12.2025	Itha Venkata Raghava Gowrinath	Bhawesh Jhabak	1	30	30
3	30.12.2025	Itha Venkata Raghava Gowrinath	Satyanarayana Reddy Veera Venkata Mallidi	1	30	30
4	30.12.2025	Itha Venkata Raghava Gowrinath	Pitchuka Balasubrahmanyam	1	30	30
Total				**4**	**120**	**120**
Weighted Average Cost of Acquisition						**30**

Cumulative weighted average price of shares is as follows:

Sr. No.	Name of the shareholders	Total No. of Equity Shares	Weighted Average Price* (in ₹ per equity share)
1.	Capfront Technologies Private Limited	2,03,82,415	10.71
2.	Itha Venkata Raghava Gowrinath	3,996	17.57
3.	Ritesh Agarwal	8	23.50
4.	Ganeshprasad R Pavaskar	1	30.00
5.	Bhawesh Jhabak	1	30.00
6.	Satyanarayana Reddy Veera Venkata Mallidi	1	30.00
7.	Pitchuka Balasubrahmanyam	1	30.00

**Weighted average price per share is calculated, post adjusting corporate actions such as like split of shares and bonus shares allotted by the company.*

Continued on next page

ঝাড়গ্রাম ও মেদিনীপুরে সেবা জ্যোতি যাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: বুধবার সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলাতেও বিজেপির 'সেবা জ্যোতি যাত্রা' কর্মসূচি পালিত হয়েছে। মেদিনীপুরে মেদিনীপুর কলেজ-কলেজিয়েট মাঠে সেবা জ্যোতি যাত্রা অনুষ্ঠানে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, মেদিনীপুর ডিভিশনের ডিভিশনাল কমিশনার, জেলাশাসক, পুলিশ সুপার-সহ অন্যান্য সরকারি আধিকারিকরা যোগ দেন। অনুষ্ঠান শেষে কলেজ মাঠ থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়ে কেরানিতলার চকে শেষ হয়। শোভাযাত্রায় মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা-সহ বিধায়ক ও প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। ঝাড়গ্রাম জেলার অনুষ্ঠানটি হয় ঝাড়গ্রাম শহরের ঘোড়াধরা স্টেডিয়ামে। সেবা জ্যোতি যাত্রার তাৎপর্য তুলে ধরতে একাধিক জায়ান্ট স্ক্রিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাষণ শোনানো হয়। অনুষ্ঠান শেষে স্টেডিয়াম থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয়। শহরের পাঁচমাথা মোড় হয়ে মহকুমা শাসকের দপ্তরে শোভাযাত্রা শেষ হয়। শোভাযাত্রায় যোগ দেন বিজেপির জেলা সভাপতি তুফান মাহাতো, বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ ও অন্যান্য দলীয় নেতৃত্ব।

Continued from previous page

ADDITIONAL INFORMATION FOR INVESTORS:

Details of proposed/ undertaken pre-issue placements from the DRHP filing date: Our company has not undertaken any Pre-IPO placements from the date of DRHP filling.

Transaction of shares aggregating up to 1% or more of the paid-up equity share capital of the company by promoter(s) and promoter group(s) from the DRHP filing date: Our promoter(s) and promoter group(s) have not undertaken any transaction of shares aggregating upto 1% or more of the paid-up equity share capital of the company from the date of DRHP.

Pre-issue shareholding as at the date of advertisement and post-issue shareholding as at allotment for promoter(s), promoter group and additional top 10 shareholders:

Sr. No.	Shareholders	Pre-Issue shareholding as at the date of Advertisement		Post-Issue shareholding as at Allotment (3)			
				At the lower end of the price band (₹[•])		At the upper end of the price band (₹[•])	
		Number of Equity Shares(2)	Share holding (in %)(2)	Number of Equity Shares (2)	Share holding (in %)(2)	Number of Equity Shares(2)	Share holding (in %)(2)
Promoters							
1.	Capfront Technologies Private Limited	2,03,82,415	99.98%	[•]	[•]	[•]	[•]
2.	Itha Venkata Raghava Gowrinath	3,996	0.01%	[•]	[•]	[•]	[•]
	Sub Total (A)	2,03,86,411	99.99%	[•]	[•]	[•]	[•]
Promoter's Group (1)							
	NIL	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**
Public							
3	Ritesh Agarwal	8	0.00%	[•]	[•]	[•]	[•]
4	Ganeshprasad R Pavaskar	1	0.00%	[•]	[•]	[•]	[•]
5	Bhawesh Jhabak	1	0.00%	[•]	[•]	[•]	[•]
6	Satyanarayana Reddy Veera Venkata Mallidi	1	0.00%	[•]	[•]	[•]	[•]
7	Pitchuka Balasubrahmanyam	1	0.00%	[•]	[•]	[•]	[•]
	Subtotal (C)	**12**	**0.01%**	[•]	[•]	[•]	[•]
	Grand Total (A+B+C)	**2,03,86,423**	**100.00%**	[•]	[•]	[•]	[•]

Notes:

1) The Promoter Group shareholders are Capfront Technologies Private Limited and Itha Venkata Raghava Gowrinath.

2) Includes all options that have been exercised as on date of the Red Herring Prospectus and any transfers of equity shares by existing shareholders after the date of the pre-issue and price band advertisement until date of prospectus.

3) Based on the Issue price of ₹ [•]and subject to finalization of the basis of allotment.

BASIS OF ISSUE PRICE

The ***"Basis for Issue Price"*** on page no. 88 of the RHP has been updated as above. Please refer to the website of Book Running lead manager www.getfive.in for the ***"Basis for Issue Price"*** updated with the above information. You can scan the QR code given on the first page of this advertisement for the chapter titled ***"Basis for Issue Price"*** on page no. 88 of the RHP.

INDICATIVE TIMELINES FOR THE ISSUE

Sequence of Activities	Listing within T+3 days (T = Issue Closing Date)
Application Submission by Investors	Electronic Applications (Online ASBA through 3-in-1 accounts) - **Up to 4 pm on T Day.** Electronic Applications (Bank ASBA through Online channels like Internet Banking, Mobile Banking and Syndicate UPI ASBA etc) - **Up to 4 pm on T Day.** Electronic Applications (Syndicate - Non-Retail, Non-Individual Applications) - **Upto 3 pm on T Day.** Physical Applications (Bank ASBA) - **Upto 1 pm on T Day.** Physical Applications (NIIs) - **Upto 12 pm on T Day** and Syndicate members to transfer such applications to banks **before 1 pm on T Day**
Bid Modification	From Issue Opening date up to 4 pm of T Day
Validation of bid details with depositories	From Issue Opening date up to 4 pm of T Day
Reconciliation of UPI mandate transactions (based on the guidelines issued by NPCI from time to time): Among Stock Exchanges – Sponsor Banks – NPCI and NPCI – PSPs/TPAPs-Issuer Banks; **Reporting formats of bid information, UPI analysis report and compliance timelines**	On Daily basis Merchant Bakers to submit to SEBI, sought as and when
UPI Mandate Acceptance time	T Day - 5 pm
Issue Closure	T Day - 4 pm for NII categories T Day – 4 pm for individual and other reserved categories
Third party check on UPI applications	On daily basis and completed before 9:30 AM on T+1 Day
Third party check on non-UPI applications	On daily basis and completed before 1 pm on T +1
Submission of final certificates: - **For UPI from Sponsor Bank** - **For Bank ASBA from all SCSBs** - **For Syndicate ASBA**	UPI ASBA – Before 09:30 pm on T Day All SCSBs for Direct ASBA — Before 07:30 pm on T Day Syndicate ASBA – Before 07:30 on T Day
Finalization of rejections and completion of basis	Before 6 pm on T+1 day.
Approval of basis by Stock Exchanges	Before 9 pm on T+1 day.
Issuance of fund transfer instructions in separate files for debit and unblock. **For Bank ASBA and Online ASBA – To all SCSBs** **For UPI ASBA – To Sponsor Bank**	Intimation not later than 9:30 am on T+2 day. Completion before 02:00 pm on T+2 day for fund transfer; Completion before 4 pm on T+2 day for unlocking.
Corporate action execution for credit of shares	Initiation before 2 pm on T+2 day and Completion before 6 pm on T+2 day
Filling of listing application with Stock Exchanges and Issuance of trading notice	Before 7: 30 pm on T+2 day
Publish allotment advertisement	On the website of Issuer, Merchant Banker and RTA – before 9 pm on T+2 day In newspapers - on T+3 day but not later than T+4 day
Trading starts	T+3 day

Submission of Bids (Other than Bids from Anchor Investor):

Bid/ Offer Period (except the Bid/Offer Closing Date)	
Submission and Revision in Bids	Only between 10.00 a.m. and 4.00 p.m. (Indian Standard Time "IST")
Modification/ Revision/ Cancellation of Bids	
Upward Revision of Bids by Individual Investors, QIBs and Non-Institutional Investors categories #	Only between 10.00 a.m. on the Bid/Offer Opening Date and up to 4.00 p.m. IST on Bid/ Offer Closing Date

 # QIBs, Non-Institutional Investors and Individuals Investors can neither revise their bids downwards nor cancel/withdraw their bids. On the Bid/Offer Closing Date, the bids shall be uploaded until 4.00 p.m. IST in case of bids by Individual Investors, QIBs and Non-Institutional Investors.

Event	Indicative Dates
Bid/ Offer Opening Date	Tuesday, October 13, 2026
Bid/ Offer Closing Date	Thursday, October 15, 2026
Finalization of Basis of Allotment with the Designated Stock Exchange (T+1)	On or about Friday, October 16, 2026
Initiation of Allotment/Refunds/Unblocking of Funds from ASBA Account or UPI Id Linked Bank Account (T+2)	On or about Monday, October 19 2026
Credit of Equity Shares to Demat Accounts of Allottees (T+2)	On or about Monday, October 19, 2026
Commencement of Trading of the Equity Shares on the Stock Exchange (T+3)	On or about Wednesday, October 21, 2026

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects of the company, please refer the section "History and Certain Corporate Matters" on page 147 of the offer document. The Memorandum of Association of the company is a material document for inspection in relation to the issue. For further details, please refer the section titled "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 285 of the offer document.

LIABILITY OF THE MEMBERS OF THE COMPANY: Limited by shares.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: As on the date of the offer document, the authorised share capital of the company is Rs. 1,500.00 lakhs divided into 3,00,00,000 equity shares of face value of Rs. 5/- each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Company is Rs. 1,019.32 lakhs divided into 2,03,86,423 equity shares of face value of 5/- each. For details, please refer the section titled "Capital Structure" beginning on page 69 of the offer document.

NAMES OF SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM:

Original Signatories		
Name of the Subscribers	**Face Value Rs.**	**Number of Equity Shares**
Om Prakash Rathi	10	9,000
Yashwant Maheshwari	10	1,000
Total		**10,000/-**

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI

Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations, as amended, Neither the Draft Offer document shall be filed with SEBI, nor SEBI shall issue any observation on the Offer Document in terms of Regulation 246(2) of SEBI (ICDR) Regulations, 2018. Please refer the page 209 of the RHP for full text of the Disclaimer Clause

DISCLAIMER CLAUSE OF STOCK EXCHANGES

"As required, a copy of this Offer Document has been submitted to National Stock Exchange of India Limited (hereinafter referred to as NSE). NSE has given vide its letter Ref.: NSE/LIST/6739 dated April 20, 2026, permission to the Issuer to use the Exchange's name in this Offer Document as one of the Stock Exchanges on which this Issuer's securities are proposed to be listed. The Exchange has scrutinized the draft offer document for its limited internal purpose of deciding on the matter of granting the aforesaid permission to this Issuer. It is to be distinctly understood that the aforesaid permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the offer document has been cleared or approved by NSE; nor does it in any manner warrant, certify or endorse the correctness or completeness of any of the contents of this offer document; nor does it warrant that this Issuer's securities will be listed or will continue to be listed on the Exchange; nor does it take any responsibility for the financial or other soundness of this Issuer, its promoters, its management or any scheme or project of this Issuer.

Every person who desires to apply for or otherwise acquire any securities of this Issuer may do so pursuant to independent inquiry, investigation and analysis and shall not have any claim against the Exchange whatsoever by reason of any loss which may be suffered by such person consequent to or in connection with such subscription /acquisition whether by reason of anything stated or omitted to be stated herein or any other reason whatsoever."

CREDIT RATING: As this is an issue of Equity Shares there is no credit rating for this issue.

DEBENTURE TRUSTEES: As this is an issue of Equity Shares, the appointment of Trustees is not required however, SBICAP Trustee Company Limited is our Debenture Trustees for our Debt instruments.

IPO GRADING: Since the issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, there is no requirement of appointing an IPO Grading agency.

RISK TO INVESTORS: INVESTMENT IN EQUITY AND EQUITY-RELATED SECURITIES INVOLVE A DEGREE OF RISK AND INVESTORS SHOULD NOT INVEST ANY FUND IN THIS ISSUE UNLESS THEY CAN AFFORD TO TAKE THE RISK OF LOSING THEIR INVESTMENT. INVESTORS ARE ADVISED TO READ THE RISK FACTORS CAREFULLY BEFORE TAKING AN INVESTMENT DECISION IN THIS OFFERING. FOR TAKING AN INVESTMENT DECISION, INVESTORS MUST REPLY ON THEIR OWN EXAMINATION OF OUR COMPANY AND THE ISSUE INCLUDING THE RISK INVOLVED. THE EQUITY SHARES OFFERED IN THE ISSUE HAVE NEITHER BEEN RECOMMENDED NOR APPROVED BY SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOR DOES SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA GUARANTEE THE ACCURACY OR ADEQUACY OF THE RHP. SPECIFIC ATTENTION OF THE INVESTORS IS INVITED TO THE SECTION TITLED "RISK FACTORS" BEGINNING ON PAGE NO. 28 OF THE RHP.

AVAILABILITY OF APPLICATION FORMS: Application forms can be obtained from the Company i.e. Vaibhav Vyapaar Limited, the Book Running Lead Manager to the issue i.e. Getfive Advisors Private Limited and the Registrar to the issue i.e. Kfin Technologies Limited. The application forms shall also be downloaded from the website of National Stock Exchange of India Limited. i.e. www.nseindia.com. Application supported by Block Amount forms shall be available with designated branches of Self Certified Syndicate Banks, the list of which is available at website of the Stock Exchange and SEBI.

AVAILABILITY OF ABRIDGED PROSPECTUS: Investor are advised to refer to the Abridged Prospectus, and the Risk Factors Contained therein, before applying in the issue. Full copy of the Abridged Prospectus is available at the website of Book Running Lead Manager at (www.getfive.in); and website of the company at (www.vaibhav-vyapaar.com). Investor should note that investment in equity shares involves high degree of risk. For details, investor should refer to and rely on the Abridged Prospectus, including the section titled "Risk Factors" on page no. 28 of the RHP, which has filed with ROC.

AVAILABILITY OF THE OFFER DOCUMENT: Investor are advised to refer to the RHP, and the Risk Factors Contained therein, before applying in the issue. Full copy of the Prospectus shall be available at the website of SEBI at (www.sebi.gov.in); website of Stock Exchange at (www.nseindia.com); the website of Book Running Lead Manager at (www.getfive.in); and website of the company at (www.vaibhav-vyapaar.com). Investor should note that investment in equity shares involves high degree of risk. For details, investor should refer to and rely on the Prospectus, including the section titled "Risk Factors" on page no. 28 of the RHP, which has filed with ROC.

SYNDICATE MEMBER: SMC Global Securities Limited

APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA): Investors may apply through ASBA. ASBA can be availed by all the investors except Anchor Investors. All potential investors are mandatorily required to participate in the issue through an Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process. The investors are required to fill the ASBA forms and submit the same to their Banks which, in return will block the amount in the account as per the authority contained in ASBA form and shares. Hence, there will be no need of refund. The ASBA application forms can also be downloaded from the website of National Stock Exchange of India Limited. i.e. www.nseindia.com. For more details on the ASBA process, please refer to the details given in application forms and abridged prospectus and also please refer to the Section "Issue Procedure" on page no. 232 of the RHP.

Note: Capitalized terms used herein and not specifically defined herein shall have the meaning given to such terms in the Red Herring Prospectus.

BANKER TO THE ISSUE / ESCROW COLLECTION BANK AND REFUND BANK/ PUBLIC OFFER ACCOUNT BANK AND SPONSOR BANK: Kotak Mahindra Bank Limited

UPI: UPI Bidders can also bid through UPI mechanism.

Investors should read the RHP carefully, including the risk factors beginning on page no. 28 of the RHP before making any investment decision.

ASBA*	**Simple, Safe, Smart way to application - Make use of it.**	**Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is better way of applying to issue by simple blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check the section on ASBA below.**
UPI UNIFIED PAYMENTS INTERFACE	**UPI Now Available in ASBA For Retail Individual Investors.**	**For Details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and Abridged Prospectus. Please refer to the section "Issue Procedure" beginning on page no. 232 of the RHP. The process is also available on the website of NSE India Limited (www.nseindia.com), in General Information Document. List of Banks Supporting UPI is also available on the website of SEBI (www.sebi.gov.in).**

***In terms of the SEBI Circular No. CIR/CFO/POLICYCELL/11/2015, dated November 10, 2015 all potential investors shall participate in the Issue only through an Application Supported by Blocked Amount (ASBA") process providing details about the bank account which will be blocked by the Self-Certified Syndicate Banks ("SCSBs") for the same. Further pursuant to SEBI circular bearing no. SEBIHO/CFD/DIL2/CIR/P/2019/76 dated June 28, 2019, for implementation of Phased II for the UPI facility, which is effective from July 01, 2019, all potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount (ASBA) process providing details of their respective ASBA accounts or UPI ID (in case of RIIs), in which the corresponding Application Amounts will be blocked by the SCSBs or under the UPI Mechanism, as applicable. For details, please refer "Issue Procedure" beginning on page no. 232 of the RHP.**

BOOK RUNNING LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
Getfive	KFINTECH EXPERIENCE TRANSFORMATION	VAIBHAV VYAPAAR
Getfive Advisors Private Limited **Address:** 4th Floor, Motilal Oswal Tower, Opp. Zion Z1 Tower, Sindhubhavan Road, Thaltej, Ahmedabad, Gujarat – 380059 **Website:** www.getfive.in **SEBI Registration:** INM000013147 **Tel:** +91 79907 29901 **Email:** investor.grievance@getfive.in **Contact Person:** Aman Jain	**Kfin Technologies Limited** **Address:** Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad 500032, Telangana, India **Website:** https://www.kfintech.com/ **SEBI Registration:** INR000000221 **Tel:** +91 40 6716 2222 **Email:** vaibhav.ipo@kfintech.com **Contact Person:** Williams R	**Vaibhav Vyapaar Limited** **Registered Office Address:** Arch Square-X2, Unit-1406, 14th Floor, EP-GP Block, Sector V, Bidhannagar, Kolkata, Bidhan Nagar CK Market, North 24 Parganas, Saltlake, West Bengal, India, 700091 **Contact Person:** Aditya Singh Solanky , Company Secretary and Compliance Officer Telephone: +91 40 6716 2222/ 1800 309 4001 **Email:** investors@vaibhav-vyapaar.com **Website:** www.vaibhav-vyapaar.com

Note: Investors may contact the Company Secretary and Compliance Officer or the Registrar to the Offer in case of any pre-issue or post-issue related grievances including non-receipt of letters of allotment, non-credit of allotted equity shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non-receipt of funds by electronic mode, etc. For all issue related queries and for redressal of complaints, investors may also write to the BRLMs.

For on the behalf of Vaibhav Vyapaar Limited
Sd/-
Itha Venkata Raghava Gowrinath
Chairman and Managing Director
DIN: 08281079

Place: Bangalore
Date: October, 07, 2026

Vaibhav Vyapaar Limited *is proposing, subject to applicable statutory and regulatory and requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations to make an Initial Public Offering of its Equity Shares and has filed a RHP with Exchange. The RHP shall be available on the website of NSE at www.nseindia.com and the website of the BRLM at www.getfive.in. Any potential Investor should not only rely on the RHP filed with exchange for making any investment decisions and should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are also requested to refer to the section titled* ***"Risk Factors"*** *beginning on page no.28 of the RHP for details of the same.*

This announcement has been prepared for publication in India and not to be released or distributed in the United States. This announcement is not an offer to sell or a solicitation of any offer to buy Equity Shares of our Company in any other jurisdiction, including the United States. The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act, 1933 ("U.S. Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold, and Bids may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

আসছে মা...

ছবি: অদিতি সাহা

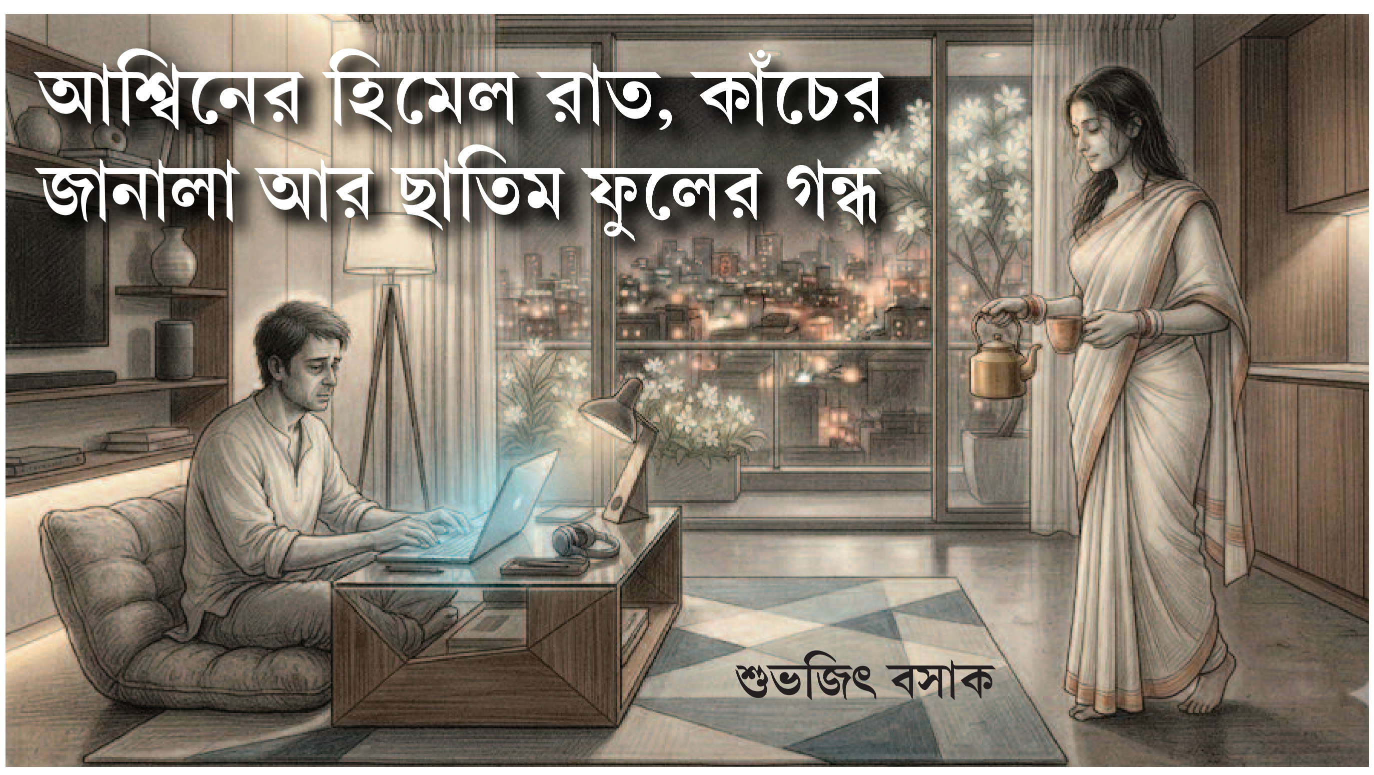

আশ্বিনের হিমেল রাত, কাঁচের জানালা আর ছাতিম ফুলের গন্ধ

শুভজিৎ বসাক

আশ্বিনের হিমেল রাত। হাইরাইজ ফ্ল্যাটের দশ তলার ঘরের মস্ত কাচের জানালার পাশে বসে ছিল নীল। জানালার ওপাশে কালো আকাশের নিচে বিস্তীর্ণ শহরটা ছড়িয়ে আছে। মোড়ে মোড়ে পুজো প্যান্ডেলের ঝলমলে তোরণ, বহুতলগুলোর গায়ে লেগে থাকা আলো আর রাস্তার গাড়ির লাল-হলুদ আলোর সারি; সব মিলিয়ে রাতের শহরটাকে কেমন যেন এক কাল্পনিক, রূপকথার জগতের মতো দেখাচ্ছে। আকাশ মেঘলা, আর বারান্দার খোলা স্লাইডিং ডোর দিয়ে ঘরে ঢুকে আসছে ছাতিম ফুলের এক মাতাল করা মিষ্টি গন্ধ।

দূর থেকে ভেসে আসছে শহরের কোনো এক মণ্ডপে প্রতিমা গড়ার ঠুকঠাক শব্দ, আর মাঝেমধ্যে বাতাসে ভেসে আসছে ঢাকের মহড়ার কাঠি পড়ার এক অদ্ভুত চেনা আওয়াজ। কিন্তু নীলের হাতের ল্যাপটপের স্ক্রিনটা একদম শান্ত। নীল কাজ করে এক ডিজিটাল এজেন্সিতে, যেখানে প্রতিদিন শত শত মানুষের জমানো ক্ষোভ, মুছতে চাওয়া মেল আর না-পাঠানো ড্রাফটগুলো মুছে ফেলতে হয়। মানুষের এত এত ডিজিটাল যন্ত্রণা দেখতে দেখতে ওর মনে হতো, এই শহরের ঝলমলে আলোর আড়ালে মানুষের আসল জীবনটা বোধহয় মরে ছাই হয়ে গেছে।

ঠিক তখনই রিন ঘরে ঢুকল। পরনে প্লেইন সুতির শাড়ি, তার আঁচলটা একদিকে আলতো করে জড়ানো। হাতে দুটো সিরামিকের কাপ আর গরম চায়ের ফ্লাস্ক। রিন হাত বাড়াতেই ওর দুই হাতের শাখা-পলা আর লোহাবাঁধানো নোয়াটাতে আলো ঠিকরে পড়ল, সামান্য ঠুংঠাং শব্দ হলো। ঘরের আলো নেভানো, শুধু জানালার ওপাশের শহর থেকে আসা নরম আলো ফুটছে ওর সদ্য স্নান সেরে ওঠা খোলা চুল আর সিঁথির উজ্জ্বল লাল সিঁদুরের ওপর। রিনের মুখে সারাদিনের ক্লান্তি নেই, বরং চোখে এক ধরনের অদ্ভুত প্রশান্তি। ও কোনো কথা না বলে জানালার পাশে রাখা কার্পেটের ওপর বসল, শাড়ির আঁচলটা গুটিয়ে নিয়ে দুটো কাপে চা ঢালল।

'এত রাতে, এই ছাতিম ফুলের গন্ধের মধ্যে চা?' নীল ল্যাপটপের স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে বলল।

রিন চায়ের কাপটা নীলের দিকে বাড়িয়ে দিল। ওর হাতের পলার লাল রংটা চায়ের ধোঁয়ায় যেন আরও স্নিগ্ধ দেখাল। রিন জানালার ওপাশের আলোর সমুদ্রটার দিকে তাকাল। 'গন্ধটা পাচ্ছিস, নীল? এই বাতাসে ছাতিম ফুলের মিষ্টি গন্ধ, আর একটু দূরে পুজো আসছে বলে সেজে ওঠা এই রূপকথার মতো শহর... কেমন এক মায়াবী আবহের সৃষ্টি করেছে না? আমরা সারাদিন কাটিয়ে বেঁচে থাকার জন্য কত অভিনয় করি। কিন্তু রাতের এই আলো-আঁধারিতে ভেতরের ঘুমিয়ে পড়া মনগুলো কীভাবে যেন জেগে ওঠে, তাই না?'

নীল ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপে চুমুক দিল। চায়ের ওম আর বাতাসে ভাসতে থাকা ছাতিম ফুলের গন্ধ মিলে একটা অদ্ভুত প্রশান্তি ছড়ালো। ও মৃদু স্বরে বলল, 'যে মন আঘাত পেতে পেতে শুকিয়ে গেছে রিন, তা কি আর কখনো মায়ায় সাড়া দেয়? চারপাশের এই ঝলমলে আলো কেবল এক বিভ্রান্তি।'

রিন ধীর গলায় বলল, 'না নীল, তুই ভুল ভাবছিস। মন আসলে সহজে মরে না। সে শুধু আঘাতের পর আঘাত সামলাতে সামলাতে নিজেকে একটা খোলসের ভেতর লুকিয়ে ফেলে। তাকে জাগানোর জন্য কোনো অলৌকিক ক্ষমতার দরকার হয় না, শুধু দরকার হয় একটা নিখাদ উপস্থিতি আর শর্তহীন কিছুটা অনুভূতি।'

রিন বাইরের আলোর দিকে হাত দেখিয়ে বলল, 'ওই দেখ, ওই আলোগুলোর মাঝে কত মানুষ একা। হয়তো কোনো ফ্ল্যাটের ঘরে বসে কেউ পুরোনো স্মৃতি আঁকড়ে ধরছে, কেউ বা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে একটা পুরোনো চিঠির কথা ভাবছে। ওরা কি মরে গেছে? না, নীল। ওরা শুধু জিরিয়ে নিচ্ছে। এই যে পুজো আসছে, এটা আসলে মরে যেতে বসা অনুভূতিগুলোকে নতুন করে বাঁচিয়ে তোলার একটা বাহানা। মণ্ডপে যখন ঢাক বাজবে, তখন এই বিষাদগুলো এক লহমায় উবে যাবে।'

নীল ল্যাপটপটা একপাশে সরিয়ে রাখল। স্লাইডিং ডোর দিয়ে আসা মিষ্টি বাতাসটা যেন আরও একটু তীব্র হলো। জানালার কাচের ওপারে রূপকথার শহরটা যেন আরও রূপময় হয়ে উঠেছে। নীলের মনে হলো, রিনের কথাগুলোর মধ্যে কোনো জটিলতা নেই, শুধুই জীবনকে নতুন করে দেখার একটা সহজ দৃষ্টিভঙ্গি আছে।

নীল হালকা হেসে বলল, 'জানিস রিন, আমি ভাবতাম আমার ভেতরে লেখার বা অনুভব করার আর কিছু বাকি নেই। প্রতিদিন বিষাদ দেখতে দেখতে আমার শব্দগুলো শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজকের এই আলো, ছাতিম ফুলের গন্ধ আর তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে; ছাই চাপা দিয়ে রাখলেও আগুনের তেজ কিন্তু একেবারে মুছে যায় না।'

রিন মৃদু হেসে বলল, 'সেই তেজটাকেই তো খুঁজে নিতে হয়, নীল। আমরা সবসময় পাওয়ার হিসেব মিলাতে ভুলে যাই আর হারানো জিনিসগুলো নিয়ে কষ্ট পাই। কিন্তু একটু আন্তরিকতা আর এই যে শান্ত রাতে এক কাপ খাঁটি চায়ের আড্ডা; এটাই তো বেঁচে থাকার আসল আনন্দ।'

ঠিক তখনই দূরের কোনো প্যান্ডেল থেকে আবার ভেসে এলো ঢাকের কাঠি পড়ার শব্দ। এক চেনা আগমনী সুর যেন বাতাসে মিশে গেল। নীলের মনে হলো, ঘরের ভেতরের জমে থাকা দীর্ঘদিনের একা লাগা ভাবটা বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে জানালার ওপাশের অন্ধকার আকাশে।

নীল ডিজিটাল প্যাডটা তুলে নিল। এবার সে আর কোনো বিষাদের ডিজিটাল চিঠি মুছবে না, এবার সে জানালার ওপাশের সেই আলোর শহর আর আশার গল্প আঁকতে শুরু করল। রিন শান্ত চোখে চেয়ে রইল নীলের ক্যানভাসের দিকে, ওর হাতের শাখা-পলাগুলো জানালার আলোয় জ্বলজ্বল করে উঠল।

জানালার কাচের ওপাশে ঝলমলে শহরের আলো, বাতাসে ছাতিম ফুলের ঘন গন্ধ, আর ঘরের ভেতরে দুটো মানুষ বসে রইল নীরবতায়; যেখানে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না, ছিল কেবল পুজো আসার এক অনাবিল আনন্দ আর বিবাহিত জীবনের এক অপূর্ব, শান্ত রেশ।।

কবিতা

বিশ্বাস

স্বপনকুমার মণ্ডল

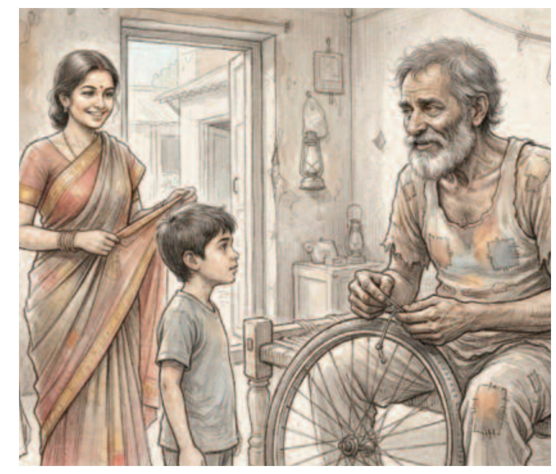

একটা সাইকেল কিনে দিতে হবে,
স্কুলটা যে বড্ড বেশি দূরে...
মুখের দিকে তাকিয়ে বাবা বলেছিল,
আচ্ছা দেব তাহলে...
ছোটবোনটি বলে ওঠে, আমাকে একটু চড়তে দিবি,
দাদা?
আমিও হ্যাঁ বলেছি তাকে।
দিদি এসে নতুন একটা সুন্দর শাড়ির বায়না ধরে,
মায়ের পুরোনোগুলো আর পরতে চায় না সে;
মাটির দিকে তাকিয়ে বাবা তাকেও আশ্বস্ত করে
দারিদ্রের বিকট মূর্তির সামনে দাড়িয়ে মা শুধু বলেছিল,
কবে দেবে তুমি! নিজের কথা বলা হয়নি তার,
বাবা মাকে একটা নতুন শাড়ির কথা বলে,
অবিশ্বাসেও তার হাসি ফোটে মুখে !
মৃতদেহের পাশে রজনীগন্ধার মতো
সৌরভ যে সেই বিশ্বাসের!

সময় গড়িয়ে যায়, সবার চাওয়াগুলো ভারী হতে
থাকে;
শতচ্ছিন্ন গেঞ্জি, মুখভর্তি দাড়ি, হাভাতে মুখেও
বাবা কাউকে না বলতে পারেনি কোনোদিন!
মা-ও কত মিথ্যে বলে ভুলিয়েছে আমাদের,
মনে পড়লে হাসি পায় শুধু!
আমি সাইকেল পাইনি, বোনকেও চড়াতে পারিনি
দিদি আইবুড়ো ভাতের দিন
একটা সুন্দর শাড়ি পেয়েছিল,
মা কিছু বললেই মাথা নেড়ে বাবা শুধু হচ্ছে-হবে করে
বিশ্বাসের বাতিঘরটি আগলে রেখেছিল;
বাবাও একসময় চলে গেল,
আমাদের চাওয়াগুলোও হারিয়ে গেল,
আমিও বাবা হলাম,
আমিও আর না বলতে পারি না !
বাবা যে বাতিঘরটি অজান্তেই রেখে গেছে তার!
বিশ্বাসের আলোতেই যে সম্পর্ক বেঁচে থাকে,
জীবনও এগিয়ে চলে অনন্তের পথে।

বিশিষ্টজনের চোখে সেকালের দুর্গাপূজা

ড. বিমলকুমার শীট

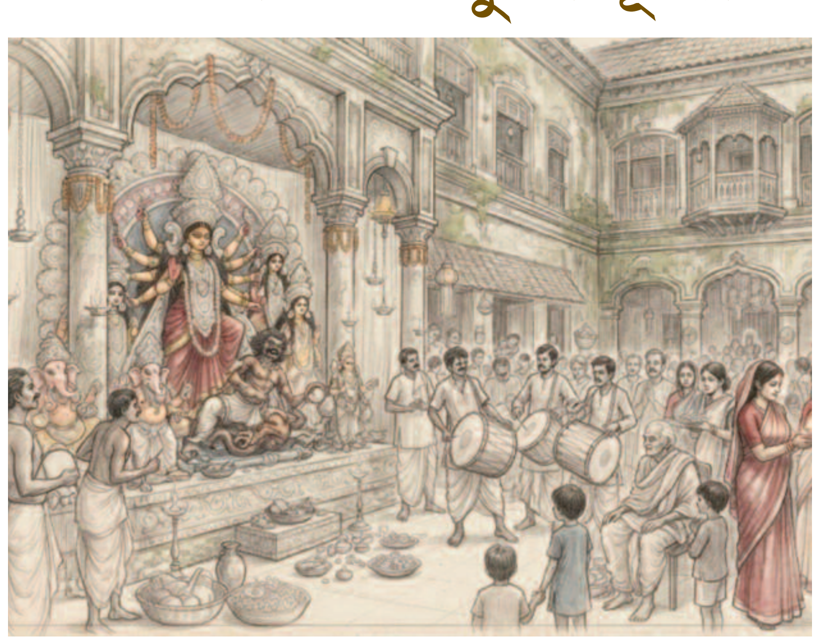

দুর্গোৎসব বাংলার প্রধান উৎসব। বর্তমানে সার্বজনীন দুর্গোৎসব রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও মহাধূমধামের সঙ্গে আয়োজিত হচ্ছে। সেকালে অবিভক্ত বাংলার বেশ কয়েকটি জমিদার পরিবারে মহাসমারোহে দুর্গাপূজো হত। তবে সেখানে সকলের অংশগ্রহণ সম্ভব ছিল না। সে সময় পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন জমিদার বাড়িতে যে দুর্গোপূজো হত তাঁদের পরিবারের কেউ না কেউ কলকাতায় পড়াশুনা এবং চাকরি করত। আর সেই পরিবারে কেউ কেউ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিখ্যাত হয়েছেন। এমনই একজন ব্যক্তি ছিলেন ঝালকাঠি জেলার কীর্তিপাশার জমিদার পরিবারের সন্তান ঐতিহাসিক তপন রায়চৌধুরী। তাঁর চোখে সেকালে দুর্গাপূজো কেমন হত সে বিষয়ে আলোকপাত করা যাক।

তপন রায়চৌধুরীর ঠাকুর্দা অনারেবল বিনোদকুমার রায়চৌধুরী, মেম্বার, লেজিসলেটিভ কাউন্সিল, কীর্তিপাশার বড় হিস্যার বাড়ির জমিদারির চার আনি অংশের মালিক। তপন রায়চৌধুরীর আড়াই বছর বয়সে ওঁর মৃত্যু হয়। তাঁর ঠাকুরদার চারভাই একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে ক্রমে পৃথগন্ন হন। তিনভাই কীর্তিপাশায় থেকে যেন। আর কনিষ্ঠ ঠার্কুদা, বরিশালে বাস করতে থাকেন। কীর্তিপাশায় চার ভাইয়ের আলাদা আলাদা ঘর ছিল। বড়দালানে বিশাল হল ঘর বড় বড় বইয়ের আলমারি, ঝাড়লণ্ঠন, শ্বেতপাথরের টেবিল আর বেঁটে বেঁটে কিছু সিংহাসন, কিছু তৈলচিত্র চার ভাইয়ের এবং তাঁদের মা ষষ্ঠিপ্রিয়া দেবীর আর বড় ঠার্কুদার এক বিশাল ট্রাঙ্ক ভর্তি ফোটোর নেগেটিভ। হলের এক কোনার একটি ট্রাঙ্কে শখের থিয়েটারের জন্য সাজ পোশাক।

প্রজাদের নালিশ ফরিয়াদ শোনা এই ঘরেই হয়। 'উত্তরের কোঠা' নামধেয় বৈঠকখানাটি ছিল জলসাঘর। এক তলার সামনের দিকে সারি সারি ঘর জমিদারির দফতরখানা। পাশেই বেশ জমকালো সিংহদ্বার। প্রতিমা বির্সজনের দিন এই দরজা দিয়ে শোভাযাত্রা করে দেবীর নিষ্ক্রমণ হত। সিংহাদ্বারের ডাইনে দুর্গাদালান, তার মুখোমুখি আটচালা, শখের থিয়েটারের জন্য বাঁধানো স্টেজ। দেবীদের পূজার সময় ওই আটচালার জমিতে হাঁড়িকাঠ বসানো হত। আটচালার পেছনে অনেকগুলি ছোট ছোট ঘরে পিতল, কাঁসা, পাথর আর রূপার কাঁড়ি কাঁড়ি বাসন, থিয়েটারের সাজসরঞ্জাম, ঢাল, তলোয়ার সড়কি প্রভৃতি প্রাক আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র রাখা হত। হাঁড়ি কুঁড়ি যা ছিল তার এক একটিতে একশো লোকের রান্না হতে পারত। দেবীর ভোগের থালা বারকোসগুলিও অনুরূপ মাপের। মাটির নীচের ঘরগুলির মধ্যে একটি ছিল 'আন্ধারিয়া কোঠা'। জনশ্রুতি ওই ঘরে অবাধ্য প্রজা তথা শত্রুপক্ষের লেঠেলদের গুম করা হত। সেকালে জমিদার বাড়ির ছেলে- বুড়ো সবাইকে প্রজারা 'মহারাজ' সম্বোধন করত। জমিদারের বাচ্চা বলে তাঁদের বেশ দেমাক ছিল।

তপন রায়চৌধুরী তাঁর পিতা মাতার সঙ্গে বছরে একবার কি দুবার জলপথে কীর্তিপাশা গ্রিনবোট বা বজরা করে যেতেন। বরিশালের বাংলো বাড়িতেই বছরে দশ-এগারো মাস তাঁরা থাকতেন। বরিশাল থেকে কীর্তিপাশা ষোল মাইল। গ্রিনবোটে ওই পথ যেতে প্রায় পুরো একদিন লাগত, আর দুই দাঁড়ের কোশ নৌকায় আট দশ ঘণ্টা। পথে জেলেদের কাছ থেকে ইলিশ মাছ কিনে তারা ভেজে খেত। বড় হিস্যার বাড়ির ঘাটে পৌঁছলে সেখানে কর্মচারী মেরধা তথা ভাই এবং কাকাদের রিসেপশন কমিটি তৈরিই থাকত। পৌঁছানো মাত্র 'আইয়া গ্যাছে, আইয়া গ্যাছে' বলে একটা ধ্বনি উঠত। কিন্তু তখন তপন রায়চৌধুরী বাবা জ্যাঠাদের আমলের সৌভাগ্যসূর্য অস্তমুখী। কিছুটা অর্থাভাবে, কিছুটা উদ্যোগহীতার ফলে সর্বত্রই ভাঙনের চিহ্ন। জমিদার ভবনের দেয়াল ফুঁড়ে বট-অশ্বত্থের চারা গজিয়েছে। মালিকদের কিছুতেই যেন তাপ-উত্তাপ নেই। তবে অবক্ষয়, আর্থিক সমস্যা, ভবিষ্যতের আসন্ন অন্ধকার তপন রায়চৌধুরীর জীবনে ছায়া ফেলত না। ত্রিশ এবং চল্লিশের দশকে তারাশঙ্কর আর বনফুলের কিছু কিছু রচনায় জমিদারি ঐতিহ্যের এক রোমান্টিক চেহারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অবশ্যি তারাশঙ্কর তাঁর শেষের দিকে লেখায় জমিদারদের অবক্ষয় এবং অপদার্থতার কথাই তুলে ধরেছেন।

তপন রায়চৌধুরী তার আত্মজীবনী 'বাঙালনামা' গ্রন্থে লিখেছেন 'বড় হিস্যার বাড়িতে পূজার সময়টা সকলেরই মহা আনন্দের দিন। আমাদের ছোট পরিবারটি বাদ দিলে ওই বাড়ির সবাই আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করতেন যে, বোধনের দিন পুরুতঠাকুর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার পর থেকে তিন/চার দিন দেবী সপরিবারে আমাদের দুর্গাদালানে উপস্থিত। চালচিত্রে আঁকা শিবও এসেছেন। গল্প শুনতাম কে এক অবিশ্বাসী কথাগুলি সত্যই কি না পরীক্ষা করতে দেবীর পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দা দিয়ে কেটে ফেলে। কাটা পা থেকে অঝোরে রক্ত পড়ায় তার সন্দেহ নিরসন হয়'। পূজোর সময় বহু দূরের সব গ্রাম থেকে শয়ে শয়ে মানুষ বড় হিস্যার বাড়ির পূজা দেখতে আস্ত। তাদের সর্বত্র প্রবেশাধিকার ছিল। দুর্গা দালানের সামনে হাঁড়িকাঠে পাঁঠাবলি হত। শাক্ত পরিবার বলে প্রতি পুজায়ই পাঁঠাবলি এবং অষ্টমিতে ১০৮টি পাঁঠাবলি হত। বলির সময়ে চারদিকে ঢাক ও মন্দিরার শব্দে কানে তালা ধরত। তার সঙ্গে ভক্তদের 'মা' 'মা' ধ্বনি।

অহিংসা বলি হত হাঁড়িকাঠ সংলগ্ন মাটির ডেলার উপর লাউ, কুমড়ো, মোচা ইত্যাদি। সব শেষে কিছু ফুলও কুচি কুচি করে কাটা হত। সামনের মাঠে সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ির সামনে ছোট হিস্যার মোষ বলি হত। মোষটাকে নাকে কানে সর্ষে দিয়ে ক্ষেপিয়ে হাঁড়িকাঠে জোতা হত। সন্ধ্যায় আরতি। ঢাকের বাজনার তালে তালে ধুনিচি নাচ হত। পূজার কদিন বাড়ির মেয়েরা স্নান করে চওড়া লাল পরে শাড়ি করে প্রতিমা বরণ করতেন। জ্যৈষ্ঠা থেকে কনিষ্ঠা পর্যন্ত সবাই লাইন করে যেতেন। তারপর একের পর এক প্রত্যেকে সব দেবদেবীদেরই বরণ করতেন। এক অসুর আর বাহনরাই বাদ পড়ত। রাত্রে সবাই নৌকা করে বিসর্জন দেখতে যেতেন। বিসর্জনের শোভাযাত্রায় রুপার আশা সোটা দিয়ে প্রহরীরা আগে আগে চলত।

ফেরার সময় যারা বেশি ভক্তিমতী তাঁদের চোখের জল আর বাধা মানত না। বাড়ি ফিরলে শূন্য দুর্গাদালানে পা মুড়ে বসলে পুরুতঠাকুর শান্তিজল ছিটিয়ে দিতেন। তারপর কোলাকুলি, বিজয়ার বিশিষ্ট জলখাবার নাড়ু, নারকেলের চিড়াজিরা, ফুল, পদ্মচিনি, তক্তি প্রভৃতি দেওয়া হত। বিজয়ার কোলাকুলির সময় একটি গ্রাম্য রসিকতা খুব চালু ছিল। প্রতিমা নামানোর সময় কোনও রসিক তরুণ সিংহের শিশ্নটি সযত্নে সংগ্রহ করতেন। কোলাকুলির পর আর্শীর্বাদ স্বরূপ বস্তুটি তিনি কনিষ্ঠদের কপালে ঠেকিয়ে দিতেন। তখন হাসির হররা উঠত। এই আর্শীবাদ যাতে পেতে না হয়, তপন রায়চৌধুরী ও অন্যান্যরা সে বিষয়ে সতর্ক থাকত।

তপন রায়চৌধুরীর গ্রামের বাড়ি যাওয়ার উৎসাহের প্রধান কারণ পূজার ঘটা বা ফুর্তি নয়- ওখানকার স্থায়ী বাসিন্দা ভাই বোন কাকা-জ্যাঠা যাদের সঙ্গে স্নেহের বন্ধন গভীর ছিল, তাদের সঙ্গলাভ। আর গাড়ি ঘোড়া বিহীন শান্ত গ্রাম জীবনে এক ধরনের নিবিড় শান্তির স্বাদ। আর ফাউ হিসাব পেতেন ইস্কুলের কিছু শিক্ষক, সেরেস্তার কয়েকজন কর্মচারী আর তার বয়সী কয়েকটি ভদ্র সন্তানের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ।